তবলিগি-সিরিজ ১

মওলানা মওদুদী ও আহমদীয়া জমাআত

আহমদীয়া সাহিত্য সমিতি
১৯৫৪

The Ahmadiyya Movement

The Ahmadiyya Movement was founded by Hazrat Ahmad, the Promised Messiah and Mahdi and the expected messenger of all nations. In the spirit and power of all the earlier prophets, he came to serve and re-interpret the final and eternal teachings laid down by God in the Holy Quran. The Movement, therefore, represents the True and Real Islam and seeks to uplift humanity and to establish peace throughout the world. Hazrat Ahmad died in 1908, and the present Head of the movement is his second successor, Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, under whose direction the movement has established Missions in many parts of the world.

তবলিগি-সিরিজ ১

মওলানা মওদুদী ও আহমদীয়া জমাআত

প্রাপ্তিস্থান ঃ দারুত তবলিগ
৪ নং বক্সী বাজার রোড,
ঢাকা।

মূল্য—দশ আনা মাত্র

মৌলবী মমতায আহমদ
কর্ত্তৃক
আহমদিয়া সাহিত্য সমিতি,
৪ নং বক্সীবাজার, ঢাকা
পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে প্রকাশিত।

এম, এ, মুকিত কর্ত্তৃক
পাইওনিয়ার প্রেস, ২ নং রমাকান্ত
নন্দী লেন ঢাকা, পূর্ব্ব পাকিস্তান
হইতে মুদ্রিত।

প্রকাশকের আবেদন

ইছলাম বর্ত্তমানে এক মহাসংকটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এই সংকট অতিক্রম করিয়া সুদিনের মুখ দেখিতে হইলে একমাত্র পথ হইল মুছলমানদের বিভিন্ন ফিরকার একতাবদ্ধ হওয়া। তাহা না করিয়া যদি একদল অন্যদলকে কাফের বলিয়া ফৎওয়া দিয়া ইছলাম হইতে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করিয়া দিতে চায়—তবে ইহাতে ইছলামের শত্রুদিগকেই প্রত্যক্ষ সাহায্য করা হইবে।

আহমদিদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করার জন্য যে আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে—ইহাকে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে।

আহমদীয়া জমাআতকে সংখ্যালঘু গণ্য করার জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করা হয় তাহা খণ্ডন করিয়া এই পুস্তিকা দ্বারা মুছলমানদিগকে একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হইয়াছে। ইছলামের জন্য যাহাদের সামান্য দরদও আছে তাহারা নিশ্চয়ই এই মহান আহ্বানে সাড়া দিবেন।

আল্লাহতা'লা আমাদের পথের সাথী হউন এবং আমাদের শ্রম সার্থক করুন। আমীন!

আহমদীয়া সাহিত্য সমিতি

১০ই অক্টোবর, ১৯৫৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
	সূচনা	১
১।	কাদিয়ানীদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করার জন্য ৩১ (বা ৩৩) জন আলিমের সিদ্ধান্ত।	২
২।	কাদিয়ানীগণ খতমে-নবুওতের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া মুছলমানদের বৃহত্তম অংশ হইতে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে।	৬
৩।	ছাহাবায়ে কেরাম এবং প্রাথমিক যুগের ইমামগণ খাতমুন্নবিঈনের কি অর্থ বুঝিতেন ?	৮
৪।	মুছায়লামা কাযযাব এবং আছওদে উনছি প্রভৃতির সহিত তাহাদের বিদ্রোহিতার দরুনই যুদ্ধ হইয়াছিল।	১৩
৫।	মুছলিম উম্মতের বড় বড় জ্ঞানীগণের সাক্ষ্য খাতমের অর্থ মোহর।	১৮
৬।	মুহাম্মদী উম্মতের আধ্যাত্মিক আলিমগণের উন্নততম স্থান।	২০
৭।	আহমদীয়া জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার ভাষায় খতমের নবুওতের ব্যখ্যা।	২১
৮।	মুহাম্মদী উম্মতের মধ্যে হাজার হাজার লোক নবুওতের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে।	২৫
৯।	নবুওতের সংজ্ঞা ও আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা।	২৯
১০।	কুফরের সংজ্ঞা এবং ইছলামের মূলতত্ব।	৩১
১১।	আহমদিগণ মুছলমান বলিয়া কথিত সকলকেই মুহাম্মদী উম্মত বলিয়া মনে করে।	৩৪

পৃষ্ঠা

১২। আহমদীয়া জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি আলিমদের কাফিরী ফৎওয়া। ৩৬

১৩। শিয়াদের সম্বন্ধে ছুন্নী আলিমদের ফৎওয়া ৪২

১৪। ছুন্নীদের সম্বন্ধে শিয়া আলিমদের ফৎওয়া। ৪৩

১৫। বেরেলীর আলিমদের সম্বন্ধে দেওবন্দী আলিমদের ফৎওয়া। ৪৪

১৬। দেওবন্দী সম্বন্ধে বেরেলীর আলিমদের ফৎওয়া ৪৪

১৭। আহলে হাদীছ্‌গণ সম্বন্ধে মুকল্লিদ আলিমগণের ফৎওয়া ৪৫

১৮। মুকল্লিদগণ সম্বন্ধে আহলে হাদীছ্‌ আলিমগণের ফৎওয়া ৪৬

১৯। আহমদী-জমাআতের ইছলাম কি অন্যান্য মুছলমানদের ইছলাম হইতে পৃথক ? ৪৬

২০। গয়র আহমদী আলিমগণের ফৎওয়া : আহমদিদের পশ্চাতে নমায জাইয নহে। ৫০

২১। গয়র আহমদী আলিমগণ এই মর্ম্মে যে সমস্ত ফওয়া দিয়াছেন উহা হইতে কয়েকটী। ৫১

২২। গয়র আহমদী আলিমগণের ফৎওয়া : আহমদীদের জানাযার নমায পড়া জাইয নহে। ৫৪

২৩। আহমদী জমাআতের লোক ব্যতীত অন্যদের জানাযার নমায পড়া সম্বন্ধে আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার ফৎওয়া। ৫৭

পৃষ্ঠা

২৪। আহমদীদের মৃতদেহ এবং সমাহিত শবের প্রতি গয়র আহমদীদের লজ্জাজনক ব্যবহার। ৫৯

২৫। আহমদীদিগকে মেয়ে বিবাহ দিতে নিষেধ। ৬৯

২৬। গয়র আহমদী আলিমগণই বিবাহ সম্বন্ধে অগ্রে ফৎওয়া দিয়াছেন। ৭১

২৭। গয়র আহমদী আলিমগণের ফৎওয়া কি শুধু কথাতেই সীমাবদ্ধ ছিল? ৭৫

২৮। অস্ত্রের দ্বারা নহে বরং শিক্ষা ও চরিত্র দ্বারা ধর্ম্মের সংরক্ষণ হইয়া থাকে। ৭৬

২৯। গয়র আহমদী আলিমগণের সম্মিলিতভাবে ইছলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি রচনা করা তাহাদের একে অন্যকে মুছলমান বলিয়া, মনে করার প্রমাণ নহে। ৭৯

৩৯। আহমদী জমাআতের তবলীগী প্রচেষ্টায় মওলানা মওদুদী ছাহেবের ভীতি। ৮১

৩১। আহমদীজমাআত সম্বন্ধে বিরোধী দলের মিথ্যা প্রচার। ৮৮

৩২। চৌধুরী মোহাম্মদ যফরুল্লাহ খানকে অপসারিত না করিয়া আমাদের রাষ্ট্র নায়কগণ বুদ্ধিমত্তার না মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় দিতেছেন? ৮৯

৩৩। মওলানা মওদুদী ছাহেবের দৃষ্টিতে আহমদী জমাআতের ইছলাম প্রচার। ৯১

৩৪। জেহাদের ব্যাপারে আহমদী জমাআতের অনুসৃত পন্থা। ৯৩

পৃষ্ঠা

৩৫। ছাহেবজাদা আবদুল লতীফ ছাহেবের শাহাদতের কারণ। ৯৮
৩৬। আফগানীস্থানের শহিদগণ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ধৃতি। ১০০
৩৭। বুখারার মুবল্লিগ মিয়া মুহাম্মদ আমীন খান ছাহেবের চিঠি। ১০২
৩৮। আরবদের সম্বন্ধে আহমদী জমাআতের ইমামের মমত্ববোধ। ১০৫
৩৯। অমুছলমান রাজ্য সমূহে আহমদী জমাআত কোন্ জেহাদের আসক্তিকে হ্রাস করার জন্য তবলীগ করিতেছে? ১০৮
৪০। জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মন্ত্রীর কৈফিয়ৎ তলব। ১০৯
৪১। মওলানা মওদুদী ছাহেবকে খোদার প্রদত্ত শাস্তির শর্ত্তে শপথ গ্রহণের জন্য আহ্বান। ১০৯
৪২। আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা কি চাহিতেন যে স্বাধীন মুছলমান জাতিগুলিও ইংরেজের গোলাম হইয়া যাক? ১১১
৪৩। জমাআতে আহমদীয়া সর্ব্বদা মুছলিম রাষ্ট্রগুলির সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছে। ১১১
৪৪। হেজাজের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আহমদী জমাআতের দাবী। ১১৫
৪৫। আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা কেন ইংরেজের প্রশংসা করিলেন? ১২২
৪৬। বেলুচিস্থানের লোকদিগকে আহমদী করিয়া লওয়ার ইচ্ছা ১২৭

পৃষ্ঠা

৪৭। আহমদীদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করার দাবী কোন্ রাজনৈতিক ইঙ্গিলের অন্তর্ভুক্ত ? ১২৭

৪৮। মুছলমানদের অংশ বলিয়া পরিচিত হওয়ার দরুণ আহমদীদের প্রচার প্রসার লাভ করিয়াছে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ১২৯

৪৯। সৈন্য, পুলিশ, এবং আদালতের মধ্যে আহমদীদের ভর্ত্তি হওয়া সম্বন্ধে ভ্রান্ত প্রচার। ১৩১

৫০। মওলানা মওদুদী ছাহেব ও তাঁহার সহকর্ম্মী আলিমদিগকে চ্যালেঞ্জ। ১৩৫

৫১। মওলানা মওদুদী ছাহেবও তাঁহার সঙ্গিগণ যদি সত্যবাদী হন তবে কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া নিজেদের আরোপিত অপবাদ সপ্রমান করুন। ১৩৭

৫২। শেষ আবেদন ১৩৯

৫৩। পাঞ্জাব দাংগার ইনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি ১৪৫

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচনা

আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
নাহমাদুহু ও নুছাল্লি আলা রাছুলিহিল করীম
খোদাকে ফযল ও রহমকে ছাথ
হুয়ান নাছির।

মওলানা আবুল আলা মওদুদী ছাহেব প্রবন্ধাদি লিখিয়া এবং বক্তৃতাদি দ্বারা নানা ভাবে আহমদীয়া জমাআতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। তিনি ১৯৫৩ সনের মার্চ মাসে 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ইহা বহুল পরিমাণে প্রচার করা হইয়াছে। ফলে এখানে আহমদিয়া মতবাদ ও জমাআত সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে অযথা বহু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর করার উদ্দেশ্য নিয়াই মওলানা মওদুদী ছাহেবের 'কাদিয়ানী সমস্যার' জওয়াব দেওয়া হইল।

নিরপেক্ষ বিবেক নিয়া এই উত্তর পাঠ করিলে আশা করি সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন যে 'কাদিয়ানী সমস্যা' মোসলেম জগত বা পাকিস্তানের জন্য কোন সমস্যাই নহে। বরং নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই ইহাকে সমস্যারূপে পেশ করা হইতেছে।

কাদিয়ানীদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করার জন্য ৩১ (বা ৩৩) জন আলিমের সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মওদুদী ছাহেব প্রথমেই বলিয়াছেন কাদিয়ানীদিগকে সংখ্যালঘু সাব্যস্থ করার দাবী দেশের ৩৩ জন নেতৃস্থানীয় আলিম উপস্থাপিত করিয়াছেন।

মওদুদী ছাহেব ভুলিয়া গিয়াছেন যে ৫৩ ইংরেজীর ১৬ই জানুয়ারী তারিখে আলিমগণের যে বোর্ড গঠিত হইয়াছিল উহাতে ৩১ জন আলিম ছিলেন এবং করাচীর অপর আলিমগণ কথা তুলিয়াছিলেন যে অন্যান্য আলিমদের এই কমিটিতে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ৩১ জন আলিম সমবেতভাবে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে গত সম্মিলনে যে সমস্ত আলিম উপস্থিত হইয়াছিলেন শুধু তাহারাই কমিটিতে থাকিবেন—অতিরিক্ত কাহাকেও নেওয়া হইবে না। এই সংবাদের শিরোনামা ছিল ঃ— ৩১ জন আলিমের অতিরিক্ত আলিমকে গ্রহণ করা যাইবেনা। (ইছলামী জমাতের পত্রিকা 'তছনীম" ৫৩ ইং ১৭ জানুয়ারী)। ইহাতে বুঝা যায় ৩১ জন আলিমের এক বোর্ড গঠিত হইয়াছিল ৩৩ জনের নহে। যখন অপর আলিমগণ এই বোর্ডে শরীক হওয়ার দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন তখন এই উত্তর দেওয়া হইয়াছিল যে ৩১ জনের অতিরিক্ত কাহাকেও শরীক করা যাইতে পারে না। কিন্তু ব্যাপার এই যে ইছলামী জমাতের পত্রিকা "তছনীম" ইহার ১৭ জানুয়ারীর সংখ্যায় ইহা প্রকাশ করিয়াছে এবং ঐ জমাতের অন্য পত্রিকা 'কওছর' ইহার ২৫শে জানুয়ারীর সংখ্যায় নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে।

মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য সমগ্র পাকিস্তানের ৩৩ জন আলিমের যে সম্মিলন করাচীতে ১০ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে উহা ক্রমাগত আট দিন বিচার বিবেচনা করার পর মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে স্বীয় বিস্তারিত অভিমত উপস্থাপিত করিয়াছে। অবশেষে ইহাও লিখিয়াছেন ৫২ইং ২২শে ডিসেম্বর তারিখে দ্বিতীয় বার এই কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই আমন্ত্রণ করা হইবে যাহারা ৫১ইং জানুয়ারীতে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। (কওছর ৫৩ ইং ২৫শে জানুয়ারী)

তরজমানুল কুরআন ৩৫ জিল্‌দ ৩।৪ সংখ্যায় ৫১ইং জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতেও ৩১ জন আলিমের সম্মিলনের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। মোটের উপর ৫১ইং জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীর তর্জমানুল কুরআনে ৩১ জন আলিমের সম্মিলনের দাবী করা হইয়াছে এবং ইছলামী জমাতের পত্রিকা "তছনীম" ও তাহার, ৫৩ইং ১৭ই জানুয়ারীর সংখ্যায় এই কথা স্বীকার করিয়াছে যে ৩১জন আলিমই এই সম্মিলনে যোগ দান করিয়াছিলেন এবং উহাদিগকেই ভবিষ্যতে শরীক রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। "কওছর"ও ৫৩ইং ২৫শে জানুয়ারীর সংখ্যায় ইহা স্বীকার করিয়াছে যে ৫১ইং জানুয়ারী মাসে যে সমস্ত আলিম আহুত হইয়াছিলেন তাহাদিগকেই আগামীতে আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এতৎ সত্বেও কওছর লিখিতেছে আমন্ত্রিত আলিম ৩৩ জন ছিলেন। আমন্ত্রিত আলিমের সংখ্যা ৩১ ছিল কি ৩৩ ছিল

অথবা সমগ্র পাকিস্তানে এই সংখ্যক আলিমই আছেন অথবা বেশী (যদি বেশী থাকেন) তবে ৩১ বা ৩৩ জনের নির্ব্বাচন কোন্ পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছিল তাহা না দেখিয়া আমরা ইহা জিজ্ঞাসা করার অধিকার রাখি যে যখন ৫১ ইং জানুয়ারী মাসে ৩১ জন আলিমের সম্মিলন হইয়াছিল এবং ৫৩ইং জানুয়ারী মাসে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল যে এই ৩১ জন আলিমের অতিরিক্ত অপর কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করা যাইবে না তখন এই ৩১ সংখ্যা ৩৩য়ে পরিণত হইল কিরূপে ? চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আলিমগণ কি হিসাব সম্বন্ধে এত অজ্ঞ যে তাহারা ৩১ এবং ৩৩ এর পার্থক্য বুঝেন না অথবা এই সম্মিলনের অধিকাংশ অলিমইকি ধার্ম্মিকতা হইতে বঞ্চিত যে যে সমস্ত আলিম এই সম্মিলনে যোগদানের জন্য চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকেত উত্তর দিয়াছিলেন ৩১ জন ব্যতাত অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে না ; এইজন্য আপনাদিগকেও গ্রহণ করা যাইবে না। কিন্তু পরে ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে অপর দুইজন আলিমকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহা সত্বেও প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে এই আলিমগণ যাহারা নির্ব্বাচন পদ্ধতির সূক্ষ্মতত্বের প্রতি বিশেষ জোর দিয়া থাকেন তাহারা উলামা বোর্ড গঠন করিতে কোন পদ্ধতি অবলম্বণ করিলেন না।— নিজেরাই নেতা সাজিয়া গবর্ণমেণ্টকে হুমকী দিতেছিলেন ?

এই দাবী অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের এবং পাকিস্তানের অধিকাংশ প্রদেশের জন সাধারণের অভিমতের বিপরীত ছিল ঃ

(২) দ্বিতীয় কথা মওলানা মওদুদী ছাহেব লিখিয়াছেন যে এই দাবী কাদিয়ানী সমস্যার মীমাংসার সর্ব্বোত্তম পন্থা হওয়া সত্বেও

শিক্ষিত সমাজের বহু সংখ্যক লোক এখন পর্য্যন্ত উহার যথার্থ্য ও যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। পাঞ্জাব ও ভাওয়ালপুর ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে এখন পর্য্যন্ত জনসাধারণ উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছেন না ('কাদিয়ানী সমস্যা' ৫ পৃষ্ঠা)।

এই অবস্থায়, এই দাবী কি করিয়া জনসাধারণের দাবী বলিয়া গণ্য হইতে পারে? ইহা কি আপনার এবং বাস্তবের বিপরীত কথা নয়—একদিকে মওদুদী ছাহেব লিখিতেছেন: 'শিক্ষিত সমাজের বহু সংখ্যক লোক এই দাবীর প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই এবং সিন্ধু, বঙ্গ, বেলুচিস্তান সীমান্ত প্রদেশ, করাচী এবং খয়েরপুর রাজ্যের জনসাধারণেরও অধিকাংশ এই দাবীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছেনা। কিন্তু ইহা সত্বেও তিনি মন্ত্রী সভাকে শাসাইয়া বলিতেছেন: "তাঁহাদিগের দেখা উচিত যে এই দাবী যুক্তি যুক্ত কিনা এবং ইহার পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থনের শক্তি আছে কিনা। যদি এই উভয়ই বিদ্যমান থাকে তবে গণতন্ত্রের বিধান মতে কোন ন্যায় শাস্ত্রের দ্বারা উহাকে প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারেনা। ('কাদিয়ানী সমস্যা' ৪০ পৃষ্ঠা)

মওলানা মওদুদী ছাহেবের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে অন্য কোন ন্যায় শাস্ত্রানুসারে এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে বা না পারে স্বয়ং মওদুদী ছাহেবের ন্যায় শাস্ত্রানুসারেই উহা প্রত্যাখাত হইয়া যাইতেছে। কেননা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাকে এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে শিক্ষিত সমাজের বহু সংখ্যক লোক এখন

পর্য্যন্ত এই দাবীর যাথার্থ্য ও যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই এবং পাঞ্জাব ও ভাওলপুর ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণ এখন পর্য্যন্ত ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছে না।"

এই কথা স্বয়ং মওদুদী ছাহেব নিজেই স্বীকার করিতেছেন। তাই আমরা এই দাবী মানিয়া নিতে পারি না। এখন বলুন, আপনার নিকট সরকারের এই জওয়াবের ন্যায়সঙ্গত কি উত্তর আছে? এই জওয়াব সত্য না মিথ্যা এবং গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ মুতাবিক কি না? যদি বলেন এই জওয়াব মিথ্যা, তবে এই মিথ্যা আপনি নিজের কিতাবে লিপিবদ্ধ করিলেন কেন?

কাদিয়ানীগণ খতমে নবুওতের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া মুছলমানদের বৃহত্তম অংশ হইতে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে ঃ

(৩) মওলানা মওদুদী ছাহেব অতঃপর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে কাদিয়ানীদিগকে সংখ্যালঘু সাব্যস্থ করা সেই অবস্থারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যাহা তাহারা নিজেরাই সৃষ্টি করিয়াছে ঃ

(ক) তাহারা খতমে নবুওতের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই ব্যাখ্যা মুছলমানদের সর্ব্ব সম্মত ব্যাখ্যা হইতে পৃথক এবং এই সকল মুছলমানদের ব্যাখ্যার সহিত ছাহাবিগণও একমত ছিলেন। এই কারণেই তাঁহারা আঁহযরতের পর নবুওতের দাবীদার প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী মুছলমানগণও এই সংজ্ঞাই বুঝিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আহমদিগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যে রছুলে করীম (দঃ) ন বগণের মোহর

এবং ভবিষ্যতে যে নবী আসিবেন তিনি আঁহযরতের তছদীক সহকারে আসিবেন।

(খ) উক্ত ব্যাখ্যার ফলে আহমদিগণ বলিতেছে যে আঁ হযরতের পর অনেক নবী আসিতে পারেন।

(গ) তাহারা ইহাও বলিতেছে যে ইছলামী শরীয়ত নবুওতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করিয়াছে তদনুসারে হযরত মির্জ্জা ছাহেব ও রূপক ভাবে নবী নহেন বরং বাস্তবভাবে নবী।

৪) তাহারা এইকথা বলিতেছে যে হযরত মির্জ্জা ছাহেবকে যে ব্যক্তি নবী বলিয়া মান্য করেনা সে কাফির।

(৫) তাহারা এই দাবী করিতেছে যে তাহাদের ইছলাম তাহাদের খোদা, তাহাদের কুরআন এবং তাহাদের হজ্জ অন্যান্য মুছলমানদের ইছলাম, খোদা, কুরআন এবং হজ্জ হইতে ভিন্ন।

(৬) এই মতভেদকে বাড়াইয়া—

(ক) তাহারা গয়রআহমদীর পশ্চাতে নমায পড়াকে নাজাইয—

(খ) তাহাদের জানাযা পড়াকে নাজাইয ও

(গ) এবং তাহাদিগকে মেয়ে দেওয়া নাজাইয সাব্যস্থ করিয়াছে।

(৭) কার্য্যতঃ তাহারা এই ভাবে মুছলমান হইতে ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহারা যখন নিজেরাই নিজেদের কার্য্যের ফলে সংখ্যালঘু হইয়া পড়িয়াছে তখন তাহাদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করা উচিত।

এখন আমরা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

ছাহাবায়ে কেরাম এবং প্রাথমিক যুগের ইমামগণ খাতমুন্নবিঈনের কি অর্থ বুঝিতেন ঃ

(ক) মওলানা মওদুদী ছাহেব লিখিয়াছেন—"আহমদিগণ খতমে নবুওতের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহা ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী মুছলমানগণের ব্যাখ্যার বিপরীত।" ইহা শুধু একটা প্রমাণহীন দাবীই নহে বরং বাস্তবের বিপরীত দাবীও বটে।

ছাহাবাগণের মধ্যে হযরত আয়েশা ছিদ্দীক (রা) একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক। তিনি বলিতেছেন তোমরা আঁহযরতকে খাতমুন নবীঈন বলিও কিন্তু তাঁহার পর নবী নাই একথা বলিও না। (দুরের মনছুর ৫ম জিল্‌দ ২৬৪ পৃষ্ঠা এবং তকমেলা মাজমাউল বেহার ৮৫ পৃষ্ঠা সামান্য প্রভেদ সহ)

এই কথাগুলি দ্বারা ইহা পরিষ্কার ভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে (ক) হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) খাতমুন নবীঈনের অর্থ এবং লানবীয়া বাদাহুর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝিতেন।

(খ) তিনি লানবীয়া বাদাহুর শব্দগুলিকে দ্ব্যর্থবোধক মনে করিতেন। কেননা রছুলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন লানবীয়া বাদী এবং তিনি বলিতেছেন লানবীয়া বাদাহু বলিওনা। ইহা সম্ভব নহে যে হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) মুছলমানদিগকে উপদেশ দিবেন যে তোমরা হযরত রছুলে করীম (দঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিওনা।

অতএব তাঁহার উদ্দেশ্য ইহাই হইতে পারে যে লানবীয়া বাদী বাক্যের কয়েকটী অর্থ হয় তাহার এক অর্থ এমন আছে যাহা দ্বারা ভ্রান্ত ধারনার সৃষ্টি হইতে পারে। এইজন্য এই বাক্য ব্যবহার করিওনা। এই ভ্রান্ত ধারনা ইহাই যে কোন প্রকার সর্ত্ত বিহীন নবুওতের অস্বীকৃতিও এই বাক্য হইতে বহির্গত হইতে পারিত। কিন্তু তিনি এই ধারনাকে সঠিক মনে করিতেন না। এইজন্য তিনি এই বাক্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেন। ইহা এমন কথা ছিল যেমন রছুলে করীম (দঃ) হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) কে বলিয়াছিলেন "তুমি যাও এবং ঘোষণা কর যে যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে সে বেহেস্তে প্রবেশ করিয়াছে।" যখন হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) এই ঘোষণা নিয়া বাহির হইলেন তখন সর্ব্বাগ্রে হযরত উমর (রাঃ)র সহিত সাক্ষাৎ হয়। হযরত উমর (রাঃ) তাহার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে খুব জোরে এক মুষ্টাঘাত করিলেন এবং এই আঘাতে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তিনি উঠিয়া রছুলে করীম (দঃ) এর নিকট নালিশ করার জন্য দৌড়িয়া যাইতে লাগিলেন। হযরত উমর (রাঃ)ও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিলেন এবং নবী করীম (দঃ) এর নিকট আরজ করিলেন, হে আল্লার রছুল আপনি কি এই পয়গাম আবুহুরায়রাকে দিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন এরূপ করিবেন না, লোকে ভুল বুঝিবে এবং কাজ ছাড়িয়া দিবে। তিনি বলিলেন উত্তম কথা। (মুসলিম কিতাবুল ঈমান) এই হদীছের দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন হয় যে রছুলে করীম (দঃ) এর কথাকে হযরত

উমর প্রত্যাখ্যান করেন নাই বরং তিনি ভয় করিতেছিলেন যে এই কথার ভ্রান্ত অর্থ গ্রহণ করা হইতে থাকিবে এবং রছুলে করীম (দঃ) এর সমীপে তাঁহার সন্দেহকে প্রকাশ করিলেন। আঁ হযরত (দঃ) তাঁহার এই সন্দেহকে ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিই হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং আহমদিগণ পোষণ করেন। তাঁহারা রছুলে করিম (দঃ) এর এই হদীছগুলিকে স্বীকার করেন যাহাতে তিনি বলিয়াছেন লা নবীয়াবা'দী কিন্তু তাঁহারা এই দ্ব্যর্থবোধক শব্দ দ্বারা লোক যে অর্থ বাহির করিয়া থাকে সেই অর্থকে মানেন না এবং সেই ভুল মর্ম্মকে লোকের মধ্যে প্রচার করিতে নিষেধ করেন। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার এই উদ্দেশ্য ছিলনা যে হযরত রছুলে করীম (দঃ) এই কথা ভুল বলিয়াছেন, হযরত উমর ফারুকেরও এই উদ্দেশ্য ছিলনা যে হযরত রছুলে করীম (দঃ) এর কথা ভুল ছিল। যদি তাঁহারা এইরূপ বুঝিতেন তবে তাঁহাদের ঈমান কোথায় থাকিত এবং রছুলে করীমই (দঃ) বা তাঁহার কথা কেন অনুমোদন করিলেন। আহমদিগণ তাঁহাদেরই পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা একটা সাধারণ কথা যে কোন কোন বাক্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কথার সহিত মিলিত হইয়া সঠিক অর্থ প্রকাশ করে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কথা হইতে পৃথক থাকিলে সঠিক অর্থ প্রকাশ করেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই লা নবীয়াবা'দী বাক্য রছুলে করীম (দঃ) অন্যত্র হযরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। উহার উপক্রম উপসংহার দৃষ্টে প্রত্যেকে বুঝিতে পারে যে এই বাক্যের মর্ম্ম উহা নহে যাহা ব্যাপক অর্থ গ্রহণকারীরা গ্রহণ করিয়া থাকে। রছুলে

করীম (দঃ) বলিয়াছেন "আন্‌তা মিন্নী বেমঞ্জিলাতে হারুনা মিম্‌মূছা ইল্লা আল্লাহু লা নবীয়াবা'দী" (মুছলিম ২য় জিলদ কিতাবু ফযাইলিছ ছাহাবা)।

হযরত নবী করীম (দঃ) তবুকের যুদ্ধে যাইবার সময় হযরত আলীকে খলীফা নিযুক্ত করিয়া যান এবং বলেন (হে আলী) তুমি আমার পক্ষ হইতে সেই স্থানীয় যে ভাবে মূছার পক্ষ হইতে হারুন ছিলেন; তবে তোমরা স্মরণ রাখিও যে আমার অবর্ত্তমানে কেহ নবী হইবে না। সর্ব্বনামের এরূপ ব্যবহার পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান আছে। আবার প্রাচীন আলিমগণও লা নবীয়াবা'দীর সেই অর্থই বুঝিয়াছেন যাহা আহমদিগণ বর্ণনা করেন।

হযরত শেখ আকবর মুহীউদ্দিন ছাহেব ইবনে আরবী (রাঃ) লিখিতেছেন—রছুলে করীম (দঃ) এর ব্যক্তিত্বের সহিত যে নবুওত বন্ধ হইয়া গিয়াছে উহা শরীয়ত প্রবর্ত্তক নবুওত। নবুওতের পদ বন্ধ হয় নাই সুতরাং এখন এমন কোন শরীয়ত আসিবে না যাহা আঁ হযরতের শরীয়তকে রহিত করিবে। অথবা কোন নূতন বিধান প্রবর্ত্তন করিবে। আঁহযরতের এই বাক্য দ্বারা রেছালত এবং নবুওত খতম হইয়া গিয়াছে অতএব আমার পর কেহ রছুল হইবে না এবং নবী হইবে না "ইহার অর্থও উহাই" (ফুতুহাতে মক্কীয়া জিল্‌দ ২ বাব ৭৩ পৃষ্ঠা ৩)।

সুতরাং মওদুদী ছাহেব আহমদিদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া দেওয়ার পূর্ব্বে হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) এবং ইমাম আকবর মহীউদ্দীন ইবনে আরবীর বিরুদ্ধে ফৎওয়া দিয়া দেখুন।

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা একজন ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইবনে আবিশায়বা বর্ণনা করিয়াছেন যাহা দুর্রে মনছুরে বর্ণিত আছে ঃ— এক ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাতে বলিল রছুলে করীম (দঃ) খাতমুল আম্বিয়া যাঁহার পর কোন নবী নাই। ইহাতে মুগীরা (রাঃ) বলিলেন তোমার জন্য ইহা বলাই যথেষ্ট ছিল যে আঁ হযরত খাতমুল আম্বিয়া ছিলেন (অর্থাৎ লা নবীয়া বাদাহু বলার অবশ্যক ছিলনা) কারণ আমরা রছুলে করীম (দঃ) এর জমানায় আলোচনা করিতাম যে হযরত ঈছা (আঃ) জাহির হইবেন। যদি তিনি জাহির হন তবে রছুলে করীম (দঃ) এর পূর্ব্বেও তিনি নবী ছিলেন এবং পরেও নবী হইবেন।

হযরত ঈছা আঃ হবার আসলে

(দুরের মনছুর খাতমুন্নবীঈন আয়াতের নিম্নে)

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে খাতমুন্নবীঈনের যে অর্থ আমরা করিয়া থাকি উহা হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত মুগীরা ইবনে শু'বার নিকটও সঠিক বলিয়া গণ্য ছিল। তাঁহারা ইহারই সমর্থক ছিলেন যে সর্ত্ত বিহীন ভাবে প্রত্যেক প্রকারের নবুওতের দ্বার রুদ্ধ বলিয়া আকীদা পোষণ করা ইছলামের আইন মতে জাইয নহে। তবে কি প্রকারের নবী আসিতে পারেন ? উহা প্রাচীন আলিমগণ বলিয়াছেন যে নূতন শরীয়ত এবং বিধান ব্যতীত নবী আসিতে পারেন কিন্তু আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে শুধু এই দুই সর্ত্তই যথেষ্ট নহে বরং ইহাও আবশ্যকীয় যে সেই নবী রছুলে করীম (দঃ) এর উম্মতী হইবেন এবং সর্ব্ব প্রকার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য আঁহযরত হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন এবং তাঁহাকে রছুলে করীম (দঃ) এর ধর্ম্মের সেবা এবং কুরআন ও ইছলামী

হযরত মীর্যা সাহেব কি বলেন

শরীয়তে প্রাণ সঞ্চারের জন্য নির্ব্বাচিত হইতে হইবে। ফলকথা তিনি নবুওতের দ্বারকে প্রশস্ত করেন নাই বরং পূর্ব্ববর্ত্তী আলিমগণের তুলনায় তিনি উহাকে অধিকতর সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এমন ব্যক্তি মুহাম্মদী উম্মতের মধ্যে বিভেদ আনয়নকারী বলিয়া কেমন ভাবে অভিহিত হইতে পারেন? তিনিত সমন্বয়কারী। যিনি গৃহ মেরামত করেন তিনি ঘরকে ভাঙ্গেন না বরং ঘরকে সমন্বিত করেন।

মুছায়লামা কাযযাব এবং আছওদে উনছি প্রভৃতির সহিত তাহাদের বিদ্রোহিতার দরুনই যুদ্ধ হইয়াছিল ঃ

উপরের আলোচনা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে আহমদিগণ যে প্রকার নবীর আগমনকে স্বীকার করে তাহার বিরুদ্ধে ছাহাবাগণ যুদ্ধ করিতেন না বরং এরূপ আকীদা সমর্থন করিতেন।

সুতরাং মওলনা মওদুদী ছাহেবের বলা যে ছাহাবাগণ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিতেন যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর পর নবুওতের দাবী করিত ছাহাবাদের কথার বিপরীত হইয়াছে। মওলানা মওদুদী ছাহেবের স্মরণ রাখা উচিত যে রছুলে করীম (দঃ) এর পর যাহারা নবুওতের দাবী করিয়াছিল এবং ছাহাবাগণ যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই ইছলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল।

মওলানা ছাহেব ইছলামী সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান রাখেন বলিয় গর্ব্ব করিয়া থাকেন। বড়ই আফশোস্! তিনি যদি এই সম্বন্ধে

মত প্রকাশ করার পুর্ব্বে ইছলামী ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিতেন তবে জানিতে পারিতেন যে মুছায়লামা কাযযাব, আছওদে উনছি, ছজ্জাহ বিন্তে হারিছ এবং তুলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদ উহারা সকলেই মদীনার হুকুমতের তাবেদারী অস্বীকার করিয়াছিল এবং নিজ নিজ এলাকায় স্বীয় হুকুমত ঘোষণা করিয়াছিল। মওলানা সাহেব যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া ইবনে খলদুনের তারীখ ২য় জিলদ ৬৫ পৃষ্ঠা খুলিয়া পাঠ করেন তাহা হইলে সেখানে নিম্নলিখিত বিবরণ দেখিতে পাইবেন :—

সমগ্র আরবের জনসাধারণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মুরতেদ হওয়ার সংবাদ মদীনায় পৌছিল। শুধু কুরায়শ এবং ছকীফ গোত্রের লোকগণ উহা হইতে বাঁচিয়াছিল। মুছায়লামা কাযযাবের অবস্থা শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইল। তাই এবং আছদ গোত্র তুলায়হার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিল। এবং গলফান গোত্রও মুরতেদ হইয়া গেল। হাওযাফিন গোত্রও যকাত বন্ধ করিয়া দিল এবং বনিছলীম গোত্রের প্রধানগণ মুরতেদ হইয়া গেল। রছুল কমীর (দঃ) এর নিয়োজিত আমীরগণ এমন, ইয়ামামা বনি আছদ এবং অন্যান্য অঞ্চল হইতে মদীনায় ফিরিয়া আসিল। আরবের ছোট বড় সকলে মদীনার হুকুমতের বশ্যতা অস্বীকার করিল। হযরত আবুবকর সেনাপতি উছামার প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় ছিলেন যে তিনি আসিলে উহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইবে। কিন্তু আয়ছ এবং জিব্‌ইয়ানের গোত্রগুলি অনতিবিলম্বে মদীনার নিকটবর্ত্তী আবরক নামক স্থানে ছাউনি ফেলিল এবং অপর কতক লোক ফুলকেচ্ছা

নামক স্থানে ছাউনি ফেলিল। উহাদের সহিত বনি আছদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ লোকগণও ছিল এবং বনি কেনানার কতক লোকও উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই হযরত আবুবকরের নিকট ডেপুটেশন প্রেরণ করিল এবং এই দাবী পেশ করিল "আমরা আপনাদের নমাযের কথা পর্য্যন্ত মানিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু কখনও যকাত দিবনা। হযরত আবুবকর তাহাদের এই দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। (ইবনে খলদন ২য় জিলদ ৬৫ পৃষ্ঠা)।

এই উদ্ধৃতি হইতে প্রকাশ হইতেছে যে ছাহাবাগণ যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা হুকুমতের বিদ্রোহী ছিল। তাহারা টেক্স দিতে অস্বীকার করিয়াছিল। এবং তাহারা মদীনার উপর আক্রমন করিয়াছিল। মুছায়লামা স্বয়ং নবী করীম (দঃ) এর সময় তাঁহাকে লিখিয়াছিল "আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে আরব দেশের অর্দ্ধেক আমাদের জন্য এবং অর্দ্ধেক কুরায়শদের জন্য (তবরী ৪র্থ জিলদ ১৭৪৯ পৃষ্টা)।

রছুলে করীম (দঃ) এর ওফাতের পর সে হজর এবং ইয়ামামা হইতে তাঁহার নিয়োজিত গবর্ণর ছুমামা ইবনে আছালকে বাহির করিয়া দিয়াছিল এবং স্বয়ং উহার শাসনকর্ত্তা হইয়া গেল। (তারীখুলখমীছ ২য় জিলদ ১৭৭ পৃঃ) এবং মুছলমানদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিল। এইভাবে মদীনার দুইজন ছাহাবী হবীব ইবনে যায়দ এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওহাবকে বন্দী করিল। এবং বলপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা নিজের নবুওত মানাইতে চাহিল। আবদুল্লাহ ইবনে ওহব ভীত হইয়া তাহার কথা মানিয়া নিল কিন্তু হবীব ইবনে যায়দ

তাহার কথা মানিতে অস্বীকার করিল। ইহাতে মুছায়লামা তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জ্বালাইয়া দিল। (তারীখুল খমীছ ২য় জিলদ ২৪১ পৃঃ)

এইভাবে এমন প্রদেশেও রছুল করীম (দঃ) এর নিযুক্ত অফিসারদের কাহাকেও বন্দী করিল এবং কাহাকেও কঠিন শাস্তি দিয়াছিল। এইভাবে তবরী লিখিয়াছেন যে আছওদে উন্‌ছিও বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিয়াছিল। এবং রছুলে করীম (দঃ) এর পক্ষ হইতে যে সমস্ত হাকিম নিযুক্ত ছিলেন তাহাদিগকে উত্যুক্ত করিয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে যকাত ছিনিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিল। (তবরী ৪র্থ জিলদ ১৮৫৪ পৃঃ)।

অতঃপর সে ছানআয় রছুলে করীম (দঃ) এর নিয়োজিত হাকিম শহর ইবনে বাজানের উপর আক্রমণ করিল, অনেক মুছলমানকে হত্যা করিল, লুটতরাজ করিল, গবর্ণরকে হত্যা করিল এবং তাঁহাকে হত্যা করার পর তাঁহার মুছলমান স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া নিল। (তবরী ৪র্থ জিলদ ১৮৫৪ এবং ১৮৫৫ পৃঃ)।

বনু নজরান গোত্রও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং আছওদে উনছির সহিত মিলিত হইয়া গেল। এবং তাহারা দুইজন ছাহাবী আমর ইবনে হযম এবং খালিদ ইবনে ছয়ীদকে সেই এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিল। (তারীখুল কামিন ২য় জিলদ ১৪০ পৃঃ)।

এই সমস্ত ঘটনাবলী হইতে প্রকাশ হইতেছে যে নবুওতের দাবী কারকদের বিরুদ্ধে এই জন্য যুদ্ধ করা হয় নাই যে তাহারা হযরত নবী করীম (দঃ) এর উম্মত হইতে নবী হওয়ার দাবী করিয়াছিল এবং

রছুলে করীম (দঃ) এর ধর্ম্মের প্রচারক হওয়ার দাবী করিয়াছিল বরং ছাহাবগণ তাহাদের বিরুদ্ধে এই জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল যে তাহারা ইছলামী শরীয়তকে মনছুখ করিয়া নিজেদের আইন কানুন জারী করিতেছিল এবং নিজ নিজ এলাকার হুকুমতের দাবী কারক ছিল। শুধু আঞ্চলিক হুকুমতের দাবী কারকই ছিলনা বরং তাহারা ছাহাবগণকে হত্যা করিয়াছিল, ইছলামী রাজ্যগুলির উপর আক্রমণ করিরাছিল, প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং নিজ নিজ স্বাধীন হুকুমতের ঘোষণা করিয়াছিল।

এই সমস্ত ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়া সত্বেও মওলানা মওদুদী ছাহেবের ইহা বলা যে ছাহাবাগণ রছুলে করীম (দঃ) এর পর শুধু নবুওতের দাবীকারকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহা সত্যের অপলাপ নহেত আর কি? যদি কোন ব্যক্তি বলে ছাহাবগণ মানুষ খুন করাকে জাইয বলিতেন তাহা হইলে কি ইহা শুধু এই কারণে সত্য হইয়া যাইবে যে মুছায়লামাও মানুষ ছিল এবং আছওদে উন্‌ছিও মানুষ ছিল।

আমরা মওলানা মওদুদী এবং জমাতে ইছলামীর নিকট সসম্মানে নিবেদন করিতেছি যে যদি ইছলামের সেবা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সত্যকে যেন সকলের উপরে স্থান দেন এবং ভ্রান্ত প্রচার ও ঘটনাবলীকে বিকৃত করিয়া পেশ করা হইতে বিরত থাকেন। আল্লাহ তাহাদিগকে শক্তি দান করুন যেন তাহারা রছুলে করীম (দঃ) এর সত্য তাবেদার শ্রেণীতে স্থান লাভ করিতে পারেন।

মুছলিম উম্মতের বড় বড় জ্ঞানীগণের সাক্ষ্য খাতমের অর্থ মোহর ঃ

মওলানা মওদুদী সাহেব বলিতেছেন—

আহমদিগণ খাতমুন্নবীয়িনের মধ্যে খাতমের অর্থ মোহর বলিয়া করিয়াছেন। মওলানা মওদুদী ছাহেবের এই কথা মূর্খতারই পরিচায়ক। ইহা তাঁহার মত লোকের মুখে আশা করা যাইতে পারে না। আল্লামা উলুছী স্বীয় তফছীর রুহুল মা-আনীর মধ্যে লিখিতেছেন ঃ খাতম সেই জিনিষকে বলে যাহার দ্বারা মোহর লাগানো যায়। সুতরাং খাতমুন্নবীয়িনের অর্থ যাহার দ্বারা নবীগণের উপর মোহর লাগানো হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় তিনি আখেরী নবী ছিলেন। (তফছীর রুহুল মা-আ-নী খাতামন্নবীয়িন আয়াতের নিম্নে)। আল্লামা উলুছীর তফছীর মুছলমানগণের প্রসিদ্ধ তফছীর গুলির অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি তফছীর কারক ও আলেমগণের মধ্যে উচ্চ আসনের অধিকারী। তিনি নিজের কিতাবে শত শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে খাতামন্নবীয়িনের মধ্যে খাতম শব্দের অর্থ মোহর।

তফছীরে ফত্‌হুল বয়ানে (যাহা প্রকৃত পক্ষে আল্লামা শওকানীর তফছীরে ফতহুল কাদির ছিল কিন্তু নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ছাহেব নিজ নামে উহা প্রকাশ করিয়াছেন) লিখা আছে খাতম শব্দের "তে" অক্ষরে জেরও আসিয়াছে এবং জবরও আসিয়াছে। জের হইলে উহার অর্থ হয় তিনি নবিগণের শেষে রআসিয়াছেন এবং জবর হইলে উহার অর্থ হয় তিনি নবিগণে

মোহর হইয়া আসিয়াছেন। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেব তাঁহার লিখিত কুরআনের তরজমায় বলিতেছেন: মুহাম্মদ (দঃ) তোমাদের পুরুষদের কাহারও পিতা নহেন কিন্তু তিনি আল্লার রছুল এবং নবিগণের মোহর এবং আল্লাহ সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। (কুরআন মজিদ মুতরজম ও মুহাশ্শা মুদ্রিত মদিনা প্রেস বিজনৌর ৫৪৯ পৃঃ)।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মুহাম্মদ কাসেম ছাহেব বলিতেছেন যেমন "তা" অক্ষরে জবর যুক্ত খাতমের চিহ্ন এবং ক্রিয়া মখতুম আলাইহের উপর হইয়া থাকে সেইরূপ সাতটি গুণধরের চিহ্ন ও প্রভাব অস্থায়ী গুণে গুণান্বিতের উপরও হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় এই পবিত্র বাক্যের মর্ম্ম হইবে রসুলে করিম (দঃ) কোন পুরুষের দৈহিক পিতৃত্বের অধিকারীছিলেন না। কিন্তু উম্মতগণ সম্বন্ধে তাঁহার আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব ছিল এবং নবিগণ সম্বন্ধেও আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব ছিল। (তাহজীরুন্নাছ ১৫ পৃঃ)।

এই উদ্ধৃতি হইতে প্রকাশ হইতেছে যে মওলানা মুহাম্মদ কাসেম ছাহেবের নিকট খাতম শব্দ মোহর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আঁল্লামা ইবনে খলদুনও বলিতেছেন যে সুফিগণ "ওলীত্ব" কে তাঁহার স্তরের প্রভেদ হিসাবে নবুয়তের সঙ্গে উপমা দিয়া থাকেন এবং যাহার ওলীত্বে পূর্ণতা লাভ হয় তাহাকে খাতমুল বেলায়ত বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ তিনি সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন যেখানে বেলায়তের যাবতীয় মাহাত্ম্য আসিয়া যায়; যেভাবে খাতমুল আম্বিয়া

সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন যেখানে নবুওতের যাবতীয় মাহাত্ম্য আসিয়া যায়। (মুকদ্দিমা ইবনে খলদুন মিশরে মুদ্রিত ২৭১।৭২ পৃঃ)।

এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে প্রকাশ হইতেছে যে খাতমুন নবীঈনের অর্থ নবীগণের মোহর ইহা আহমদিগণের কৃত নহে। বরং প্রাথমিক যুগ হইতে ইছলামের আলিমগণ এই অর্থ করিয়া আসিতেছেন। যদি এই রূপ অর্থ করা কুফর হইয়া থাকে, যদি এইরূপ অর্থ করিলে কেহ উম্মতে মুহাম্মদী হইতে খারিজ হইয়া যায়, যদি সে ইসলামী হুকুমতের নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যায় তাহা হইলে আল্লামা উলুছী, আল্লামা সাওকানী, মওলানা কাছিম ছাহেব, মওলানা মাহমুদুল হাছান ছাহেব সকলকেই মুহাম্মদী উম্মত হইতে খারিজও ইছলামী হুকুমতে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

মুহাম্মদী উম্মতের আধ্যাত্মিক আলিমগণের উন্নততম স্থান ঃ

(খ) মওলানা মওদুদী ছাহেব বলিতেছেন এই ব্যাখ্যার ফলে আহমদিগণ ইহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে মুহাম্মদ (দঃ) এর পর বহু নবী আগমন করিতে পারেন। মওলানা মওদুদী ছাহেব এবং তাঁহার অনুগামীগণের ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে এই কথা শুধু আমরাই বলি নাই পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক মহাপুরুষও বলিয়াছেন। এমন কি স্বয়ং নবী করীম ও (দঃ) বলিয়াছেন যে আলিমগণ পৃথিবীর প্রদীপ স্বরূপ এবং নবীগণের স্থলবর্ত্তী এবং আমার উত্তরাধিকারী ও নবীগণের উত্তরাধিকারী। (জামেউছছগীর ২য় জিলদ ৫৮ পৃঃ)।

এই ভাবে কোন কোন ছুফী "উলামাউ উম্মতী কা আম্বিয়ায়ে বনি ইছরাঈল" বাক্যকে রছুলে করীম (দঃ)এর হদীছ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার অর্থ আমার উম্মতের আলিমগণ বনিইছরাঈলের নবিগণের সমতুল্য। (মকতুবাতে ইমামে রব্বানী দফতরে আউয়াল চতুর্থ খণ্ড মকতুব ২৩৪ পৃঃ ৩৩ মকতুব ২৪৯ পৃঃ ৫১)।

অন্যত্র মুজাদ্দিদে আলফেছানী ছাহেব বলিয়াছেন "নবিগণের পূর্ণ তাবেদারগণ পূর্ণ অনুগমন ও অতি ভালবাসার দরুণ এবং আল্লার অনুগ্রহ ও দানে স্বীয় অনুসৃত নবীর যাবতীয় মাহাত্ম্য আকর্ষন করিয়া থাকেন এবং সামগ্রিক ভাবে তাঁহাদের রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া যান। এমন কি অনুগামী ও অনুসৃতের মধ্যে আসল ও তাবেদার এবং অগ্রগামী ও অনুবর্ত্তী হওয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রভেদ থাকেনা। (মকতুবাতে ইমামে রব্বানী ১ম জিল ২৪৮ মকতুব ৪৯ পৃঃ)।

আহমদিয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতার ভাষায় খতমে নবুওতের ব্যাখ্যা ঃ

এই সমস্ত আলিম ও পুণ্যবানগণ খতমে নবুওতের যে মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছেন অবিকল সেই মর্ম্মই বরং অতিরিক্ত শর্ত্ত সাপেক্ষে আহমদিয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা খতমে নবুওতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমর তাঁহার লিখা হইতে কয়েকটী উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

"তিনি খাতমুল আম্বিয়া কিন্তু এই অর্থ নহেন যে ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে কোন আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য লাভ হইবেনা বরং এই অর্থে তিনি খাতমুল আম্বিয়া যে তিনি মোহরের মালিক, তাঁহার

মোহরাঙ্কন ব্যতীত কোন আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য কেহ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না এবং তাঁহার উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্য্যন্ত খোদার সহিত বাক্যালাপের দ্বার কখনও রুদ্ধ হইবে না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন নবী মোহরের মালিক নহেন। একমাত্র তিনিই আছেন যাঁহার মোহর দ্বারা এরূপ নবুওত প্রাপ্ত হইতে পারা যায় যাহার জন্য উম্মতী হওয়া একান্ত ভাবে অবশ্য কর্ত্তব্য।" (হকীকতুল ওহী পৃষ্ঠা ২৭ ও ২৮)।

"খাতমুন্নবীঈনের মর্ম্ম ইহাই প্রকাশ করে যে যতক্ষণ পর্যন্ত ভিন্নতার অন্তরাল বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যদি কেহ নবী বলিয়া কথিত হয় তবে সে যেন খাতমুন্নবীঈনের উপর যে মোহর আছে তাহা ভঙ্গকারী হইল। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি খাতমুন্নবীঈনের মধ্যে এমন ভাবে বিলীন হইয়া যায় যে বিশেষভাবে এক হয়ে যাওয়া এবং অভিন্ন হয়ে যাওয়ার দরুণ তাঁহার নাম প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় তাঁহার মধ্যে মুহাম্মদী চেহারা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি মোহর ভঙ্গ না করিয়া নবী বলিয়া কথিত হইবেন। কারণ তিনি প্রতিবিম্ব স্বরূপ মুহাম্মদ হইয়াছেন। সুতরাং যাঁহার নাম প্রতিবিম্ব স্বরূপ মুহাম্মদ ও আহমদ রাখা হয়। তাঁহার নবুওতের দাবী করা সত্বেও আমাদের ছরদার হযরত মুহাম্মদ (দঃ)ই খাতমুন্নবীঈন থাকিয়া যান। কারণ এই দ্বিতায় মুহাম্মদ সেই মুহাম্মদ (দঃ) এরই চিত্র এবং নাম।" (এক গলতীকা এযালা)।

"আকীদার দিক দিয়া আল্লাহ তোমাদের নিকট যাহা চান তাহা এই :— আল্লাহ এক। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহার নবী। তিনি খাতমুল আম্বিয়া এবং সকল নবী হইতে বড। এখন তাঁহার পর

অন্য কোন নবী নাই শুধু সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাঁহাকে আত্মিক ভাবে মুহাম্মদী নবুওতের চাদর পরান হইয়াছে। কারণ সেবক প্রভু হইতে এবং শাখা বৃক্ষ হইতে পৃথক নহে।" (কিস্তীয়েনুহ ১৫ পৃঃ)।

"আমি যদি আঁহযরত (দঃ) এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার অনুগমন না করিতাম তবে পৃথিবীর পাহাড় সমূহের সমপরিমাণ পুণ্যকার্য্য থাকিলেও আল্লার সহিত বাক্যালাপের গৌরব লাভ করিতে পারিতাম না। কারণ মুহাম্মদী নবুওত ব্যতীত সকল নবুওতই বন্ধ, শরীয়ত প্রবর্ত্তক নবী কেহ আসিতে পারেন না। শরীয়ত বিহীন নবী হইতে পারে তবে সে প্রথম উম্মতী হইবে।" (তজল্লিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ ২৪।২৫)।

"আল্লাহতাআলা যেখানে এই ওয়াদা করিয়াছেন যে আঁহযরত দঃ) খাতমুল আম্বিয়া সেই স্থানে এই ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে আঁহযরত (দঃ) স্বীয় আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া সেই সমস্ত পুণ্যবাণগণের পিতা স্বরূপ যাঁহারা তাঁহার পুর্ণ অনুগমন দ্বারা নিজেদের আত্মাকে পুর্ণযোগ্যতা সম্পন্ন করিয়া লন এবং আল্লার ওহী এবং বাক্যালাপের গৌরব প্রদত্ত হন। এখন নবুওতের পূর্ণ যোগ্যতা সমূহ শুধু সেই ব্যক্তিই প্রাপ্ত হইবেন যাঁহার কর্ম্মের উপর আঁহযরতের অনুগমনের মোহরাঙ্কন থাকিবে। এইভাবে তিনি আঁহযরত (দঃ) এর পুত্র এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন।" (রিভিউ র মুবাহাছা বাটালবী ও চকড়ালবী পৃঃ ১২।১৩ চতুর্থ এডিশন)।

"আল্লাহতাআলা আঁহযরত (দঃ)কে খাতমের মালিক করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাকে আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য প্রদানের জন্য মোহরদানকরিয়াছেন।

যাহা অন্য কোন নবীকে কখনও দান করা হয় নাই। এই জন্যই তাঁহার নাম খাতমুন্নবীঈন হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার অনুগমন নবুওতের পূর্ণ যোগ্যতা প্রদান করে এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব দ্বারা নবুওতের ফজিলত হাসেল হইতে পারে। এই পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি অন্য কোন নবী পান নাই এবং এই অর্থেই এই হদীছ বাক্যের 'উলামাউ উম্মতী কা আম্বিয়ায়ে বনী ইছরাঈল" আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ইছরাঈলের নবিগণের মত হইবেন। যদিও বনী ইছরাঈলের মধ্যে অনেক নবী আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের নবুওত মুছা (আঃ) এর অনুগমনের ফল ছিল না বরং তাঁহাদের নবুওত সরাসরি ভাবে আল্লাহ দান করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা আমার মত একদিকে নবী এবং অপর দিকে উম্মতী নাম প্রাপ্ত হন নাই বরং তাঁহারা মুস্তকিন নবী ছিলেন এবং সরাসরিভাবে নবুওতের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" (হাশিয়া, হকীকতুল ওহী ৯৭ পৃঃ)।

আহমদিয়া জমাতের মহান প্রতিষ্ঠাতা খতমে নবুওতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন ধর্ম্মভীরু সাধু ব্যক্তি ইহা মানিতে দ্বিধা করিবেন না যে এই ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি ছাহাবা, আওলিয়া এবং উম্মতের ফাকীহগণের সহিত পূর্ণভাবে একমত। তাঁহার বিরুদ্ধে আক্রমণ করা ছাহাবা এবং উম্মতের আওলিয়াগণের উপর আক্রমন করার নামান্তর। আমি শেষ নোট লেখার পূর্ব্বে এই কথা জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি যে খতমে নবুওত সম্বন্ধে আহমদিয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতার আকীদা সমস্ত মুছলমানের আকীদার মুতাবিক ছিল। তিনি লিখিতেছেন—

"আমার প্রতি দোষারূপ করা হয় যে আমি লায়লাতুল কদর, মু'জিযা এবং মে'রাজ অস্বীকার করি এবং আমি স্বয়-নবুওতের দাবী-দারক এবং খতমে নবুওতের অস্বীকার কারী। এই সমস্ত দোষারোপ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই সমস্ত বিষয়ে অন্যান্য আহলে ছুন্নৎওল জমাআতের যে মযহব আমারও সেই মযহব। এখন আমি মুছলমানদের সামনে খোদার ঘরে বসিয়া স্বীকার করিতেছি যে আমি হযরত খাতমুল আম্বিয় (দঃ) এর খতমে নবুওতের স্বীকার কারী এবং যে ব্যক্তি খতমে নবুওতের অস্বীকারকারী তাহাকে আমি বেদীন এবং ইছলামের দায়রা হইতে খারিজ মনে করি এবং এই ভাবে আমি ফিরিস্তা, মু'জিযা লায়লাতুন কদর প্রভৃতি স্বীকার করি।" (তকরীর ওয়াজিবুল এলান মুতাআল্লিফ জলছা বহছ মুনআকিদা জামে মছজিদ দেহলী ২রা অক্টোবর ১৮৯৩ইং)।

মুহাম্মদী উম্মতের মধ্যে হাজারো লোক নবুওতের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে ঃ

খতমে নবুওত সম্বন্ধে আহমদিয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ওলীউল্লাগণের আকীদা বর্ণনা করার পর এবং স্বয়ং হযরত রছুলে করীম (দঃ) যে তাঁহার উম্মতের প্রকৃত আলিমগণকে বনি ইছরাঈলের নবীগণের স্থলবর্ত্তী, উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়াছেন তাহা আলোচনার পর আমরা মওদুদী ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে আসল প্রশ্ন হকীকত সম্বন্ধে হয়, না নাম সম্বন্ধে? যখন রছুলে করীম (দঃ) স্বীয় উম্মতের

আলিমগণকে বনি ইছ্রাঈলের নবিগণের স্থলবর্ত্তী বলিয়াছেন। ইছ্লামের মধ্যে এই প্রকার উলামা জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন যাঁহারা এই পদের দাবা করিয়া আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও এই প্রকারের লোক হইতে থাকিবেন যাঁহারা নবিগণের স্থলবর্ত্তী হইবেন, রছুলে করীম (দঃ) এর উত্তরাধিকারী হইবেন এবং বনি ইছ্রাঈলের নবিগণের মত হইবেন তখন কি জিনিষ অবশিষ্ট রহিল। ইহ সত্য কথা যে এই হদীছে মওলানা মওদুদী ছাহেব এবং তাঁহার মত আলিমগণের কথা হয়ত বলা হয় নাই যাঁহাদের লক্ষ্য সর্ব্বদাই পৃথিবী এবং ইহার হুকুমতের দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে; আকাশ এবং আরশের দিকে তাঁহারদের দৃষ্টি কখনও যায় নাই। তাঁহারা ইহাই মনে করিতেছেন যে হযরত রছুলে করীম (দঃ) এর প্রেরিতত্বের দ্বারা শুধু এই কল্যানই পাওয়া যাইতে পারে যে তাঁহারা কোন দেশের গবর্ণরী বা বাদশাহী লাভ করিবেন কিন্তু যে সমস্ত আলিম নবিগণের স্থলবর্ত্তী এবং উত্তরাধিকারী হন তাঁহারা এই সমস্ত জিনিষকে অতিতুচ্ছ মনে করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য হয় নিজেদের সংশোধন, পৃথিবার সংশোধন এবং ইছ্লামের প্রচার। তাঁহারা পার্থিব বাদশাহী দেখেন না, আকাশের বাদশাহী দেখেন। করাচীর গভর্ণর জেনারেলের প্রাসাদ তাঁহাদের দৃষ্টিতে থাকে না কিংবা কায়রোর শাহী দুর্গের কথা তাঁহাদের স্মরণে আসেনা। তাঁহারা হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী, হযরত আবদুল কাদির জিলানা হযরত জুনায়দ বাগ্দাদী, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিস্তি, শেখ শেহাবুদ্দীন ছহরওরদী, শেখ বাহাউদ্দীন নকশবন্দী, হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত ইমাম মালিক হযরত ইমাম আবু হানিফা,

হযরত ইমাম শাফেয়ী, হযরত শাহ ওলীউল্লা মুহদ্দিছে দেহলবী, হযরত শেখ আহমদ ছরহন্দী মুজদ্দিদে আল্‌ফে ছানী ছাহেবানের মত খোদা এবং তাঁহার আরশের দিকে দেখেন এবং এই আশায় বসিয়া থাকেন যে আল্লাহ তাঁহাদিগকে উঠাইবেন এবং তাঁহার তখতের ডানে বামে তাঁহাদিগকে বসাইবেন। তাঁহারাত সেই সমস্ত লোক যাহাদের রসনা হইতে কোন মিথ্যা বহির্গত হয় না, পার্থিব লালসা হইতে তাঁহারা মুক্ত, সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত, খোদার মখলুককে পিষিয়া মারার সঙ্কল্প রাখেন না বরং তাঁহাদের সংশোধন ও সুন্দর করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁহারা ইছলামকে এরূপ ভয়ানক মূর্ত্তিতে পেশ করেন না যাহা দেখিয়া জগতবাসী মুখ ফিরাইয়া নিবে। বরং তাঁহারা ইছলামকে এমন সুন্দর ও মনোহর আকারে উপস্থাপিত করেন যে ঘোর বিরোধীও ইহার প্রতি প্রেম ও ভালবাসার সহিত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। একজন মুছলমান সত্যিকার ভাবে বলিতে পারে যে আমার ধর্ম্ম এমনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যে "রুবামাইয়াওদ্দুল্লাজ্জিনা কাফারু লাওকানূ মুছলিমিন" ইহার বিধান ইহার উত্তম ব্যবহার, ইহার শিক্ষার সৌন্দর্য্য দেখিয়া কাফিরও বলিয়া উঠে হায় যদি আমি মুছলমান হইতাম এবং ইছলামী শিক্ষা লাভ করিতাম তবে আমি ছাহাবাগণের সাক্ষাতে গৌরবের সহিত মস্তক উন্নত রাখিতে পারিতাম এবং কোন শত্রুর নিকট লজ্জিত হইতাম না।"

মওদুদী ছাহেব কি মনে করেন যে হযরত রছুলে করীম (দঃ) এর সাহচর্য্যে থাকিয়া হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) হযরত উছমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) যাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহা

বনিইছরাঈলের এরূপ ছোট ছোট নবীদের চেয়ে কম ছিল যাহারা কোন সময়ে দশ বিশটি গ্রামবাসীদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন? অথবা হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) হযরত উছমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) র উন্নত মহান চরিত্র, গভীর তত্ত্বজ্ঞান, পরকালের প্রতি ধ্রুব বিশ্বাস. আল্লার প্রতি নির্ভরশীলতা এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ও পরার্থ-পরতার যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহার তুলনায় বনিইছরাঈলের শত শত নবিগণের মধ্যে যাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে সুরক্ষিত নহে, এরূপ কর্ম্মময় জীবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে? হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর উম্মতের মধ্যে যেরূপ উজ্জল নক্ষত্র সমূহের জন্ম হইয়াছে, যেরূপ গৌরব মণ্ডিত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে হযরত মূছা (আ) এর উম্মতে এব অন্যান্য জাতিতে যে সমস্ত লোক নবী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন তাঁহাদের চেয়ে উহাদের গৌরব কম ছিলনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী ছিল।

মওলানা মওদুদী ছহেবকে আহমদিগণের চিন্তায় খাইয়া ফেলিতেছে কিন্তু ইছলামের চিন্তা তাঁহার নিকটেও যাইতেছে না। নিজের বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে জ্বালাইয়া দিতেছে কিন্তু ইছলামের মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্য বজায় রাখার চিন্তা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তাঁহার নিকট উহারা সকলই নিম্নস্তরের লোক ছিলেন, নবুওতের যোগ্যতা লাভে বঞ্চিত ছিলেন যেখানে বনিইছরাঈলের শত শত লোক এই যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। যখন আহমদিগণ বলেন এই উম্মতের মধ্যে নবুওতের যোগ্যতা অর্জ্জনকারা

সহস্র সহস্র লোক আগমন করিতে পারেন তখন তাঁহারা "আমার উম্মতের পবিত্র আলিমগণ বনিইছরাঈলের নবীগণের সমতুল্য" আল্লার রছুলের এই বাণীর প্রতিই ইঙ্গিত করেন।

যদি আল্লার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কোন বিশেষ কারণে কাহাকেও নবী আখ্যা না দেয় তাহাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা বাস্তব যোগ্যতা প্রাপ্ত হওয়া। যদি কাহারও মধ্যে যোগ্যতা পাওয়া যায় তবে তাঁহাকে সেই নাম যদিও আমরা না দেই এই কথা নিশ্চয় বলিব যে এই স্তরের লোক মুহাম্মদী উম্মতের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং জন্ম গ্রহণ করিতে থাকিবেন। কোন ব্যক্তি হিংসায় জ্বলিয়া যাউক অথবা বিদ্বেষে মরিয়া যাউক ইহাতে আমাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। মুহাম্মদ (দঃ) এর আসন সকল নবীর উপরে, তাঁহার স্থান সকল নবী হইতে উন্নত। তাঁহার উম্মত পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের শিষ্যমণ্ডলী হইতে উন্নত। কেহ যদি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে মরুক। এই সত্য প্রচার করিতে আমরা কখনও বিমুখ থাকিতে পারি না।

নবুওতের সংজ্ঞা ও আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা :—

(৩) ইহার পর মওদুদী ছাহেব লিখিতেছেন "আহমদী জমাআতের বর্ত্তমান ইমাম লিখিয়াছেন যে ইছলামী শরীয়ত নবুওতের যে অর্থ করে তাহাতে মির্যা ছাহেব কখনও রূপক ভাবে নবী নহেন বরং প্রকৃতই নবী ;—ইহা বড়ই মারাত্মক কথা।" জানিনা ইহাতে মওলানা ছাহেবের ক্রোধের কি কারণ থাকিতে পারে। আহমদী জমাআতের বর্ত্তমান খলীফাত ইহাও বলেন যে আজকালকার

মুছলমানেরা নবুওতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করে ইহাতে মির্যা ছাহেব কখনও নবী নহেন। ইছলাম যে সংজ্ঞা দেয় তাহাতে মওদুদী ছাহেবের দরকার কি? তিনি নবুওতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেন সেই মতেও মির্যা ছাহেব নবী নহেন। ইহাতে আহমদিগণও তাঁহার সহিত একমত। ইছলামের বর্ণনা মতে নবুওতের যত শ্রেণী আছে তাহার মধ্যে যে এক প্রকার নবুওতের দ্বার উন্মুক্ত থাকার প্রমাণ কুরআন এবং হাদীছে পাওয়া যায় যদি আহমদিগণ তাহা খোলা থাকার দাবী করেন তবে তাহাতে কি প্রশ্ন থাকিতে পারে? ইছলাম কি একথা বলেনা যে আল্লাহ কোন কোন ব্যক্তিকে নবী নামে আহ্বান করেন? রছুলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন "যদি আমার পুত্র ইবরাহীম বাঁচিয়া থাকিত তবে নিশ্চয় নবী হইত।" (ইব্‌নেমাজা ১ম জিল্‌দ কিতাবুল জানাইয) ইছলাম কি এই কথা বলেনা যে এই উম্মতের ওলীগণের উপর আল্লার ওহী এলহাম অবতীর্ণ হইতে থাকিবে? যাঁহারা বলে আল্লাহ আহাদের প্রভু তৎপর উহাতে দৃঢ় থাকে তাঁহাদের উপর ফিরিস্তা নাজিল হন (এবং বলেন) তোমরা ভয় করিও না এবং তোমরা চিন্তিত হইওনা এবং যে বেহেস্তের প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল তাহার শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। (ছুরা হামীম ছিজ্‌দা) এবং হদীছ কি একথা বলেনা যে কোন ব্যক্তি নিজেকে ইহা হইতে যেন বঞ্চিত মনে না করে যে সে কোন দিন আল্লার হুকুম নিজের মধ্যে অনুভব করিবে এবং ইহার পর সে এই হুকুম লোকদের নিকট ব্যক্ত করিবে না। আল্লাহ একদিন জিজ্ঞাসা করিবেন কেন তুমি আমার কথা লোকের নিকট বল নাই? ইহাতে সে বলিবে হে খোদা

আমি মানুষকে ভয় করিতেছিলাম যে তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। ইহাতে আল্লাহ বলিবেন আমিত তোমার ভয় করার অধিকতর যোগ্য ছিলাম ? ("মুছনদে ইমাম আহমদ ইব্‌নেহাম্বল আবুছয়ীদ খুদরা হইতে ৩য় জিল্‌দ ৪৭ পৃঃ এবং ৯১ পৃঃ এবং মুছনদে আবদুর রজ্জাক আমর ইব্‌নে মুররা হইতে এবং ইব্‌নে মাজা ২য় জিল্‌দ বাব আমর বিলমারুফ ও নহী আনিল মনকর)

ইছলামের ওলীগণের মধ্যে মওলানা রুম কি এই কথা বলেন নাই "যখন তুমি নিজের হাতে পীরের হাত দাও এই উদ্দেশ্যে যে তিনি ইছলামকে ভালভাবে জানেন এবং ইছলাম সম্বন্ধে ভালভাবে সংবাদ রাখেন এবং এইজন্য যে তিনি নিজের যুগের নবী এবং তিনি এইজন্য নবী যে নবীর নূর তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। (মছনবী মওলানা রুম দফতরে পাঞ্জুম ৬৭ পৃঃ)।

(মওলানা রুম সেই ব্যক্তি যাহার শিষ্যত্ব এবং অনুকরণের দাবী ডাক্তার একবালের ছিল এবং ডাক্তার একবাল এমন ব্যক্তি যাঁহাকে আজকালকার আলিমগণ কায়েদে আজম হইতেও বড় করার চেষ্টায় লাগিয়া আছেন। মওলানা মওদুদী ছাহেব বলুন এই মওলানা রুমও কি ইছলাম হইতে খারিজ এবং কাতল করার ও গরদন মারার যোগ্য ছিলেন অথবা তাঁহার এই দাবী অসত্য ছিল ?)

কুফরের সংজ্ঞা এবং ইছলামের মূলতত্ত্ব :

(৪) মওলানা মওদুদী ছাহেব বলিতেছেন : নবুওতের দাবীর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ আহমদিগণ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে যাহারা মির্যা ছাহেবকে অমান্য করিবে তাহারা কাফির।

মওলানা মওদুদী ছাহেব এবং তাহার অনুগামিগণের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে মির্যা ছাহেবত একজন খোদার আদিষ্ট পুরুষ ছিলেন— হদীছে আসিয়াছে "মান তারা কাছ ছালাতা মুতা আম্মিদান ফাকাদ কাফারা জেহারান" জামিউছছগীর ছেয়ূতী ২য় জিল্‌দ ১৫১ পৃঃ বহাওয়াল তিবরাণী ফিল আওছত)।

নামায ত্যাগ ও কাফির যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক জানিয়া বুঝিয়া নামাযকে ত্যাগ করে সে নিজের কাফির হওয়াকে নিজেই প্রকাশ করে।

এখন মওলানা মওদুদী ছাহেব বলুন ইদানীং কতজন মুছলমান নমায পড়েন? আমি উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে মওলানা মওদুদী ছাহেব বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করিতে অভ্যস্ত নহেন। তবুও আমি মওলানা মওদুদী ছাহেবকেই সাক্ষী মান্য করার জন্য প্রস্তুত। তিনি বলিয়া দিন শতের মধ্যে একজন বা হাজারের মধ্যে একজন অথবা কতজন লোক নামাজ পড়েন। যাহারা নামাযপড়েন না তাহারা জানিয়া বুঝিয়া নামায ত্যাগ করিতেছেন অথবা নামাযের সময় তাঁহাদিগকে কেহ ধরিয়া রাখে?

মওলানা মওদুদী ছাহেব এই সাক্ষ্য দানের পূর্ব্বে দয়া করিয়া তাঁহার নিজস্ব বিবৃতি পাঠ করিয়া দেখুন:

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মুছলমান এবং কাফিরের মধ্যে জ্ঞান এবং কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন প্রভেদ নাই। যদি কোন ব্যক্তির জ্ঞান এবং কর্ম্ম সেইরূপই হয় যেরূপ কাফিরের এবং সে নিজেকে মুছলমান বলে তবে সে মিথ্যা বলিতেছে। কাফির সাধারণতঃ কুরআন পাঠ করেনা এবং জানেনা যে উহাতে কি লিখিত আছে। যদি এই অবস্থা মুছলমানেরও

হয় তবে কেন সে মুছলমান বলিয়া কথিত হইবে ? কাফির জানেনা যে রছুলে করীম (দঃ) এর শিক্ষা কি এবং তিনি খোদা পর্য্যন্ত পৌছিবার কি সরল পথ শিক্ষা দিয়াছেন। যদি মুছলমানও সেইরূপ অজ্ঞ হয় তবে সে মুছলমান হইল কিরূপে ? কাফির খোদার ইচ্ছানুযায়ী না চলিয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলে। যদি মুছলমানও সেইরূপ স্বেচ্ছাচার এবং স্বাধীন হয়, তাহারই মত নিজের ব্যক্তিগত বাসনা এবং স্বীয় অভিমতের উপর চলে, নিজের প্রবৃত্তির দাস হয় তবে তাহার নিজেকে মুছলমান (খোদার বাধ্য) বলার কি অধিকার আছে ? কাফির হালাল এবং হারামের মধ্যে প্রভেদ করেনা এবং যে কাজে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখে তাহাই অবলম্বন করে ; সেটা খোদার নিকট হালালই হউক অথবা হারাম। যদি এই অবস্থা মুছলমানের হয় তবে তাহার মধ্যে এবং কাফিরের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি ? ফল কথা যখন মুছলমানও ইছলামের জ্ঞান হইতে সেই পরিমান অজ্ঞ যেভাবে কাফির অজ্ঞ হয় এবং যখন মুছলমানও তাহাই করে যাহা কাফির করিতেছে তখন তাহার কাফিরের তুলনায় কেন ফযিলত থাকিবে এবং তাহার হাশর কেন কাফিরের হাশরের মত হইবেনা (খুতবাত আজ মওদূ'দী ছাহেব ১৩।১৪ পৃ:)।

এখন মওদূ'দী ছাহেব বলুন আহমদিগণ কোন প্রকারের মুছলমানকে কাফির বলিয়াছে ? তিনি উপরের উদ্ধৃতিতে ইঙ্গিতে সিদ্ধান্ত করিয়া নিয়াছেন যে তাঁহার জমাতের লোক ব্যতীত অন্য কেহ মুছলমানই নহে। তাই তাঁহার ক্রোধত শুধু এই কারণে যে তাঁহার অনুগামিগণকে কেন কাফির গণ্য করা হইল অবশিষ্ট মুছলমানকেত তিনিই কাফির বলিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু আমি এখানে একথা বলা আবশ্যক মনে করি যে আহমদিগণের নিকট নবীর সংজ্ঞার ন্যায় কাফিরের সংজ্ঞাও ভিন্ন প্রকার। আহমদিগণ মুছলমানকেত মুছলমান বলেনই কিন্তু আজকাল আলিমগণ কুফরের যে অর্থ করেন তাহাতে য়্যহুদী, খৃষ্টান এবং হিন্দু কেহই সেই সংজ্ঞা অনুসারে কাফির কথিত হইতে পারেনা। কারণ উক্ত সংজ্ঞা অত্যন্ত গলদ পূর্ণ।

আহমদিগণ মুসলমান বলিয়া কথিত সকলকেই মুহাম্মদী উম্মত বলিয়া মনে করে ঃ

মওলানা মওদুদী ছাহেব একথা স্মরণ রাখিবেন যে আহমদিগণ সকল মুসলমানকেই মুহাম্মদী উম্মত বলিয়া মনে করে। তাঁহারা যদি কোন স্থানে কাফির শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে তবে তাহা শুধু এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছে যে তাহারা মির্যা ছাহেবের সত্যতার অস্বীকারকারী। এই অর্থে করে নাই যে তাহারা রছুলে করীম (দঃ) এর উম্মতের মধ্যে নহে অথবা ইছলামের মূলনীতির অস্বীকারকারী। আরবী ভাষায় অস্বীকারকারীকে কাফির বলে। যখন কোন ব্যক্তি মির্যা ছাহেবকে অমান্য করিবেন আরবী ভাষায় তাহার জন্য কাফির শব্দই ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কাফির শব্দ বলে তখন টানা টানি করিয়া উহার এই অর্থ করা যে ঐ ব্যক্তি তাহাকে খোদা এবং রছুলের অস্বীকারকারী বলিয়াছে তবে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় হয়ে দাড়ায়। কখনও আহমদিগণ মুছলমানদিগকে মুহাম্মদী উম্মত হইতে খারিজ মনে করে নাই, কখনও আহমদিগণ মুছলমান বলিয়া কথিত

কাহাকেও কলেমায় অস্বীকারকারী গণ্য করে নাই ; খোদা, কুরআন, হাশরনশর এবং তকদীরের অস্বীকারকারী বলে নাই। যখনই বলিয়াছে ইহাই বলিয়াছে যে মির্যা ছাহেবকে যে মান্য করেনা সে ভুল বশতঃ একটা মহাসত্যকে অস্বীকার করিয়াছে অর্থাৎ মির্যা ছাহেব ধর্ম্মের সেবা এবং ইছলামের প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহাকে মান্য করে নাই এবং এই ভাবে ইছলামের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মির্যা ছাহেবের ওহীগুলিতে পরিষ্কারভাবে রহিয়াছে যে মুছলমান বলিয়া কথিত সকলই মুহাম্মদী উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার এক ওহী এই :— রাব্বি আছলিহ উম্মতো মুহাম্মদীন (তুহফা বগদাদ ২৩ পৃঃ) হে আল্লাহ মুহাম্মদ (দঃ) এর উম্মতদের সংশোধন কর। তাঁহার আর একটী এলহাম এই :— ছব মুছলমানওঁকো জো রুয়ে যমীন পর হ্যায় জমা কর আলা দীনিন ওয়াহিদিন। (তযকেরা ৫২৭ পৃঃ) দুনিয়ার সমস্ত মুছলমানকে একই ধর্ম্মে একত্রিত কর।

মওদুদী ছাহেব এই কথা ভুলিবেননা যে মির্যা ছাহেব কাহাকেও কাফির বলায় অগ্রণী ছিলেন। তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন : এই মিথ্যাকেত দেখ তাহারা আমার উপর এই অপবাদ দিতেছে যে যেন আমি বিশ কোটী কলেমা পাঠকারী মুছলমানকে কাফির গণ্য করিয়াছি। কিন্তু আসল কথা হইল আমার পক্ষ হইতে কাফির গণ্য করার ব্যাপারে কখনও আগে বাড়া হয় নাই। তাহাদের আলিমগণ নিজেরাই আমার উপর কাফিরী ফৎওয়া লিখিয়াছে এবং পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্থানে রব তুলিয়াছে যে "ইহারা কাফির" এবং অজ্ঞ লোকেরা

আলিমদের ফৎওয়ায় আমার প্রতি এমনি বিরাগ ভাজন হইয়া পড়িয়াছে যে আমার সহিত সরল মুখে কথা বলাকেই তাহারা পাপ মনে করে। কোন মৌলবী অথবা কোন পীর অথবা অন্য কোন বিরুদ্ধবাদী কি এই প্রমাণ দিতে পারিবে যে প্রথমে আমি কাফিরের কথা তুলিয়াছি (হকীকতুল ওহী ১২০।১২১ পৃষ্ঠা)।

এইভাবে তিনি বলিয়াছেন "এই ব্যাপারে সর্ব্বদাই আমার বিরুদ্ধ বাদীদের পক্ষ হইতে আগে বাড়া হইয়াছে। তাহারা আমাকে কাফির বলিয়াছে, আমার জন্য ফৎওয়া তৈয়ার করিয়াছে। আমি আগে বাড়িয়া তাহাদের জন্য কোন ফৎওয়া তৈয়ার করি নাই। (তিরয়্যা কুল কুলুব প্রথম সংস্করণ ১৩০ পৃঃ)

আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি আলিমদের কাফিরী ফৎওয়া ঃ

মওলানা মওদুদী ছাহেব ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন যে আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা বার বৎসর পর্য্যন্ত মুছলমানদের নিকট কাকুতি মিনতি করিয়াছেন যে এইভাবে সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমাকে অমুছলমান বলিওনা এবং আহমদিগণ বার বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের মছজিদে নমায পড়িতে থাকেন বরং আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতাও কোন কোন সময় তাহাদের মছজিদে গিয়া নামায পড়িয়াছেন। কিন্তু ইছলামের আলিমগণেব মন ভিজিলনা তাহারা ক্রমাগত তাঁহার সম্বন্ধে ইহাই লিখিয়া যাইতে লাগিলেন ঃ—

মির্যা কাদিয়ানী কাফির, লুক্কায়িত মুরতদ, বিপথগামী, বিপথ

বিপদ গামীর কর্ত্তা, মুলহিদ, দজ্জাল, কুভাব জাগ্রতকারী, খন্নাছ্ লা শক্কা আন্না মির্যা কাফিরুন, মুরতদ্দূন, জিন্দিকুন যান্নূন, মুযিন্নূন, মুলহিদুন, দজ্জালুন, ওছওয়াছুন, খন্নাছুন। ('ফৎওয়া ১৮৯২ আজ মওলবী আবদুল হক গজনবী মনকুল আজ এশাআতুছ ছুন্নাহ জিলদ ১৩ নম্বর ৭ পৃষ্ঠা ১০৪)।

মির্যা কাদিয়ানী আহলে ইছলাম হইতে খারিজ, শক্ত বেঈমান এবং যে সমস্ত দজ্জালের আগমনের সংবাদ আছে তাহাদের একজন। তাহার অনুগামিগণ পথভ্রান্ত। (ফৎওয়া ১৮৯২ইং মছউদদেহলবী কর্ত্তৃক ছজ্জাদানিশীন রত্তড়ছিত্ত মনকুল আজ এশা আতুছ ছুন্নাহ ১৩ জিলদ ৬নং ৮৯ পৃঃ)।

"প্রকৃত পক্ষে এমন ব্যক্তি ঐ সমস্ত দজ্জালের মধ্যের এক দজ্জাল, কিন্তু বড় ভারী দজ্জাল বরং দজ্জালের চাচা ও মামু। (ফৎওয়া ১৮৯২ ইং; আজ মওলবী আবদুল হক মুল্লিক তকছীরে হক্কানী; মনকুল আজ এশাআতুছ ছুন্নাহ ১৩ জিলদ ৬নং ৮৯ পৃঃ")।

"আমার মতে তাহার কাফির হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। সে কাফির, দুর্নীতিপরায়ণ, মুহাম্মদী শরীয়তের মুখালিফ, সে উহা মিটাইতে চাহে। আল্লাহ তাহাকে অপমানিত করুন। (ফৎওয়া—১৮৯২ ইং মওলবী মুহাম্মদ ইমাঈল কর্ত্তৃক মনকুল আজ এশাআতুছ ছুন্নাহ ১৩ জিলদ ৬নং ৯১ পৃঃ)।"

"সে নিজে বিপথগামী, অপরকে বিভ্রান্তকারী; অতিশয় মিথ্যুক, পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টিকারী, তাহার মুরতদ এবং কাফির হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। খোদা তাহাকে ধ্বংশ করুক।"

(ফৎওয়া ১৮৯২, মওলবী ফকীরুল্লাহ কর্ত্তৃক মনকুল আজ এশাআতুছ ছুন্নাহ ১৩ জিলদ ৬নং ৮৭ পৃঃ)।

"নিঃসন্দেহ সে ইছলামের গণ্ডীর বাহিরে, বেঈমান, কাফির। আল্লাহ তাহার অপকার হইতে রক্ষা করুন। (ফৎওয়া ১৮৯২ মওলবী লতীফুল্লাহ কর্ত্তক মনকুল আজ এশাআতুছ ছুন্নাহ ১৩ জিলদ ৬নং ৯০ পৃঃ")।

'মির্য্যা কাদিয়ানী ইছলামের পাবন্দী হইতে বিশেষ করে আহলে ছুন্নত হইতে খারিজ। তাহার নবুওতের দাবী এবং প্রচার এবং বেঈমানী তরীকার দৃষ্টিতে তাহাকে সেই ত্রিশ দজ্জালের এক দজ্জাল বলা যাইতে পারে যাহাদের সংবাদ হদীছে আসিয়াছে।" তাহার তাবেদার ও সহচরদিগকে দজ্জালের আওলাদ বলা যাইতে পারে। (ফৎওয়া ১৮৯২ইং মওলবীনজির হুছায়ন ছাহেব দেহলবী কর্ত্তৃক মনকুল আজ এশাআতুছ ছুন্নাহ ১৩ জি ঃ ৫নং)

"গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বক্রগামী, অপবিত্র, যাহার আকীদা খারাপ, অভিমত মেকী, লোকদিগকে বিভ্রান্তকারী ; লুক্কায়িত মুরতদ বরং যে শয়তান তাহাকে লইয়া খেলা করিতেছে তাহার চেয়েও অধিকতর গোমরাহ।" (ফৎওয়া ১৮৯২ মওলবী আবদুছ ছামাদ গজনবী কর্ত্তৃক মনকুস আজ এশাআতুছছুন্নাহ জিলদ ১৩নং ৭ পৃঃ ১০০)।

মওলবী মুহাম্মদ হুছায়ন বাটালবী হযরত মছীহে মাওউদ সম্বন্ধে লিখয়াছেন ঃ

ইছলামের চরম শত্রু, দ্বিতীয় মুছায়লামা, জমানার দজ্জাল, নজুমী জৌতিষী আটকলবায, জফরী, ভাঙ্গড়, গণক, মক্করবায, মিথ্যুক, ফেরেববায, মলউন, বেশরম, বেআদব, দজ্জালের সমতুল্য, কানা দজ্জাল, বিশ্বাস-ঘাতক, মিথ্যুক, অতিশয় মিথ্যুক, অপমানিত, লাঞ্ছিত, মরদুদ, বেঈমান, ছিয়ামুখ, বেঈমানদের নেতা, টাকাপয়সার গোলাম, লানতের মেডেল পাওয়ার যোগ্য, সহস্র অভিশাপ অবতরনের স্থল, ভীষণ অত্যাচারী, প্রচণ্ড অপবাদকারী, আল্লার প্রতি মিথ্যা আরোপকারী, নির্লজ্জ, ধোকাবায, হিলাবায, মেথরের ছরদার, নাস্তিক, সমস্ত আহমকেরবেয়া বড় আহমক, যাহার খোদা শয়তান, য়্যহুদী, ডাকাত, খুনী, লজ্জাহীন, যাহার জমাআত বদমাআশ, দুঃর্নীতিপরায়ণ ব্যভিচারী, শরাবী, হারামখুর, তাহার তাবেদারগণ অসভ্য গাধার দল। (এশাআতুছছুন্নাহ ১৮৯৩ ইং ১৮ জিল্‌দ ১ হইতে ৬নং)।

দাউদগজনবী ছাহেবের চাচা আবদুল হক গজনবী "জরবুল নেআল আলা অজহিদ দজ্জাল" নামক বিজ্ঞাপনে ১৮৯৬ সালে লিখিয়াছেন: দজ্জাল, ছিয়ামুখ, পাপী, শয়তান, লানতী, বেঈমান, অপমানিত, লাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত, খারাপ, মিথ্যুক, চিরহতভাগ্য, লানতের মালা তাহার গলার হার, লানতের জুতার আঘাত তাহার মুখের উপর, আল্লার অভিসম্পাত হউক, তাহার সমস্ত কথা বকওয়াছ।"

বারবৎসর পর্য্যন্ত এই প্রকার ফৎওয়া শ্রবন করার পর যদি এই সমস্ত ফৎওয়া দাতা এবং তাহাদের ফৎওয়ার সহিত এক মতবলম্বীগণের বিরুদ্ধে হদীছ অনুযায়ী "ইযা কাফফারার রাজুলু আখাহু ফাকাদ বাআবিহা আহাদুহুমা" (মুছলিম ১ম জিলদ

কিতাবুলঈমান) যখন কোন ব্যক্তি তাহার ভাইকে কাফির বলে তখন উভয়ের মধ্যে একজন নিশ্চয় কাফির হইবে" ফৎওয়া দেওয়াতে কি দোষ হইতে পারে? এবং এই ফৎওয়া দেওয়ার কারণে কিভাবে তিনি মুহাম্মদী উম্মত হইতে পৃথক হইয়া গেলেন? মওলানা মওদুদী এবং তাহার স্বমতাবলম্বী বুজুর্গগণত বারবৎসর পর্য্যন্ত মির্যা ছাহেবের বিরুদ্ধে ফৎওয়া দেওয়া সত্বেও মুহাম্মদী উম্মতের মধ্যে বিভেদ আনয়নকারী হইলেনা; কিন্তু বারবৎসর পর মির্যা ছাহেব এই সমস্ত ফৎওয়ার জওয়াব দেওয়াতেই তিনি বিভেদ আনয়নের কারণ হইয়া গেলেন? ইহা কি এইজন্য যে মির্যাছাহেবের জমাতের লোক সংখ্যা অল্প এবং সমস্ত আলিমের কথা সত্যবলিয়া বিশ্বাসকারী লোকের সংখ্যা বেশী?

আমরা মওদুদী ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি ইছলামের আমিলগণ একদল অপর দলের বিরুদ্ধে কি কি বলিয়াছেন? মওদুদী ছাহেবত তাঁহার জমাআতের লোক ব্যতীত অপর সকল মুছলমানকে কাফির বলিয়াছেন। ইহা আমরা উপরে দেখাইয়া আসিয়াছি। অন্যান্য আলিম ছাহেবান তাঁহার জমাআতের বিরুদ্ধে কি ফৎওয়া দিয়াছেন শ্রবন করুন :—

মওলানা এযায আলী ছাহেব আমরুহী ইছলামী জমাআত সম্বন্ধে লিখিতেছেন— আমার নিকট এই জমাআত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বুজুর্গ (অর্থাৎ মির্যায়ী) হইতেও মুছলমানদের ধর্ম্মের অধিকতর ক্ষতিকারক। (ইস্তেফ্‌তায়ে জরুরী ৩৭ পৃঃ)।

মওদুদী ছাহেব শুনিলেন কি? আপনারই একজন স্বমতালম্বী

আহমদিগণকে আপনার বুজুর্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দেওবন্দ মাদরাছার মুদারিরছ মওলানা ফখরুল হাছন ছাহেবও এই ফৎওয়া সমর্থন করিয়াছেন।

দারুলউলুম দেওবন্দের ছদর মফতী ছৈয়দ হাছন ছাহেব লিখিতেছেন :—মুছলমানদের পক্ষে এই আন্দোলনে যোগদান করা উচিত নহে। তাহাদের জন্য উহা প্রাণ নাশক বিষ। মানুষকে উহাতে যোগদান হইতে বিরত রাখা আবশ্যক নতুবা তাহারা গোমরাহ হইয়া যাইবে। উপকারের স্থলে অপকার হইবে। শরীয়ত মতে উহাতে যোগদান করা জাইয নহে। (ইস্তেফতায়ে জরুরী ৪০ পৃঃ) দেওবন্দ দারুলউলুমের শেয়খুল হদীছ মওলানা হুছায়ন আহমদ ছাহেব মদনী লিখিতেছেন :- মওদুদী এবং তাহার তাবেদারগণ দীনে ইছলামের মূলে কঠোর আঘাত হননকারী এবং তাহাদের বিদ্যমানতায় ইছলামের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিয়া দৃষ্টি গোচর হইতেছে। (ইস্তেফতায়ে জরুরী ৯ পৃঃ)।

মৌলবী আবুল মুযক্কর ছাহেব তাঁহার "মওদুদীয়ত এবং মির্য্যাইয়ত" নামক কিতাবে লিখিতেছেন "সন্দেহাতীতভাবে ইহা নিশ্চিত স্বীকৃত সত্য যে—মির্য্যাইয়তের মত মওদুদীয়ত ও অতিভয়ঙ্কর ফিৎনা এবং উপদ্রব। উহাকে মিটাইয়া দেওয়া ইছলামের মহত্তর কর্ত্তব্য। (ইস্তেকতায়ে জরুরী ২ পৃঃ)।

মওলানা রাগিব আহসান এম, এ, লিখিতেছেন :—জমাআতে মওদুদীয়ত আসলে ইছলামের নামে এক সম্পূর্ণ নূতন মজহব গড়িয়া তুলিতেছে (নওয়ায়ে অক্ত ২৮ সেপ্টেম্বর ৪৮ ইং)।

রামপুর মাদ্রাছা আলীয়ার মুফছছীর মওলবী হামিদ আলী খান ছাহেব লিখিতেছেন :—উহা এক সম্পূর্ণ নূতন বিদাতী দল। ইহার তবলীগের পদ্ধতি ভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তকর এবং মুছলমানদের মধ্যে বিভেদ আনয়নকারী। (ইস্তেকতাযে জরুরী ২৩ পৃঃ)।

ইছলামী জমাআত পর্য্যন্তই শেষ নহে। পরস্পরের মধ্যে এই সমস্ত আলিম একে অন্যকে এই রূপই মনে করেন।

শিয়াদের সম্বন্ধে ছুন্নী আলিমদের ফৎওয়া :

১। শিয়া ইছনা আশারিয়া নিশ্চিত ভাবে ইছলাম হইতে খারিজ। শিয়াদের সঙ্গে বিবাহের আদান প্রদান সম্পূর্ণ নাজাইয এবং তাহাদের জবেহ করা জীব হারাম। তাহাদের চান্দা মছজিদে ব্যবহার করা নাজাইয। তাহাদের জানাযা পড়া, জানাযায় তাহাদিগকে শরীক করা নাজাইয। (ফৎওয়া মুহাম্মদ আবদুশ শকুর এ'ডিটর "আন্নজম" লক্ষ্ণৌ কর্ত্তৃক প্রকাশিত)।

২। ইহাতে দেওবন্দের আলিমগণ ব্যতীত অন্যান্য আলিমদেরও দস্তখত আছে। রাফেযী শুধু মুরতদ, কাফির এবং ইছলামের দায়রা হইতেই খারিজ নহে বরং ইছলাম এবং মুছলমানদেরও শত্রু। (মুহাম্মদ মুরুতজাহাছন নাযিম শু'বাতালী মাত্ত দারুল উলুম দেওবন্দ মনকুল আজ ফৎওয়া এডিটার আন্নজাম লক্ষ্ণৌ কত্তৃক প্রকাশিত)।

৩। মওলবী আহমদ রেজাখান ছাহেব বেরলবী লিখিতেছেন : এই সমস্ত রাফেজী তায়রায়ী সম্বন্ধে নিশ্চিত ধ্রুব সত্য ইজমায়ী হুকুম ইহাই যে তাহারা সাধারণভাবে কাফির, মুরতদ।

(৪) হযরত শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব দেহলবী ফাতাওয়া আজিজির মধ্যে লিখিয়াছেন :—শিয়া ইমামিয়া ফিরকা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক রা) এর খেলাফত স্বীকার করে না। ফেকার কিতাবে লিখা আছে যে ব্যক্তি হযরত আবুবকর (রা) র খেলাফত অস্বীকার করিল যে ইজমাকে অস্বীকার করিল এবং কাফির হইয়া গেল। (ফতাওয়া আজিজি ১৯১ পৃঃ ১৯২ পৃঃ)।

(৫) ফাতাওয়া আলমগিরীর মধ্যে লিখিত আছে যে হযরত আবুবকর (রা) র ইমামত অস্বীকার করিবে সে কাফির হইবে। এবং এই ভাবে যে হযরত উমরের (রা) খেলাফত অস্বীকার করিবে সে কাফির হইবে। (ফৎওয়া আলমগিরী ২য় জিলদ ২৮৩ পৃঃ)।

ছুন্নীদের সম্বন্ধে শিয়া আলিমদের ফৎওয়া :

(১) হযরত ইমাম যাফর ছাদিক ছাহেব বলিয়াছেন : মান আরাফনা কানামুমিনানও মান আনকারানা কানা কাফিরানও মান লাম ইয়ারিফনা ও লাম য়্যুনকিরনা কানাযাল্লান-যে ব্যক্তি আমরা অর্থাৎ ইমামদিগকে জানিয়া বুঝিয়া স্বীকার করিয়াছে সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি (আমাদিগকে) ইমামদিগকে অস্বীকার করিয়াছে সে কাফির এবং যে ব্যক্তি আমাদিগকে স্বীকারও করে নাই এবং অস্বীকারও করে নাই সে গোমরাহ পথহারা। (আছছাফী শরহুল উছুলিলকাফী, ৩য় খণ্ড বাবফরযুতাআতিল আইম্মাতে ৬১ পৃঃ)।

(২) শীয়া ব্যতীত অন্য কেহ নাজাত পাইবে না সে কাতল হউক

অথবা স্বাভাবিকভাবে মরুক অর্থাৎ ছুন্নী শহীদও কাফিরের সমতুল্য। (হদীকায়ে শোহাদা ৬৫ পৃঃ)।

(৩) হযরত ইমাম জাফর ছাদিক বলিয়াছেন যদি কোন শীয়া কোন ছুন্নীর জানাযায় শরীক হয় তাহা হইলে সে এইভাবে দোয়া করিবে :—হে খোদা তুমি তাহার পেট আগুন দিয়া ভরিয়া দাও, তাহার কবরেও আগুন ভরিয়া দাও, এবং তাহার শাস্তির জন্য সাপ বিচ্ছু তাহার উপর চড়াইয়া দাও। (ফুরুউল কাফী কিতাবুল জানাইয ১ম জিলদ ১০০ পৃঃ)।

বেরেলীর আলিমদের সম্বন্ধে দেওবন্দী আলিমদের ফৎওয়া :

মওলবী আহমদ রেজা খান ছাহেব বেরেলবী এবং তাহার অনুচর সহচর সকলই কাফির। যে তাহাদিগকে কাফির বলিবেনা সেও কাফির। যে ব্যক্তি যে কোন কারণে তাহাদিগকে কাফির বলিতে সন্দেহ করে নিশ্চয় সেও কাফির। রদ্দুত তকফীর ১১ পৃঃ)।

দেওবন্দী সম্বন্ধে বেরেলীর আলিমদের ফৎওয়া :

(১) মওলবী আহমদ রেজাখান ছাহেব তাঁহার "হেছামুল হরমায়ন" নামক কিতাবে লিখিয়াছেন :—দেওবন্দের আলিমগণ তাঁহাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ সহ সকলেই মুছলমানদের ইজমায়ী ফৎওয়া অনুসারে কাফির মুরতদ এবং ইছলাম হইতে খারিজ। এই ভাবে তিনশত আলিম দেওবন্দাদের সম্বন্ধে সম্মিলিত ভাবে ফৎওয়া দিয়াছেন যে ওহাবী

দেওবন্দীগণ নিজেদের লিখিত এবারতে ওলীগণ, নবিগণ, এমন কি হযরত নবী করীম (দঃ) ও খাছ আল্লাহ তা'আল্লার পবিত্র নামের প্রতি অবমাননা করায় তাহারা নিশ্চিতভাবে মুরতদ এবং কাফির। তাহাদের কুফর এবং ইরতেদাদ অতি মাত্রায় পৌছিয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহাদের মুরতদ এবং কাফির হওয়াতে সন্দেহ করিবে সে মুরতদ ও কাফির হইবে। এই সন্দেহ কারীর কাফির হওয়াতে যে সন্দহ করিবে সেও কাফির এবং মুরতদ হইবে। (তিনশত আলিমের সম্মিলিত ফৎওয়া, হাছনবরকীন্দ্রে প্রেসে মুদ্রিত ইশতিয়াক মঞ্জিল, লক্ষ্ণৌ)।

আহলেহদীছগণ সম্বন্ধে মুকল্লিদ আলিমগণের ফৎওয়া ঃ

১। আহলেদীছগণ ইছলামের উম্মতগণের ইজমা অনুসারে মুরতদ, কাফির এবং ইছলাম হইতে খারিজ। যে তাহাদের কথা বিশ্বাস করিবে সে কাফির এবং গোমরাহ হইবে। তাহাদের পশ্চাতে নমায পড়া, তাহাদের হাতের জবেহ করা জীব খাওয়া ও মুরতদের দলভুক্ত হওয়া। (উলামায়ে কেরামের ফৎওয়া লক্ষ্ণৌর শেখ মেহের মুহাম্মদ কাদিরীর নামে বিজ্ঞাপিত। উহাতে ৭৭ আলিমের দস্তখত আছে)।

২। এতদ্দেশে গয়র মুকল্লিদগণের বাহ্যিক চিহ্ন জোরে আমীন বলা, রফেয়্যদায়ন করা, নমাযে বুকের উপর হাত বান্ধা, ইমামের পশ্চাতে আলহামদু পড়া। উহারা আহলে ছুন্নতের জমাত হইতে খারিজ এবং রাফিযী, খারিজী, প্রভৃতি অন্যান্য গোমরাহ ফেরকার

সমতুল্য। (জামেউশ শাওয়াহিদ ফিইখরাজিল ওহহাবিনা আনিল মাছাজিদ, এই ফৎওয়ায় প্রায় ৭০ জন আলিমের দস্তখত আছে)।

মুকল্লিদগণ সম্বন্ধে আহলেহাদীছ আলিমগণের ফৎওয়া ঃ

জামেউশ শাওয়াহিদের ২য় পৃষ্ঠায় "এতে ছামুদুছুন্নাহ" নামক কিতাবের হাওয়ালা দিয়া লিখিত—চারি ইমামের অনুগামী, চারি তরীকার অনুসারী অর্থাৎ হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, এবং চিস্তিয়া, কাদিরিয়া, নকশবন্দিয়া এবং মুজদ্দিদিয়া সমস্ত লোক মুশারিক এবং কাফির। (মজমুয়া ফাতাওয়া ৫৪।৫৫ পৃঃ)।

মওলানা মওদুদী ছাহেব এই ফৎওয়াগুলি পাঠ করুণ এবং দেখুন যে এই ধরণের ফৎওয়াবাজী নূতন নহে বরং বহু পুরাতন।

ছাহাবাদের জমানায় খাওয়ারিজগণ এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিল "যে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ করে সে কাফির হইয়া যায়। এবং (খোদাকে পানাহ) হযরত উছমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) কবীরা গোনাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিত এবং জনগণকে জিজ্ঞাসা করিত "আলীর খেলাফত সম্বন্ধে তোমাদের অভিমত কি?" যদি কেহ সত্য বলিয়া তাঁহার সমর্থন করিত তাহাকেই হত্যা করিত। (তারীখুল খাওয়ারিজ তালীফুশশেরখ মুহাম্মদ শরীফ ছলীম ১৪ পৃঃ)।

আহমদী জমাতের ইছলাম কি অন্যান্য মুছলমানদের ইছলাম হইতে পৃথক?

মওলানা মওদুদী ছাহেব লিখিয়াছেন যে আহমদিগণ নিজেরাই প্রচার করে যে তাহাদের ইছলাম অন্যান্য মুছলমানদের ইছলাম

হইতে স্বতন্ত্র। তাহাদের কুরআন অন্যান্য মুসলমানদের কুরআন হইতে পৃথক। তাহাদের খোদা অন্যান্য মুছলমানদের খোদা হইতে ভিন্ন। তাহাদের হজ অন্যান্য মুছলমানদের হজ হইতে আলগ। এইভাবে প্রত্যেক বিষয়ে তাহারা অন্যান্য মুছলমান হইতে স্বতন্ত্র। (কাদিয়ানী সমস্যা ১১।১২ পৃঃ)।

শব্দের সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক মওদুদী ছাহেবের এই উক্তি সত্য। আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান ইমাম দুই এক স্থানে এরূপ লিখিয়াছেন যে অন্যান্য মুছলমানদের ইছলাম এক প্রকার এবং আমাদের ইছলাম অন্যপ্রকার। তাহাদের কুরআন অন্য এবং আমাদের কুরআন অন্য। তাহাদের খোদা ভিন্ন এবং আমদের খোদা ভিন্ন কিন্তু তিনি কখনও ইহা সেই মর্ম্মে বলেন নাই মওদুদী ছাহেব জগতের নিকট যে মর্ম্মে প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন। আল্লার অস্তিত্ব অগোচর কিন্তু কুরআনত দেখিতে পাওয়া যায়। দুনিয়ার কেহ কি আল্লার শপথ করিয়া বলিতে পারিবে যে—আহমদিগণ প্রচলিত কুরআনের বিপরীত অন্য কোন কুরআন পাঠ করে? অথবা ইদানীং মুছলমান সমাজে যে কুরআন সুরক্ষিত বলিয়া মনে করা হয় উহাতে আহমদিগণ একটি যবর বা যেরের পরিবর্ত্তনকে জাইয মনে করে? অথবা কেহকি আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতে পারিবে যে আহমদিগণ কাবা-শরীফের হজ্জ না করিয়া হরিদ্বারে বা অন্য কোন স্থানে হজ্জের জন্য গমন করে? কেহ কি বলিতে পারিবে যে আহমদিগণ ইছলামী কলেমা না পড়িয়া অন্য কলেমা পড়ে? যদি আহমদিগণ সেই কলেমাই পাঠ করেন যাহা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) শিক্ষা দিয়াছিলেন সেই

কুরআন পাঠ করেন যাহা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং যাহা হানাফী বা আছলেহদীছের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া থাকে; সেই কাবাঘরেরই হজ্জ করেন যাহা মক্কায় অবস্থিত এবং নজদী হুকুমতের তত্ত্বাবধানে আছে তাহা হইলে ইহাই কি প্রতিপন্ন হয় না যে তাঁহার কথাগুলি উপমামূলক? স্থূলার্থ রূপে বলা হয় নাই? যদি প্রকৃত পক্ষে আহমদিগণের নিকট অন্য কুরআন থাকিত, তাহারা মক্কাশরীফে হজ্জের জন্য না যাইতেন (আহমদী জমাতের প্রথম খলীফা মক্কাশরীফে হজ্জ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান খলীফাও মক্কাশরীফে হজ্জ করিয়া আসিয়াছেন) তাহা হইলে মওদুদী ছাহেব এই এবারত দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সপ্রমান করিতে পারিতেন। কিন্তু যখন বাস্তব অবস্থা তাহা নয় তখন "অন্য ইছলাম" বলার অর্থ শুধু ইহাই যে অন্যলোক ইছলামের পূর্ণতাবেদারী করেন না; এবং অন্য কুরআন বলার সর্থ একমাত্র ইহাই যে তাহারা কুরআনের মর্ম অনুধাবন করেন না; "অন্য খোদা" বলার অর্থ কেবল ইহাই যে তাহারা খোদার গুণাবলী অনুযায়ী কার্য্য করেন না "অন্য হজ্জ" বলার অর্থ তাহারা হজ্জের শর্ত্তগুলি পূর্ণ করেন না। ইহা কি মুছলমানজাতির বর্ত্তমান অবস্থা নহে? যদি ইহা অবস্থা না হয় তবে সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি ফৎওয়া দেওয়া যাইতে পারে যে ব্যক্তি ইহা লিখিয়াছেঃ "আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মুছলমান এবং কাফিরের মধ্যে জ্ঞান এবং কর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রভেদ নাই। যদি কোন ব্যক্তির জ্ঞান এবং কর্ম্ম কাফিরের মতই হয় এবং নিজেকে মুছলমান বলে তাহা হইলে সে মিথ্যা কথা বলিতেছে। কাফির

কুরআন পাঠ করে না এবং জানেনা যে উহাতে কি লিখা আছে। এই অবস্থাই যদি মুছলমানের হয় তবে সে কেন মুছলমান বলিয়া কথিত হইবে? কাফির জানেনা যে রছুলে করীম (দঃ) কি শিক্ষা দিয়াছেন এবং তিনি খোদা পর্য্যন্ত পৌছিবার কি সরল পথ ব্যক্ত করিয়াছেন? যদি মুসলমানও এই ভাবেই অজ্ঞ হয় তাহা হইলে সে কিরূপে মুসলমান হইল? (খুতবাত আয মওদুদী ছাহেব ১৩।১৪ পৃঃ)।

মওলানা ছাহেব চিন্তা করিয়া দেখুন এখানে লিখক তাঁহার নিজের ইছলাম এবং অন্যলোকের ইছলামকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াছেন কিনা।

তা'ছাড়া মওলানা মওদুদী ছাহেব সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি বলিবেন যিনি লিখিয়াছেন:

"বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মুছলমানদের বিভিন্ন দল ইছলামের নামে কার্য্য করিতেছেন। যদি বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহাদের মতবাদ, উদ্দেশ্য এবং কার্য্যকলাপ ইছলামের মানদণ্ডে যাচাই করা যায় তাহা হইলে সকলই মেকী প্রমাণিত হইবে। তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতা হউন অথবা ধর্ম্মীয় আলীম এবং শরীয়তের ব্যবস্থা দাতা হউন।" (ছিয়াছী কশমকশ তৃতীয় খণ্ড ৯৫ পৃঃ)।

মওলানা মওদুদী ছাহেব বলুন "এই এবারতের লিখক নিজের ইছলাম এবং আলিমগণের ইছলামকে ভিন্ন গণ্য করেন নাই কি? এই ব্যক্তিও কি সেই ব্যবহার পাইবার যোগ্য যাহা মওদুদী ছাহেব আহমদিগণের বিরুদ্ধে অবলম্বনের দাবী করিতেছেন?

৬। পুনঃ মওলানা মওদুদী ছাহেব লিখিতেছেন—এই মতভেদকে আহমদিগণ টানিয়া কষিয়া আরও লম্বা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন :—

(ক) গয়র আহমদিগণের পশ্চাতে নমায পড়া জাইয নহে ;

(খ) তাঁহাদের জানাযা পড়া জাইয নহে ;

(গ) তাঁহাদিগকে কন্যা সম্প্রদাণ জাইয নহে ;

৭। এই সম্পর্কচ্ছেদ শুধু কথায় এবং লিখাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই বরং কার্য্যক্ষেত্রেও আহমদিগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন। তাহারা নমাযেও শরীক নহেন, জানাযায়ও শরীক নহেন, শাদী বিবাহেও শরীক নহেন সুতরাং তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক মুসলমাদের সঙ্গে এক উম্মতে শামিল রাখার কোন কারণ নাই। (কাদিয়ানী সমস্যা ১২ পৃঃ হইতে ১৫ পৃঃ)।

গয়রআহমদী আলিমগণের ফৎওয়া : আহমদীদের পশ্চাতে নমায জাইয নহে :—

৮। (ক) ইহা সত্য যে আহমদিগণ ফৎওয়া দিয়াছেন গয়র আহমদীদের পশ্চাতে নমায জাইয নহে। কিন্তু আহমদিগণ এই ফৎওয়া ১৯০০ ইং দিয়াছেন (হাশিয়া আরবাঈন নং ৩ পৃঃ ৬৬) ইহার পূর্ব্বে গয়রআহদিগণ ১৮৯২ ইংতে ফৎওয়া দিয়াছিলেন যে আহমদিগণের পাছে নমায জাইয নহে।

মওলানা মওদুদী ছাহেব বলুন কাহারা বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন ? যাঁহারা আট বৎসর পূর্ব্বে ফৎওয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা অথবা যাঁহারা আট বৎসর পর ফৎওয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা ? আট বৎসর ধৈর্য্য ধারণ করার পর আহমদিগণ বলিল গয়র আহমদী আলিম যে ফৎওয়া দিয়াছেন

তাহাই মানিয়া লও এবং এখন তোমরা তাহাদের পশ্চাতে নমায পড়িওনা—কারণ তাহারা মনে করে যে তোমরা তাহাদের মছজিদে গেলে উহা নাপাক হইয়া যায়।

গয়রআহমদী আলিমগণ এই মর্ম্মে যে সমস্ত ফৎওয়া দিয়াছেন উহা হইতে কয়েকটি দেওয়া গেল ঃ

১। মওলবী নজির হুছায়ন ছাহেব দেহলবী ফৎওয়া দিয়াছেন—"ইহাদিগকে প্রথম ছালাম করিওনা, তাহাদিগকে ছুন্নৎ মুতাবিক দাওতে আহ্বান করিওনা, তাহাদের দাওত গ্রহণ করিওনা—এবং তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নমায পড়িওনা।" (১৮৯২ ইং মুদ্রিত ফৎওয়া এশাআতুছ ছুন্নাহ ১৩ জিলদ ৬ সংখ্যা ৮৫ পৃঃ)।

২। মওলবী মুহাম্মদ হুছায়ন ছাহেব বাটালবী ফৎওয়া দিয়াছেন—"কাদিয়ানীর মুরিদ থাকিয়া মুছলমানদের ইমামত করা—পরস্পর বিরোধী দুই জিনিষ এবং তাহা একত্রিত হইতে পারেনা।" (শরয়ীফয়ছলা ৩১ পৃঃ)।

৩। মওলবী রশীদ আহমদ ছাহেব গাঙ্গুহী ফৎওয়া দিয়াছেন—"যাহার এইরূপ আকাইদ তাহাকে এবং তাহার অনুগামীগণকে ইমাম করা হারাম।" (শরয়ীফয়ছলা ৩১ পৃঃ)।

৪। মওলবী ছানাউল্লা ছাহেব অমৃতসরী ফৎওয়া দিয়াছেন—মির্যা কাদিয়ানী যাহা করিতেছে সমস্তই পার্থিব স্বার্থের জন্য করিতেছে সুতরাং তাহার পশ্চাতে নমায জাইয নহে। (ফৎওয়া শরীয়তে গাররা ৯ পৃঃ)।

(৫) মুফতী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাহেব টুঙ্কী ফৎওয়া দিয়াছেন : "তাহার এবং তাহার মুরিদগণের পশ্চাতে নমায কখনও জাইয নহে।"

(৬ মওলবী আবদুর রহমান ছাহেব বিহারী ফৎওয়া দিয়াছেন : "মির্যা কাদিয়ানী কাফির মুরতদ। তাহার এবং তাহার অনুগামীদের পশ্চাতে নমায পড়া সম্পূর্ণ বাতিল এবং মরদুদ। ফরয মাথায় থাকিয়া যায় এবং শক্ত পাপ হয়। ইহা ছাড়া তাহাদের ইমামত য়্যহুদীদের ইমামতের সমান।" (ফৎওয়া শরীয়তেগাররা ৪পৃঃ)।

(৭) মওলবী খলীল আহমদ ছাহেব ছাহারণপুরী ফৎওয়া দিয়াছেন : "সে আল্লার কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং ইছলামের দায়রা হইতে খারিজ। তাহার ও তাহার অনুগামীদের ইমামত বয়আত, ও মহব্বত নাজাইয এবং হারাম।" (ফৎওয়া শরীয়তে গাররা ৭ পৃঃ)।

(৮) মুহাম্মদ কেফায়তুল্লাহ ছাহেব শাজাহানপুরী ফৎওয়া দিয়াছেন : "তাহাদের কাফির হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই ; তাহাদের বয়আত গ্রহণ করা হারাম এবং ইমামত কখনও জাইয নহে।" (ফৎওয়া শরীয়তে গাররা ৬পৃঃ)।

(৯) লক্ষ্ণৌ দারুলউলুম মাদ্রাছার উস্তাদ ফৎওয়া দিয়াছেন "এমন ব্যক্তির বয়আত ও ইমামত জাইয নহে। (শরয়ী ফয়ছলা ২৩পৃঃ)।

(১০) মওলবী মুহাম্মদ আমানতুল্লা আলীগড়ী ফৎওয়া দিয়াছেন "এমন ব্যক্তির পশ্চাতে নমায পড়িও না।" (শরয়ী ফয়ছলা ২৪ পৃঃ)।

(১১) মওলবী আবদুল জব্বার ছাহেব উমরপুরী ফৎওয়া দিয়াছেন "মিরযা কাদিয়ানী ইছলাম হইতে খারিজ। তাহার তাবেদারগণও ইছলাম হইতে খারিজ। কখনও ইমামতের যোগ্য নহে।"

(১২) মওলবী মুস্তাক আহমদ ছাহেব দেহলবী ফৎওয়া দিয়াছেন ঃ— "মিরযা এবং তাহার মতাবলম্বী লোকদিগকে যাহারা ভাল মনে করে তাহারা ইছলাম হইতে পৃথক এবং তাহাকে ইমাম করা নাজাইয।" (শরয়ী ফয়ছলা ২৪ পৃঃ)।

(১৩) মওলবী মুহাম্মদ আলী ছাহেব উয়ায়িয ফৎওয়া দিয়াছেন ঃ— "যাহারা মিরযার মুরীদ তাহারা সকলই কুরআন ও হদীছের বিরোধী ; এরূপ অপবিত্রদের ইমামত জাইয নহে।" (শরয়ী ফয়ছলা ৩১ পৃঃ)।

(১৪) মওলবী আজিজুর রহমান ছাহেব দেওবন্দী ফৎওয়া দিয়াছেন ঃ—"যাহার আকীদা কাদিয়ানী তাহাকে ইমাম করা হারাম।" (শরয়ী ফয়ছলা ৩১ পৃঃ)।

(১৫) মওলবী ছালামুদ্দীন ছাহেব অমৃতসরী ফৎওয়া দিয়াছেন ঃ এমন ব্যক্তির পশ্চাতে নমায পড়া জাইয নহে।"(শরয়ী ফয়ছলা ৩১পৃঃ)।

(১৬) মওলবী আহমদ রেযাখান ছাহেব বেরেলবী তাহার লিখিত "হেছামুল হরমায়ণ" নামক কিতাবে আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার উপর ইমান আনয়নকারীদিগকে কাফির এবং মুরতদ গণ্য করিয়া লিখিয়াছেন ঃ "তাহাদের পশ্চাতে নমায পড়া, তাহাদের জানাযার নমায পড়া, তাহাদের সঙ্গে শাদী বিবাহ করা, তাহাদের হাতের ভবেহ করা জীব খাওয়া, তাহাদের সঙ্গে উঠাবসা করা, কথা-বার্ত্তা বলা এবং সমস্ত কাজকর্ম্ম করা সম্বন্ধে সেই বিধান প্রযোজ্য যাহা মুরতদগণের সঙ্গে করা হয়।" (হেছামুল হরমায়ণ ৯৫পৃঃ)।

এই সমস্ত ফৎওয়া দশবৎসর পর্য্যন্ত প্রচার হওয়ার পর আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা যদি সেই ফৎওয়াকে স্বীকার করতঃ তাঁহার

মুরিদগণকে বলিয়া থাকেন যে তোমরাও তাহাদের পশ্চাতে নমায পড়িওনা তাহাতে তাঁহার দোষ কি ? ইহাই কি আহমদীদের ত্রুটী যে তাহারা কেন আলিমদের ফৎওয়া মানিয়া নিলেন ?

গয়রআহমদী আলিমগণের ফৎওয়া ঃ আহমদীদের জানাযার নমায পড়া জাইয নহে।

(৬) মওলানা মওদুদী ছাহেব লিখিয়াছেন "আহমদিগণ অপর মুছলমানের জানাযার নমায পড়া জাইয মনে করেনা।"

গয়রআহমদী আলিমগণ প্রথম ফৎওয়া দিয়াছেন যে আহমদীদের জানাযার নমায পড়া জাইয নহে বরং উহাদিগকে মুছলমানদের গোরস্থানে দফন হইতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়াও নাজাইয। যখন ক্রমাগত দশবৎসর পর্য্যন্ত কাকুতি-মিনতি করার পরও মওলানা মওদুদী ছাহেবের পরিভাষায় উলামায়ে দীনও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন" ছাহেবান এই সমস্ত ফৎওয়ার সংশোধন করিলেন না তখন বাধ্য হইয়া আহমদিগণও ঘোষণা করিলেন যে আহমদী জমাআতের লোক এমন শক্ত বিরোধী ও প্রবল প্রতিদ্বন্দীদের জানাযার নমায যেন না পড়েন যাহারা আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতাও তাঁহার জমাতের লোককে কাফির মুলহিদ দজ্জাল বলে, এবং নিজেদের কবরস্থানে আহমদীদিগকে দফন হইবারও অনুমতি দেন না।

মওলানা মওদুদী ছাহেব বলুন মুছলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদের দ্বার তাঁহার মুরব্বি মুফতিয়ানে দীন ও উলামায়ে শরয়ে মতীন ছাহেবান উন্মুক্ত করিয়াছেন, না আহমদিগণ ? ১৮৯২ ইং সনে

এইরূপ ফৎওয়া দাতাগণ মতভেদ ও বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছেন অথবা যাহারা ১৯০২ ইং সনে বাধ্য হইয়া এই সমস্ত ফৎওয়ার উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহারা ? যদি মওলানা মওদুদী ছাহেব এই সমস্ত উলামায়ে-দীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতানের ফৎওয়াগুলি না দেখিয়া থাকেন তবে নিম্নোক্ত ফৎওয়া গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুণ।

(১) মওলবী নজির হুছায়ন ছাহেব দেহলবী ফৎওয়া দিয়াছেন : মুছলমানদের কর্ত্তব্য যেন এমন দজ্জাল কাযযাব হইতে দূরে থাকেন ..... এবং তাহাদের জানাযার নমায না পড়েন। (ফৎওয়া ১৮৯২ ইং মনকুল আয এশাআতুছছুন্নাহ ১৩ জিলদ ৬নং ৮৫ পৃঃ)।

(২) মওলবী আবদুছছামাদ ছাহেব গজনবী ফৎওয়া দিয়াছেন "এই ব্যক্তি যদি এই বিশ্বাসের উপরই মরিয়া যায় তবে তাহার জানাযার নমায যেন না পড়া হয়।" (ফৎওয়া ১৮৯২ ইং মনকুলআয এশাআতুছছুন্না ১৩ জিলদ ৬নং ১০১ পৃঃ)।

(৩) কাজী উবায়দুল্লাহ ইব্‌নে ছিবগাতুল্লা ছাহেব মাদ্রাজী ফৎওয়া দিয়াছেন "যে তাহার অনুগমন করে সেও কাফির এবং মুরতদ..... এবং মুরতদ তওবা না করিয়া মরিলে তাহার জানাযার নমায পড়িতে নাই।" (ফৎওয়া ১৮৯৩ ইং ১৩১১ হি)।

(৪) লাহোরের মুফতী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাহেব টুঙ্কী ফৎওয়া দিয়াছেন যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া মীরযায়ীর জানাযার নমায পড়িয়াছে তাহার প্রকশ্যভাবে তওবা করা উচিত এবং তাহার বিবাহকে নূতন করিয়া লওয়া সঙ্গত ; ক্ষমতানুযায়ী দরিদ্র ভোজন করাইতে হইবে যদি সে এরূপ না করে তবে আহলেছুন্নৎ ওল জমাআতের লোক

যেন তাহার পশ্চাতে নমায না পড়েন। কারণ এমন মুনাফিকের পশ্চাতে নমায জাইয নহে। (ফৎওয়া শরীয়তে গাররা ১২ পৃঃ)।

এই ফৎওয়ায় মওলবী মুহাম্মদ হুছায়ন ছাহেব বাটালবীও দস্তখৎ করিয়াছেন। এই ফৎওয়া "আলএলামু মিনাল উলামাইর রব্বানীয়িন ফিআদমে জওয়াজিছছালাতিল কাদিয়ানিঈন" নামক ফৎওয়ার ৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

(৫) মওলবী আহমদ রেজা খান ছাহেব বেরেলবী ও হেছামুন হরমায়ণ নামক ফৎওয়ায় বলিয়াছেন "আহমদিদের জানাযার নমায পড়া জাইয নহে, তাহাদিগকে মুছলমানদের কবরস্থানে দফন করিতে দেওয়া উচিত নহে।"

(৬) মওলবী আবদুছ ছামাদ ছাহেব গজনবী ফৎওয়া দিয়াছেন :— এই ব্যক্তি যদি সেই আকাইদের উপর মরিয়া যায় তবে তাহার জানাযার নমায যেন পড়া না হয়। এবং মুছলমানদের কবরস্থানে যেন দফন করিতে দেওয়া না হয়। (ফৎওয়া ১৮৯২ এশাআতুছছুন্নাহ ১৩ জিল্‌দ ৬ সংখ্যা ১০১ পৃঃ)।

(৭) কাজী উবায়দুল্লাহ ইবনে ছিবগাতুল্লাহ মাদ্রাজী ফৎওয়া দিয়াছেন "যখন কোন আহমদী মরিয়া যায় তখন তাহাকে মুছলমানদের গোরস্থানে দফন করিতে দিবেনা বরং গোছল ও কাফন না দিয়া কুকুরের মত কোন গর্ত্তে ফেলিয়া দিবে আশাবাহ ও—ওননযাইর নামক গ্রন্থে আছে "যখন কোন ব্যক্তি তাহার মুরতদ হওয়ার অবস্থায় মরিয়া যায় তাহাকে মুছলমানদের কবরস্থানে দফন করিতে দেওয়া হইবে না বরং তাহাকে কুকুরের মত গর্ত্তে ফেলিয়া দিতে হইবে।" বাছরু রাইক

কিতাবে আছে "মুরতদ মরিয়া গেলে তাহাকে গোছল দিতে নাই, কাফন দিতে নাই বরং কুকুরের মত কোন গর্ত্তে ফেলিয়া দিবে।" (ফৎওয়া দরতকফীরে মুনকিরে উরুজে জিছমী ও নযুলে হযরত ঈছাআঃ)

(৮) ছৈয়দ মুহাম্মদ গোলাম ছাহেব আহমদ পুর শরকিয়া লিখিত ছাদিকুল আনওয়ায় প্রেস ভাওলপুরে মুদ্রিত মজমুয়া কুফারয়াতে মিরজা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামক পুস্তিকায় ফৎওয়া দিয়াছেন "এমন ব্যক্তিকে তাহার মৃত্যুর পর গোছল দেওয়া, তাহার জানাযার নমায পড়া, কাফন দেওয়া এবং মুছলমানদের গোরস্থানে কবর দেওয়া জাইয নহে। বরং কাপড়ের টুকরায় মুড়িয়া অন্য স্থানে কোন গর্ত্তে পুতিয়া দেওয়া উচিত।" (৫।৬ পৃঃ)।

(৯) মৌলবী রিয়াছত আলী ছাহেব শাহাজাহানপুরী কর্ত্তক প্রকাশিত ফৎওয়ায় তিনি লিখিয়াছেন "ইহারা যদি মরিয়া যায় তবে মুছলমানেরা যেন নিজেদের গোরস্থানে ইহাদিগকে দফন হইতে না দেয়।" (১১ পৃঃ)

আহমদী জমাতের লোক ব্যতীত অন্য লোকের জানাযার নমায পড়া সম্বন্ধে আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতার ফৎওয়া ঃ

শিয়ালকোটের অধিবাসী চৌধুরী মওলা বখশ ছাহেবের জিজ্ঞাসার জওয়াবে আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা ১৯০২ ইং ফেব্রুয়ারী মাসে লিখিয়াছিলেন ঃ— যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে গালাগালি দেয়, কাফির বলে

এবং কঠোরভাবে মিথ্যাবাদী বলে তাহার জানাযা কোন মতেই জাইয নহে। কিন্তু মুনাফিকের মত যাহার অবস্থা সন্দেহপূর্ণ তাহার জানাযার নমাজ পড়ায় বাহ্যতঃ কোন দোষ দেখা যায় না কারণ উহা নিছক একটী দোয়া মাত্র তবে না পড়াই শ্রেয়।

এই উদ্ধৃতি হইতে পরিষ্কার জানা যাইতেছে যে আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা জানাযার নমায বন্ধ করার ব্যাপারে অগ্রগামী নহেন বরং মওদুদী ছাহেবের বোজর্গগণ এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণই সর্ব্বাগ্রে ফৎওয়া দিয়াছেন যে আহমদিদিগের জানাযার নমায পড়া জাইয নহে। আহমদিগণকে গয়রআহমদীদের গোরস্থানে দফন করিতে অনুমতি দেওয়া জাইয নহে। তখন আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা বাধ্য হইয়া ফেৎনা হইতে বাঁচাইবার জন্য স্বীয় জমাআতকে গয়রআহমদীদের জানাযার নমাযে শরীক হইতে বারণ করেন।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে আহমদী জমাত কিছুকাল হইতে এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে যে তাহারা কোন গয়রআহমদীর জানাযার নমায পড়েন না। কিন্তু তাহাদের এই মত নহে যে গয়রআহমদীদের সঙ্গে দফন হইলে তাহাদের মুরদা খারাব হইয়া যায়। অথবা কোন গয়রআহমদীর শব আহমদীদের সাধারণ কবরস্থানে দফন হইলে উহাকে উঠাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। কাদিয়ানেও গয়রআহমদী মুরদা আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতার পূর্ব্ব পুরুষ প্রদত্ত গোরস্থানে দফন হইত এবং রবওয়াতেও আহমদিগণ গয়রআহমদীদের কবরের জন্য কিছু জায়গা দিয়াছেন; যদিও এখানে কোন গয়র আহমদীর বাস নাই। ইহার কারণ

এই যে অতীত কাল হইতে আশে পাশের গ্রামের লোক তাহাদের মৃতদিগকে রবওয়ার জমিনে দফন করিত। এই জমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। এই জন্য আহমদিগণ তাহাদের খাতিরে দুই কেনাল জমিন তাহাদের গোরস্থান প্রশস্ত করার জন্য দিয়াছেন। ইহারই সংলগ্ন আহমদিগণের নিজেদের গোরস্থান রহিয়াছে। এখন মওলানা মওদুদী ছাহেব বলুন উৎপাত উপদ্রবের সৃষ্টি করিল কাহারা? যাহারা তাহাদের সাধারণ গোরস্থানে গয়রআহমদীদিগকে দফন করিতে দেয়, তাহাদের গোরস্থানকে প্রশস্ত করার জন্য জায়গা দেন এবং কার্য্যতঃ তাহাদের সহিত পুরাতন গোরস্থানগুলিতে দফন হইতেছেন ও হইতে চাহিতেছেন তাহারা, না যাহারা নিজেদের গোরস্থানে আহমদীদিগকে দফন হইতে দেন না তাহারাই?

ইদানীং আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতার এক ফৎওয়া পাওয়া গিয়াছে। আহমদী জমাতের বর্ত্তমান ইমাম এই সম্বন্ধে বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঘোষণা করিতেছিলেন যে যদি ইহার লিখিত প্রমাণ হস্তগত হয় তবে আহমদী জমাতের বর্ত্তমান কার্য্যপন্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে। সুতরাং এখন যখন লিখিত প্রমাণ হস্তগত হইয়াছে আহমদী জমাতের আলিমগণ সম্মিলিত হইবেন এবং যতদূর সম্ভব পূর্ব্ব অনুসৃত কার্য্য পন্থায় যথা সম্ভব পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে।

আহমদীদের মৃতদেহ এবং সমাহিত শবের প্রতি গয়রআহমদীদের লজ্জাজনক ব্যবহার ঃ

মওলানা মওদুদী ছাহেবের বুজুর্গান এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর উলামায়ে দীন ও মুফতীয়ানে শরয়েমতীন ছাহেবানত এমন কাজও

করিয়াছেন যে আহমদিগণের লাশ গয়রআহমদির গোরস্থানে দফন হইতে দেন নাই ; এমন কি তাহাদের সমাহিত লাশ উঠাইয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাবলি বর্ণনা করা যাইতেছে :

(১) ১৯১৫ ইং ২০ আগষ্ট মালাবার এলাকার কেনানূর নামক স্থানের কে, এচ্, হাছন আহমদীর ছোট একটী সন্তান মরিয়া যায়। এলাকার মালিক হিন্দু রাজা আদেশ করিলেন যেহেতু কাজী ছাহেব আহমদিগণকে কাফিরী ফৎওয়া দিয়াছেন এইজন্য তাহাদের শব মুছলমানদের কোন গোরস্থানে দফন হইতে পারে না। সুতরাং এই শিশু সেইদিন দফন হইল না। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় মুছলমানদের গোরস্থান হইতে দুই মাইল দূরে তাহার শবকে সমাহিত করা হয়। (আলফজল ১৯শে অক্টোবর ১৫ ইং ৬ পৃষ্ঠা এবং তারীখুল মালাবার ৩৫ পৃঃ)।

(২) ১৯১৮ ইং মাহে ডিসেম্বর বিহার প্রদেশের কটকের একজন আহমদীর স্ত্রী মারা যান। তিনি গোরস্থানে তাহাকে দফন করেন। যখন মুছলমানেরা জানিতে পারিল যে একজন আহমদী মহিলার লাশকে তাহাদের গোরস্থানে সমাহিত করা হইয়াছে তখন তাহারা সেই কবর খনন করিয়া লাশ বাহির করিয়া সেই আহমদীর ঘরের দরওয়াজায় ফেলিয়া আসিল। (আলফজল ১৪ই ডিসেম্বর ১৯১৮ইং উদ্ধৃতি আহলেহদীছ ৬ ডিসেম্বর ১৯১৮ইং)।

ইহা বিরোধীদলের পত্রিকা "আহলে হদীছের" সংবাদ। আমাদের নিকট আগত সংবাদ এই :— গয়র আহমদিরা তাহাদের

গোরস্থান হইতে লাশকে বাহির করিয়া কুকুরের সামনে ফেলিয়া দিয়াছিল—এবং আহমদিদের ঘরের সামনে লাঠিহাতে দাঁড়াইয়া রহিল যেন তাহারা বাহির হইয়া লাশকে দফন করিতে না পারেন। কুকুরগুলি লাশটীকে ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিবার সময় কোন ভদ্রলোকের সংবাদে পুলিশ আসিয়া লাশকে দফন করাইয়াছিল। মুকদ্দমা হইল। কেহ সাক্ষীছিলনা। বরং সকলেই বলিল তাহারা উহা জানেনা। (আলফজল ৮ম জিলদ ৭৬।৭৭ সংখ্যা ২১ইং ১১ এপ্রিল)।

কটকে ইহার পূর্ব্ব হইতে আহমদিগণের প্রতি যে অত্যাচার হইয়া আসিতেছে আহলে হদীছ পত্রিকার এক উদ্ধৃতিই ইহারপ্রমাণের জন্য যথেষ্ট। ১৯১৮ইং ১লা ফেব্রুয়ারী আছলে হদীছ পত্রিকার "কটকে কাদিয়ানীদের জন্য" শিরোনাম দিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহা এই : "প্রবাদ আছে যে মরার উপর শত কশাঘাত"। এখানে ইহাও কার্য্যে পরিণত হইতেছে। মির্যায়ীদের মৃত দেহগুলির কথা জিজ্ঞাসা না করাই ভাল। কোন কাদিয়ানীর মৃত্যু সংবাদ শহরে পৌছামাত্র সমস্ত গোরস্থানে পাহাড়া বসিয়া যায়। কাহারও হাতে ডাণ্ডা, কাহারও হাতে ছড়ি। মৃত দেহের অনাদর অপমান হইতে থাকে। শাস্ত্রীকে জানান হইলে সেও অক্ষমতা সূচক উত্তর প্রদান করে। তাহাদের সব দফনের বাঁশ এবং কাঠ উধাও হইয়া যায়। দফনের জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে 'ফুল শিরণীর' সময়ও অতিবাহিত হইয়া যায়। সকল দিক হইতে নিরাশ হইয়া যখন তাহারা নিজেদের বাড়ীতেই কবর খনন করিয়া লাশ দফন করার জন্য মনস্থ করিল

তখনই যেন কোন অদৃশ্য সংবাদদাতা মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মকর্ত্তাগণকে এবিষয়ে অবহিত করিয়া দেয়। তখন অকস্মাৎ তাহারা এসে উপস্থিত হওয়ার দরুন মৃতের আত্মীয় স্বজনের আশার আয়োজনে যেন বজ্রপাত হইয়াগেল। (আলফযল ৫ম জিলদ ৬৪ সংখ্যা ৯ ফেব্রুয়ারী ১৮ ইং)।

মওলানা মওদুদী ছাহেব তাঁহার সমমতাবলম্বীদের ইছলামী শিক্ষার উচ্চাঙ্গের আদর্শ দেখিয়া আলহামদু লিল্লাহ বলুন। আক্ষেপ, তিনি স্বয়ং এই জেহাদের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিলেন।

(৩) ২৮ইং এপ্রিল মাস। কটকে এক আহমদীর শিশু সন্তানের লাশকে বিরোধিগণ গবর্ণমেণ্ট হইতে আহমদীদের জন্য প্রদত্ত কবরস্থানে দফন করিতে দেয় নাই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষও এবিষয়ে আহমদীদিগকে কোন সাহায্য করে নাই। (আলফযল ১৫ জিলদ ৮১ সংখ্যা ১৩ এপ্রিল ২৮ইং)।

(৪) উড়িষ্যা প্রদেশের ভদ্রক নামক স্থানে শেখ শের মুহাম্মদ ছাহেবের মেয়ের মৃত্যু হয়। গয়র আহমদীরা তাহাদের গোরস্থানে লাশ দফন হইতে দেয় নাই বরং দলবদ্ধ হয়ে মারপিট করার জন্য উদ্যত হয়। অবশেষে তিনি লাশকে সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া তাহার বাড়ীর প্রাচীরের অভ্যন্তরে দফন করেন। (আলফযল ১৫ জিলদ ৮৫ সংখ্যা ২৭ এপ্রিল ২৮ ইং)।

৫। ৩২ইং ২৯শে জানুয়ারী মালাবার কালীকট নামক স্থানে এক আহমদীর মৃত্যু হয়। বিরোধীগণ সমস্ত শহরে প্রচার করিতে লাগিল যে তাহাকে মুছলমানদের গোরস্থানে দফন হইতে দেওয়া

যাইতে পারে না। ফলে হাজার হাজার লোক মৃত আহমদীর বাড়ীর চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া গেল এবং তাহারা সেখানে গালাগালি করিতে লাগিল এবং মারপিটের ভয় দেখাইতে লাগিল—এমনকি বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত কঠিন হইয়া পড়িল। রাত ৮টা বাজে ; অতিকষ্টে এক ব্যক্তিকে গোরস্থানে পাঠান হইল। দেখা গেল হাজার হাজার লোক লাঠি সোটা নিয়া সেখানেও সমবেত আছে এবং তাহারা সেখানে আহমদীর লাশ দফন হইতে দিবেনা বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দেওয়া হইল। তাহারা নিজেদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। অবশেষে দ্বিতীয় দিন শহর হইতে বহুদূরে নিম্ন ভূমিতে যাহা বর্ষার সময় ডুবিয়া যায়, আহমদিগণ তাহাদের লাশ দফন করেন। (আলফযল—২১ জিলদ ১০২ সংখ্যা ২৫শে ফেব্রুয়ারী৩৪ইং)।

৬। ৩৬ ইং ১২ই মার্চ্চ বোম্বাইর একজন আহমদীর অল্প বয়স্ক সন্তান মারা যায়। উহাকে যখন দফন করার জন্য গোরস্থানে লইয়া যাওয়া হইল তখন গয়রআহমদিগণ ঝগড়া জুড়িয়া দিল। বলিল ইহা ছুন্নীদের গোরস্থান কাদিয়ানীদের নহে। এখানে কাদিয়ানী দফন হইতে পারে না। আহমদিগণ অনেক বুঝাইলেন যে আমরা মুছলমান : নবী করীম (দঃ) এর পয়গম্বরীর উপর আমাদের ঈমান আছে। কিন্তু তাহারা রাজী হইলনা, বলিল কাদিয়ানীরা কাফের। পুলিশ এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ঝগড়া বাড়িতেছে দেখিয়া মিউনিসিপালিটির মধ্যবর্ত্তিতায় পৃথক একখণ্ড জমিনে ঐ লাশকে দফন করাইয়া দিলেন। ঐ স্থান শহর হইতে বহুদূরে অস্পৃশ্য জাতির শ্মশানঘাট ছিল। (দৈনিক হিলাল পত্রিকা)।

এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়া হিলাল পত্রিকায় লিখিয়াছে : যখন মুছলমানরা জানিতে পারিল যে কাদিয়ানীর লাশ তাহাদের কবরস্থানে দফন করিতে দেওয় হইবেনা তখন তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং ইছলাম জিন্দাবাদ ধ্বনি করিতে লাগিল। (১৪ ই মার্চ্চ ৩৬ ইং দৈনিক হিলাল বোম্বাই)।

মওলানা মওদুদী সাহেবেরও উচিত যে এই ঘটনার বিবরণ পড়িয়া সদলবলে ইছলাম জিন্দাবাদ ধ্বনি করেন।

উক্ত পত্রিকা এইভাবে লিখিয়াছে "আমরা মুছলমান, ইছলামের মাহাত্ম্য এবং হযরত নবী করীম (দঃ) এর সম্মানের জন্য আমাদের বিলোপ হইয়া যাওয়া ফরয। আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দেওয়া অবশ্যক মনে করি যে যতক্ষণ আমরা জীবিত থাকিব ততক্ষণ কোন শক্তি মুছলমানদের গোরস্থানে কাদিয়ানীর মৃতদেহ সমাহিত করিতে পারিবেনা। (দৈনিক হিলাল বোম্বাই ১৩ই মার্চ্চ ৩৬ ইং)।

৭। ২৯শে এপ্রিল ৩৯ইং বাটালায় এক আহমদী বালিকার মৃত্যু হয়। ইহাতে আহরার দল বড় এক জনতা সহ উক্ত লাশকে তাহাদের খান্দানী গোরস্থানে দফন করিতে দেয় নাই। যদিও যেখানে আরও কতক আহমদী সমাহিত আছে। সারারাত কয়েকজন আহমদীকে অবরোধ করিয়া রাখে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত করা হইলে তাহারাও কোন প্রতিকার করে নাই। তখন মিউনিসিপালিটির গোরস্থানে লাশ লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেও হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়া প্রতিরোধ করিল। অবশেষে ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টার

চেষ্টার পর শহরের বাহিরে এক নিম্ন স্থানে লাশকে দফন করা হইল। (আলফযল ২৭ জিলদ ১০৫ সংখ্যা ৯মে ৩৯ ইং)।

৮। ৪২ ইং মহীশূর রাজ্যের শীমূগা নামক স্থানে আবদুর রেজ্জাক ছাহেব আহমদীর স্ত্রী মারা যান। গয়রআহমদী মুছলমানগণ লাশকে গোরস্থানে দফন করিতে বাধা দান করার ফলে তিন দিন পর্য্যন্ত লাশ পড়িয়া থাকে। অবশেষে সরকারের পক্ষ হইতে আর এক স্থানে লাশকে দফন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। (আলফযল ৩১ জিলদ ১৭৯ সংখ্যা ১লা আগষ্ট ৪৩ইং এবং আলফযল ৩৩ জিলদ ১৬ সংখ্যা ১৮ জানুয়ারী ৪৫ ইং)।

৯। ৪৩ইং মাহে আগষ্ট ডালহৌছিতে খান ছাহেব আবদুল মজীদ ছাহেবের মেয়ের ওফাত হয়। সেই স্থানেও গয়রআহমদিগণ তাহাকে নিজেদের গোরস্থানে দফন করিতে বাধা দান করিয়াছিল। (আলফযল ৩১ জিলদ ২২৪ সংখ্যা ২৩ সেপ্টেম্বর ৪৩ ইং)।

১০। ছুফী মুহাম্মদ রফী ছাহেব অবসর প্রাপ্ত ডিপুটি সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশের পুত্র বধু ২০শে জুলাই ৪৪ইং গোজরাট জিলার জলানপুর জেটান নামক স্থানে মারা যান। গয়রআহমদিগণ তাহার দফন কার্য্যে বাধাদান করিতে থাকে। ৪৩ ঘণ্টার পর পুলিশ নিজ হেফাযতে লাশকে গোরস্থানে দফন করায়। কিন্তু কতকদিন পর ৩ এবং ৪ আগষ্টের মধ্যবর্ত্তী রাত্রে গযরআহমদীরা কবর খনন করিয়া যে সিন্ধুকে লাশ ছিল তাহার উপরের তক্তাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং তাবুতের মধ্যে শুষ্ক ডালপালা এবং খেজুরের এক ভাঙ্গা চাটাই দিয়া

তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল ফলে কাফন এবং মৃতদেহের কতক অঙ্গ পুড়িয়া যায়। সকালে এই মরহুমার স্বামী ঘটনা জানিতে পারিয়া পুলিশকে সংবাদ দিলেন এবং ৫ই আগষ্ট লাশকে দফন করা হইল। (আলফযল ৩৩ জিলদ ১৮৯ সংখ্যা ১৩ আগষ্ট ৪৪ইং)।

(১১) '৪৬ ইং জমাতে আহমদিয়ার একজন সম্মানিত ব্যক্তি কাছিম, আলী খান ছাহেব কাদিয়ানী নিজের বাসভবন রামপুরে ওফাত প্রাপ্ত হন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে গোরস্থানে দফন করেন। কিন্তু গয়রআহমদীরা লাশকে কবর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল। কাফন খসাইয়া তাঁহার দেহকে উলঙ্গ করিয়া দিল। অতঃপর পুলিশ তাঁহাকে অন্যস্থানে দফন করার ব্যবস্থা করিল। সেখানেও লাশের সহিত এই ব্যবহারই করা হইল।

মুহাম্মদ মযহর আলী ছাহেব রামপুরী স্বচক্ষে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যে বিবৃতি দিয়াছিলেন লাহোরের "জমিদার" পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ

আমার বাড়ীর পশ্চাৎদিকে শাহআবাদ গেটে মহল্লার গোরস্থান অবস্থিত ছিল। সকাল বেলা সংবাদ পাইলাম যে গোরস্থানে অসংখ্য লোক আসিয়াছে এবং কাছিম আলীর আত্মীয় স্বজন তাঁহার লাশকে দফন করিয়াছিল উহা কবর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎক্ষনাৎ আমি জনতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। খোদার কছম, আমি যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনা করার মত নহে। লাশ অধোমুখে পতিত ছিল। মুখ কাবা হইতে ফিরিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া

গিয়াছিল, কাফন খসাইয়া ফেলার দরুন মৃতের প্রত্যেকটি অঙ্গ উলঙ্গ ছিল। জনতা চীৎকার করিতেছিল যে এই নাপাক লাশকে আমাদের গোরস্থান হইতে দূরে ফেলিয়া দাও। ঘটনা স্থলে মৃতের কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত ছিলনা। লেফট্‌নেণ্ট কর্ণেল মুহাম্মদ ছগীরের তোষামোদে নওয়াব ছাহেব পুলিশ এবং সৈন্যকে অবস্থা আয়ত্তে আনয়নের জন্য ঘটনাস্থলে প্রেরণ করিলেন। শহরের পুলিশের বড় কর্ত্তা খান আবদুর রহমান খান এবং পুলিশ সুপারিণ্ডেণ্ট খান বাহাদুর একরাম হুছায়ন খান ছাহেব লোকদিগকে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক লাশকে পুনরায় দফন করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু এই জবরদস্তি মূলক আদেশের সংবাদ তড়িৎ গতিতে সমগ্র শহরে পৌছিয়া গেল এবং ইছলামের গাজিগণ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্য ঘটনাস্থলে সমবেত হইতে লাগিল। যেহেতু মৃত ব্যক্তির সম্মানের জন্য জনসাধারণকে হত্যা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সমীচীন নহে এইজন্য পুলিশ গোপনে লাশকে কাফনে আবৃত করিয়া শহরের বাহিরে মেথরদের গোরস্থানে দফন করিয়াছিল। উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত মুছলমান জনতা মেথরদিগকে এই সংবাদ জানাইয়াছিল। মেথররাও লাশকে কবর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। পুলিশ এখানেও হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে মেথররা সমগ্র শহরে ধর্ম্মঘট করিবার ভয় দেখাইল। সময় মত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং শহরের পুলিশের বড় কর্ত্তার তৎপরতায় লাশকে কুশী নদীর তীরবর্ত্তী অনাবাদ স্থানে দফন করার জন্য ব্যবস্থা করা হইল। সিপাহী পূর্ব্ব হইতে ফুলা লাশ বহণ করিতে করিতে উত্ত্যক্ত হইয়া গিয়াছিল। কিছুদূর লাশকে লইয়া গিয়া রাত্রির

অন্ধকারে কুশী নদীর তীরবর্ত্তী বালুকাস্তুপের মধ্যে গাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। পরের দিন সকাল বেলা শহরে সংবাদ রটিয়া গেল যে শৃগাল দল কাছিম আলীর লাশকে বাহির করিয়া গোশ্‌ত খাইয়া ফেলিয়াছে এবং পঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া শহরের সহস্র সহস্র লোক দলে দলে এই দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আমিও তথায় যাইয়া হাযির হইলাম। এই দৃশ্য দেখা আমার অসহনীয় হইয়া উঠিল। আমি এক ব্যক্তির আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কাছিম আলীর লাশ উন্মুক্ত প্রান্তরে বালুকারাশির উপর পড়িয়া রহিয়াছে। উহাকে শৃগাল দল বাহির করিয়া নিয়াছে। শরীরের সমস্ত গোশত খাইতে পারে নাই। তখনও মুখমণ্ডল এবং হাটুর মাংস অবশিষ্ট ছিল। ধ্বসিয়া যাওয়া চক্ষু কোটর এবং মুখের দাড়ি এক বেদনাদায়ক দৃশ্য প্রকাশ করিতেছিল। অবশেষে পুলিশ মুটিয়া মজুর দ্বারা এই লাশকে উত্তোলন পূর্ব্বক কুশী নদীতে জলমগ্ন করিয়া দিল। এইভাবে একজন মিরযায়ী জমাতের আমীরের পরিণাম ঘটিয়াছিল। (জমিদার ২১ জানুয়ারী ৫১ ইং)।

আহমদিগণ এইরূপ আচরণকে নাজাইয মনে করে। তাহারা কখনও গয়রআহমদিগণের সহিত সমাহিত না হইতে জিদ করেনা। একতা এবং মিলনের এরূপ মনোভাব শুধু বর্ত্তমান যুগের উলামায়ে দীন ও মুফতীয়ানে শরয়েমতানের মধ্যেই পাওয়া যায়। আমাদের জানা মতে মুছলমান জনসাধারণ এরূপ মনোভাব হইতে খোদাতাআলার ফযলে বাঁচিয়া আছেন এবং যেখানেই এরূপ ঘটনা

ঘটিয়াছে তাহারা উহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে এবং নিজেদের ভদ্রতার পরিচয় দিয়াছে।

গয়র আহমদীদিগকে মেয়ে বিবাহ দিতে নিষেধ ঃ

(গ) আহমদিগণ নিজেদের মেয়ে গয়রআহমদীকে দেওয়া নাজাইয গণ্য করিয়াছে।

একথা সত্য। ইহার দরকার আছে। কারণ মেয়ে স্বামীর তাবেদার থাকে। অধিকাংশ লোক নিজের মযহব বল পূর্ব্বক স্ত্রীগণের উপর চাপাইতে চায়। এই কারণেই কুরআন শরীফও কোন কোন স্থানে মেয়ে দিতে বাধা দিয়া থাকে। নতুবা কোন আকীদার মতভেদের দরুন মানুষ অপবিত্র হইয়া যায় না। যদি তাহা হইত তবে ইছলাম গ্রন্থধারী য্যাহুদী খৃষ্টানের মেয়ে গ্রহণ করা জাইয করিয়াছে কেন? গ্রন্থধারীদের মেয়ে গ্রহণ করার অনুমতি এবং তাহাদিগকে মেয়ে দান করার নিষেধ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতেছে যে এখানে ধর্ম্মীয় বা আধ্যাত্মিক অপবিত্রতা কারণ নহে বরং মেয়েরা দুর্ব্বল হয় বলিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার রোধ করাই এই নিষেধের কারণ। এই প্রকার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিয়াছে। আহমদী মেয়েরা যখন গয়রআহমদীর ঘরে বিবাহিত হইয়া গিয়াছে প্রায় স্থানেই মেয়েদিগকে নমায পড়িতে এবং কুরআন পাঠ করিতে দেওয়া হয় নাই। এবং বলা হইয়াছে যে ঐ মেয়েরা গয়রআহমদীদের উপর যাদু টুনা করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় তাহাদের সহিত বিবাহ দেওয়া মেয়েদিগকে ধ্বংস করার সমান।

অধিকন্তু মেয়ে সম্প্রদাণ করার সম্পর্ক শুধু ধর্ম্মীয় মতভেদের সঙ্গেই জড়িত নহে। খুজা সম্প্রদায়ের লোক কি কখনও অপরের নিকট মেয়ে সম্প্রদাণ করে? বুহরা সম্প্রদায়ের লোক কি নিজেদের ব্যতীত অপরকে মেয়ে দান করে? ইদানীং করাচীর একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা কোন এক বৈঠকে বলিয়াছেন "আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেত এমন কঠোর প্রথা বিদ্যমান যে যদি কোন ব্যক্তি তাহার কন্যাকে অপর সম্প্রদায়ে বিবাহ দিয়া দেয় তবে সমুদয় গোত্রের লোকই মরিতে ও মারিতে উদ্যত হইয়া যায়। এই নীতি শুধু কোন এক গোত্রের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ নহে বরং সাম্প্রদায়িক যৌথ বন্ধনে এই কথা সাধারণভাবে প্রচলিত হইতে চলিয়াছে।" যদি মেয়েদের প্রাণ রক্ষার্থে এবং তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তবে ইহা কিভাবে জাতীয় বিভেদ সৃষ্টির কারণ হইতে পারে?

বর্ত্তমানে শতকরা নিরান্নব্বই জন জাট নিজেদের মেয়ে অপর গোত্রকে দেয় না। শতকরা নিরন্নব্বইজন আরাইন তাহাদের মেয়ে অন্য সম্প্রদায়কে দান করে না। শতকরা একশত জন রাজপুত তাহাদেয় মেয়ে অপর গোত্রকে সম্প্রদান করে না। এইভাবে শতকরা একশতজন খুজা নিজেদের মেয়েকে অপর বংশের লোকের নিকট বিবাহ দেয় না। শতকরা একশত জন বুহ্‌রা তাহাদের মেয়ে অপরকে দেয় না। শতকরা নিরান্নব্বইজন ময়মন তাহাদের মেয়ে অপর গোত্রে বিবাহ দেয় না। তাহা হইলে কি এই সমস্ত লোক জাতীয় ঐক্যের মূলে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে? তবে কি তাহারাও সেই ফৎওয়ার

উপযোগী যে ফৎওয়া আহমদীদের বিরুদ্ধে দেওয়া হইয়া থাকে ?

মওলানা মওদুদী ছাহেব নিজের কিতাবে ইহাও লিখিয়াছেন যে আহমদীরা শুধু বাচনিক ফৎওয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই বরং তদনুসারে তাহারা কার্য্যও করিতেছে। মওলানা ছাহেবের বিবেচনায় ফৎওয়াও কার্যের মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত। যাহা হউক মুছলমানদের প্রত্যেক বংশ ও গোত্র যখন কার্য্যতঃ এরূপ করিতেছে তখন আহমদিগণ যদি এরূপ করে তাহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে ?

গয়রআহমদি আলিমগণই বিবাহ সম্বন্ধে অগ্রে ফৎওয়া দিয়াছেন ঃ

মওলানা মওদুদী ছাহেব কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার পরিভাষায় উলামায়ে দীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন ছাহেবানই এই বিষয়েও প্রথমে ফৎওয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহার পক্ষে অপরের পুস্তকাদি পাঠ করার সুযোগ না হইয়া থাকে তবে তাঁহার অবগতির জন্য নিম্নে কতকগুলি উদ্ধৃতি পেশ করিলাম ঃ

(১) মুফতি মওলবী আবদুল্লাহ ছাহেব ও লুধিয়ানার বিখ্যাত মওলবী আবদুল আযীয ছাহেব ২৯ শে রমযান ১৩০৮ হিজরী মুতাবিক ১৮৯০।৯১ ইংরেজীর বিজ্ঞাপনে এই ফৎওয়া প্রকাশ করিয়াছেন ঃ এই ব্যক্তি (আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা) মুরতদ। এই ব্যক্তির সঙ্গে মুছলমানদের সম্পর্ক রাখা হারাম। এই ভাবে যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহারাও কাফির এবং তাহাদের বিবাহের সম্বন্ধ ভাংগিয়া যায়। যে ইচ্ছা করে তাহাদের স্ত্রীগণকে বিবাহ

করিতে পারে। (এশাআতুছছুন্নাহ ১৩ জিলদ ৫ সখ্যা) অর্থাৎ আহমদীদের স্ত্রীগণকে বলপূর্ব্বক অন্যস্থানে বিবাহ দেওয়া পুণ্যকর্ম্ম।

(২) কাজী উবায়দুল্লা ইবনে ছিবগাতুল্লাহ ছাহেব ১৮৯৩ ইংরেজীতে ফৎওয়া দিয়াছেন "যে ব্যক্তি তাহার অনুগমন করিবে সেও কাফির মুরতদ। শরীয়তের বিধান মতে মুরতদ্দের বিবাহ বন্ধন খসিয়া যায় এবং তাহার স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া যায়। তাহার স্ত্রীর সহিত সে সহবাস করিলে উহা ব্যভিচার হইবে। এমতাবস্থায় যে সন্তান হইবে সে জারজ হইবে। (ফৎওয়া দর তকফীরে মুনকিরে উরুযে জিছমীও নুযুলে হযরত ঈছা(আঃ)মাদ্রাজে মুদ্রিত,১৩১১ হিজরী)

(৩) ছৈয়দ মুহাম্মদ গোলাম ছাহেব আহমদপুর শরকিয়া তাহার "মজমুয়া কুফরিয়াতে মিরযা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "যদি এমন ব্যক্তির বিবাহে মুছলমান মেয়ে থাকে তবে তাহার বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহার সন্তান জারজ হইবে তাহার মুছলমান স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে ইদ্দত ব্যতিরেকে বিবাহ বসা জাইয।"

(৪) যে ব্যক্তি বাস্তবিকই কাদিয়ানীর মুরিদ বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ বহাল রাখা নাজাইয। (শরয়ী ফয়ছলা ৩১পৃঃ) এই প্রকার বহু ফৎওয়া জারীকরা হইয়াছে। ইস্তেন কাফুল মুছলিমীন আন মুখালাতাতিন মিরযাঈন, ছয়ফুর রহমান আলরা'ছিশ শয়তান, আলকওলুছছহীহ ফিমাকাইদিল মছীহ, মোহরে ছদাকত প্রণীত হাজী মুহাম্মদ ইছমাঈল ছাহেব লক্ষবী,ছায়েকায়ে রব্বাণী বর ফিৎনায়ে কাদিয়ানী প্রণীত মওলবী আবদুছছমী ছাহেব বদায়ুণী, ওয়াকেআতে ভাদরুয়া শাহী.

জাগীর প্রণীত কাজী ফযল আহমদ ছাহেব লুধিয়ানবী, মুফেওকা ফতাওয়া উলামায়ে দেওবন্দ বাবতে ফিরকায়ে কাদিয়ানী প্রভৃতি কিতাবে বারবার প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই সমস্ত ফৎওয়ার কারনেই আহমদিদিগকে মছজিদ হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীগণকে ছিনিয়া নেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মুর্দ্দাকে কাফন ও জানাজা ব্যতিরেকে গর্ত্তে পুতিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমি এক গয়র আহমদী আলিমের বিবৃতি উপস্থিত করিতেছি।

মৌলবী আবদুল ওয়াহিদ ছাহেব খানপুরী ১৯০১ ইং আহমদিয়া জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার বিজ্ঞাপন "আহছুনহু খয়রুন" এর উত্তরে লিখিয়াছেন :—

প্রকাশ থাকে যে এই ছুলেহ নামার কারন এই :—যখন অমৃতসরে মির্যায়ীর দল বহুভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইল, জুমুয়াও জমাআত হইতে বহিষ্কৃত করা গেল, এবং যে মছজিদে একত্রিত হইয়া তাহারা নমায পড়িত সেখান হইতে অসম্মানিতভাবে বিতাড়িত হইল এবং সেখানে কয়ছরী বাগে জুমুয়ার নমায পড়িত সেখান হইতে হুকুম জারী করিয়া বারণ করা গেল তখন নিরুপায় হইয়া তাহারা মির্যা কাদিয়ানীর নিকট পৃথক মছজিদ নির্ম্মাণের জন্য অনুমতি চাহিল। ইহার উত্তরে মির্যা বলিল তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর আমি লোকগণের সঙ্গে ছুলেহ করিতেছি। যদি ছুলেহ হইয়া যায় তবে পৃথক মছজিদ নির্ম্মাণের আবশ্যক হইবে না। তাহারা আরও বহু প্রকারে লাঞ্ছনা গঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। মুছলমানদের সহিত কায়-

কারবার বন্ধ হইয়া গেল, কাদিয়ানী হওয়ার ফলে তাহাদের বিবাহিতা ও প্রস্তাবিতা মেয়ে ছিনিয়া নেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মুর্দ্দা কাফনও জানাযা ব্যতিরেকে গর্ত্তে পুতিয়া ফেলা হইয়াছে। আরও অনেক লাঞ্ছনজনক ব্যবহার করা গিয়াছে; যাহার ফলে মিথ্যুক কাদিয়ানী ছলেহ করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছে। (ইস্তেহার মুখাদাআতে মুছায়লালা কাদিয়ানী ২য় পৃঃ)।

এইভাবেও লিখিয়াছে ঃ—তোমার সঙ্গে কাজ-কারবার ও ব্যবহার বন্ধ করা গিয়াছে, স্ত্রীগণ ছিনিয়া নেওয়া হইয়াছে, মুর্দ্দা বে-জানাযা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ধন ও সম্মানের হানি, টাকা পয়সার আমদানীতে ক্রটী দেখা দিয়াছে, মছজিদেও তোমাদের ঠাই নাই, সভা সমিতিতেও তোমাদের স্থান নাই। অতএব ভবিষ্যতে তুমি কি করিতে পার? (ইযহারে মুখাদাআতে মুছায়লামা কাদীয়ানী)।

এখন মওলানা মওদুদী ছাহেব বলুন এই সমস্ত ফৎওয়া ও তদনুরূপ আচরণের পর যদি আহমদিগণ ইহার প্রতিকার স্বরূপ নিজেদের মেয়েদের প্রাণ ও সম্মান সংরক্ষণের জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে তাহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? আহমদীরা যাহা কিছু করিয়াছে তাহা ১৮৯৮ ইং পর হইতে করিয়াছে। কিন্তু মওলানা মওদুদী ছাহেবের উলামায়ে দীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন ছাহেবান ১৮৯২ ইং হইতে ফৎওয়া দিয়া আসিতেছেন।

মওলানা মওদু'দী ছাহেব বলুন "আলবাদী আযলমু" যে প্রথম আঘাত করে সে অধিকতর অত্যাচারী এই তত্বপূর্ণ বাক্যের কোন

সার্থকতা আছে কিনা? অথবা মওলানা ছাহেবের ধারনা মতে কি কোন কোন দল এমনও আছে তাহারা যতই অসদ্ব্যবহার করুক উহা সঙ্গত এবং কোন দল এমনও আছে তাহারা ঐ সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করার অধিকারী নহে। যদি তাঁহার নিকট ইছলামের সংজ্ঞা ইহাই হয় তবে উহা ঘোষণা করে দেখুন মুছলমানদের শিক্ষিত সমাজ তাঁহার এইমত সম্বন্ধে কি মনোভাব প্রকাশ করে?

গয়র আহমদী আলিমগণের ফৎওয়া কি শুধু কথাতেই সীমাবদ্ধ ছিল?

"অতঃপর মওলানা মওদুদী ছাহেব বলিতেছেন আহমদীদের এই ফৎওয়া শুধু কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই বরং তদনুরূপ কার্য্যও তাহারা করিতেছে।" আমি মওলানার নিকট আরজ করিতেছি শুধু আহমদিগণই ফৎওয়াকে বাক্যের সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেনা বরং দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে উলামায়ে দীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন ছাহেবান ফৎওয়া দানের সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

আহমদিদিগকে কার্য্যতঃ মছজিদসমূহ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে, তাহাদের জানাযা পড়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তাহাদিগকে মেয়ে দান হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহাদের মেয়ে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে গোরস্থানে দফন করা হইতে বাধা দান করা হইয়াছে। এখন মওলানা মওদুদী ছাহেবের প্রমাণ

গুলির মধ্য হইতে একটিমাত্র থাকিয়া যাইতেছে—"আমরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ ; আমাদের যাহা ইচ্ছা তাহা করার অধিকার আছে, তোমরা সংখ্যায় অল্প তোমাদের প্রতিবাদ করারও অধিকার নাই।" ইহার উত্তরে অবশ্য আহমদী জমাতের নিকট কিছুই বলার নাই।" তবে এখন আল্লার অনুগ্রহে মুছলমানদের অধিকাংশই এই অত্যাচারকে না পছন্দ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর শিক্ষার প্রজ্জ্বলিত আলো এখনও হৃদয় হইতে সম্পূর্ণভাবে নিভিয়া যায় নাই। তাই সময় সময় উজ্জ্বলিত হইয়া স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়। যদি তা না হইত তাহা হইলে মওলানা মওদুদী ছাহেবের উলামায়ে দীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন ছাহেবান আহমদীদিগকে দেওয়ালে গাঁথিয়া মারিয়া দিতেন এবং প্রতিবাদ কারীদের হয়তঃ জিহ্বা কাটিয়া দিতেন।

অস্ত্রের দ্বারা নহে বরং শিক্ষা ও চরিত্র দ্বারা ধর্ম্মের সংরক্ষণ হইয়া থাকে ঃ

(৮) অতঃপর মওলানা মওদুদী ছাহেব লিখিতেছেন "যদি মুছলমান সমাজ হইতে আহমদিদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হয় তবে আর কাহারও নবুওতের দাবী করার এবং মুছলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার সাহস হইবে না। (কাদিয়ানী সমস্যা ১৫ পৃ ঃ)।

মওলানা ছাহেব ! খেলিতে খেলিতে বাপের দাড়ী লইয়া ও খেলিতে-লাগিলেন ? আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে এই কথা কিভাবে

হযরত রছুলে করীম (দঃ) এবং ছাহাবাগণের উপর আঘাত হানিতেছে। যদি এই প্রমাণই মক্কার লোক উপস্থিত করিত এবং বলিতে গেলে এই প্রমাণই তাহারা উপস্থিত করিতেছিল—তাহা হইলে কি তাহাদের সে সমস্ত অত্যাচার যাহার কথা শুনিয়া একজন ভদ্র হিন্দু এবং একজন শরাফ খৃষ্টানের প্রাণও কাঁপিয়া উঠে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবেনা?

মওলানা ছাহেব! পৃথিবীতে ধর্ম্মের সংরক্ষণ অস্ত্রের দ্বারা হয়না বরং তাহা শিক্ষা ও চরিত্র দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। যতদিন হৃদয়ে ইছলাম জীবিত থাকিবে ততদিন নবুওতের সহস্র মিথ্যাদাবী দারও ঈমানকে প্রকম্পিত করিতে পারিবেনা। যতদিন পৃথিবীতে সত্যের প্রচারক বিদ্যমান থাকিবে ততদিন কোন তরবারী, কোন বন্দুক, কোন খঞ্জর, অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাহাকে সত্যের প্রচার হইতে বিরত রাখিতে পারিবেনা। আঘাতের পর আঘাত খাইয়াও সত্য প্রকাশিত হইয়া উঠিবে। সত্যের প্রচারক বধ্যভূমিতেও সত্যের পুণরাবৃত্তি করিতে থাকিবে। নবুওতের মিথ্যাদাবীকারক যতই শক্তিশালী হউক না কেন এবং তাহার প্রতিকূলে একটী তরবারীও না উঠুক, কেহ বিরোধিতা না করুক তবুও সে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া মৃত্যু বরণ করিবে।

মওলানা ছাহেব বোধ হয় স্বরচিত পুস্তক ব্যতীত অন্য গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না। যদি তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ করিতেন তাহা হইলে তিনি অবগত হইতে পারিতেন যে যখন হযরত মূছা (আঃ) ফেরাউনের নিকট গিয়াছিলেন এবং সে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে চাহিয়াছিল তখন তাহার একজন সভাসদ তাহার সামনে এই প্রমাণ

উপস্থাপিত করিয়াছিল "ওইনয়্যাকু কাযিবান ফাআলাইহি কিযবুহু ও ইনয়্যাকু ছাদিকান ফা ইউছিবকুম বা'যাল্লা ইয়াইদুকুম ইন্নাল্লানালাইয়াহ্ দি মান হুয়া মুছরিফুন কাযযাব (ছুরা মমিন ৪ রুকু)।

হে আমার জাতি যদি মূছা মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার মিথ্যাই তাহাকে ধ্বংশ করিবে আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে উহার কতক নিশ্চয় (তোমাদের সম্বন্ধে) পুর্ণ হইবে। আল্লাহ কখনও কোন সীমা লঙ্ঘনকারী মিথ্যুককে সফলতার পথে পরিচালিত করেন না। অতএব তোমরা কেন মূছাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে ?

এই আয়তে কত বড় শক্তিশালী সত্য বর্ণনা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম খোদা হইতে সমাগত হয়। ধর্ম্ম এমন রাজনীতি নহে যাহার জন্য খোদার সাহায্যের প্রশ্ন উঠেনা। ধর্ম্ম খোদার পথ। খোদা স্বয়ং উহার সংরক্ষণ করেন। মিথ্যা নবুওতের দাবী কারকের কি শক্তি আছে যে ধর্ম্মকে মিটাইয়া দিতে পারে। খোদার অস্ত্র নবুওতের মিথ্যা দাবী কারকদিগকে হত্যা করে। খোদা কি কুরআনে একথা বলেন নাই "ওলাও তাকাওওনা আলাইনা বা'যাল আকাবিল লা আখাযনা মিনহু বিল ইয়ামিন ছুম্মা লা কাতা'না মিনহুল ওতীন।"

যদি এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা রটনা করিয়া আমার প্রতি আরোপ করিত তাহা হইলে আমি তাহার ডান হাতে ধরিতাম তৎপর তাহার প্রাণ শিরা কাটিয়া দিতাম।

মওলানা ছাহেব ! নবুওতের মিথ্যা দাবীকারকের প্রাণ শিরা কাটিবার

জন্য আল্লাহ স্বয়ং প্রস্তুত রহিয়াছেন ; সেখানে আপনার তরবারীর কোন আবশ্যক হইবে না। আপনার তরবারীত ইছলামের সত্যকে সন্দেহ যুক্ত করিয়া দিতেছে এবং অমুছলমানদিগকে ইছলামের দিকে আনয়ন করিতে বাধা প্রদান করিতেছে। কারণ তাহারা ইছলামকে একটা রক্তক্ষয়ী ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছে। উহার ছুলেহও উদারতার শিক্ষা আপনার রচিত আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া যাইতেছে। আক্ষেপ যদি আপনি বাস্তবকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেন এবং ইছলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য্যকে উজ্জ্বল ও প্রকাশমান হইতে দিতেন !

গয়রআহমদী আলিমগণের সম্মিলিতভাবে ইছলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি রচনা করা তাহাদের একে অন্যকে মুছলমান বলিয়া মনে করার প্রমাণ নহে ঃ

(৯) অতঃপর মওদুদী ছাহেব লিখিতেছেন ইহা সত্য যে গয়র আহমদী মুছলমানগণও একে অন্যকে কাফির বলিয়া গণ্য করার রোগে আক্রান্ত আছেন। কিন্তু ইহাকে প্রমাণ রূপে দাঁড় করাইয়া আহমদী-দিগকে কাফির বলার পথে বাধা সৃষ্টি করা জাইয নহে। কারণ সামান্য সামান্য বিষয়ে মতভেদের দরুণ একে অপরকে কাফির গণ্য করা যদি ভুল হয় তবে ধর্ম্মের মৌলিক বিষয়ে প্রকাশ্য বিরোধিতার বেলায় কাফির গণ্য না করাও মারাত্মক ভুল হইবে।

ইহার আর এক দলীল তিনি ইহা পেশ করিতেছেন যে যখন ইছলামের আলিমগণ সমবেত ভাবে ইছলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি রচনা করিয়াছেন তখন তাহারা একে অন্যকে মুছলমান মনে করেন বলিয়াই প্রকাশ পাইতেছে (কাদিয়ানী সমস্যা ১৮।১৯ পৃঃ)।

মওলানা মওদুদী ছাহেবের এই প্রমাণ যুক্তি সংগত নহে। এই প্রমাণ তখনি যুক্তি যুক্ত হইতে পারে যদি ইহা বলা যায় যে কাফির বলিয়া ফৎওয়াদাতা আলিমগণ প্রথম শ্রেণীর অজ্ঞান, বেঈমান এবং অধার্ম্মিক ছিলেন। এই জন্য তাহাদের আওলাদ তাহাদের অনুগমণ করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা এই সমস্ত ফৎওয়া বিদ্যমান থাকা সত্বেও পরস্পর মিলিতে প্রস্তুত থাকেন। যখন দেওবন্দিগণ বেরেলবিগণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কাফির হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, বেরেলবীগণ দেওবন্দীগণ ও আহলেহদিগণের উপর কাফিরী ফৎওয়া দিয়াছেন, যখন শিয়া এবং ছুন্নী একে অপরের বিরুদ্ধে কাফিরী ফৎওয়া দিয়াছেন, যখন আহলেহদীছ এবং আহলেছুন্নৎ একে অপরের বিরুদ্ধে কুফরের ফৎওয়া দিয়াছেন, যখন ইছলামী জমাতওয়ালাগণ অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য দল ইছলামী জমাতওয়ালাদের বিরুদ্ধে কাফির হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন তখন ফৎওয়া দাতাগণ কিংবা তাহাদের শিষ্যগণের একত্রে মিলিত হওয়া তাহাদের অবহেলা ও বেঈমানীর প্রমাণ হইতে পারে তাহাদের একে অপরকে মুছলমান বলিয়া মনে করার প্রমাণ হইতে পারে না। নতুবা ইছলামের এমন সংজ্ঞা বর্ণনা করিতে হইবে যাহা এই সমস্ত কাফিরী ফৎওয়া বিদ্যমান থাকা সত্বেও কোন কাফিরকে ইছলামের গণ্ডীর বাহিরে রাখেন। যখন আপনি এরূপ সংজ্ঞা বর্ণনা করিবেন তখন যেভাবে ছুন্নী, শিয়া খারিজী, আহলেহদীছ, দেওবন্দী এবং বেরেলেবী ইছলামে শামিল হইয়া যাইবেন তখন আহমদিগণও ইছলামের অভুন্তক্ত হইয়া পড়িবে।

আহমদী জমাআতের তবলীগী প্রচেষ্টায় মওলানা মওদূদী ছাহেবের ভীতি ঃ

(১০) মওলানা মওদূদী ছাহেব লিখিতেছেন ঃ— বলা হয় যে আহমদিগণ ব্যতীত মুছলমানদের অনেক দল এমন আছে যাহারা (উপরোক্ত) সমবেত মুছলমমানদের সহিত গভীর মতভেদ রাখেন তাহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করা হয় না কেন ? তিনি তাহাদের এই প্রশ্নের জওয়াবে বলিতেছেন ইহা সত্য যে কাদিয়ানীগণ ছাড়াও কতক দল এমন আছে যাহারা ইছলামী মূলনীতিতে অন্যান্য মুছলমানদের সঙ্গে বিভেদ রাখেন এবং ধর্ম্মীয় ও সামাজিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া নিজেদের পৃথক সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে কিন্তু এমন কয়েকটী কারণ আছে যাহার ফলে তাহাদের অবস্থা কাদিয়ানীদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহারা মুছলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কেবল মাত্র পৃথক হইয়াই রহিয়াছে। তাহাদের উপমা যেন কয়েকটী ছোট ছোট প্রস্তরময় স্থান যাহা সীমান্তে অবস্থিত। এই জন্য ইহাদের অস্তিত্বের উপর ধৈর্য্যধারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু কাদিয়ানিগণ মুছলমান সাজিয়া মুছলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে, ইছলামের নামে নিজেদের মতবাদ প্রচার করে, মুনাযারা এবং আক্রমনাত্মক প্রচার কার্য্য করিয়া বেড়ায় ; এজন্য তাহাদের বেলায় আমাদের ধৈর্য্যধারণ করা সম্ভব নহে যাহা অন্যান্য অদলের বেলায় সম্ভব। কাদিয়ানীর সঙ্ঘবদ্ধ তা'ছাড়া সরকারী বিভাগ সমূহে, বাণিজ্য, শিল্পে কৃষিকার্য্যে মোটের উপর জীবন ধারণের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুছলমানদের

সহিত তাহারা সংগ্রামে রত আছে। (কাদিয়ানী সমস্যা ২০।২১ পৃঃ)

লোকে বলিয়া থাকে যাহা মাথার উপর চড়িয়া কথা বলে তাহাই যাদু। মওলানা সাহেব স্বীকার করিতেছেন আহমদীদের মত অনেক দল আছে যাহারা আল্লাহ, রছুল, কুরআন ইত্যাদি ইছলামী মূলনীতিতে অন্যান্য মুছলমান হইতে পৃথক আকীদা পোষণ করেন। এবং কার্য্যতঃ আহমদীদের মত তাহারাও অন্যান্য মুছলমান হইতে নিজদিগকে ছিন্ন করিয়া লইয়াছে তথাপি তাহাদের সহিত আহমদীদের ন্যায় ব্যবহারের আবশ্যক নাই। কারণ তাহারা তবলীগ করেনা। অর্থাৎ মওদুদী ছাহেব যে সমস্ত মুছলমান প্রস্তুত করিয়াছেন তাহারা এত দুর্ব্বল যে যদি তাহাদের মধ্যে কেহ তবলীগ করে তাহা হইলে তাহাদের ঈমান নষ্ট হইয়া যায়। মওদুদী ছাহেবের ইছলাম আক্রমণকারী ব্যাঘ্রের মত নহে যে শত্রুদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে নিজের শিকার ছিনিয়া আনিতে পারে। বরং মওদুদী ছাহেবের ইছলাম অবরুদ্ধ পরাজিত সৈন্যের মত যে ইচ্ছা করিবে তাহার ঈমান নষ্ট করিতে পারিবে এবং যে ইচ্ছা করিবে তাহার ধর্ম্মকে বিনাশ করিতে পারিবে। তাই যাহারা তবলীগ করে তাহারা যেন তাহার নিকটে আসিতে না পারে। ইছলামের প্রতি মওলানা মওদুদী ছাহেবের কেমন পাকা ঈমান? মুছলমানদের প্রতি কেমন সুধারণা! যদি মুছলমানদের চক্ষু খুলিয়া থাকে এবং ইছলামের সত্যতা অবগত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় তাহা হইলে মওদুদী ছাহেবের এই সমস্ত ধারণার কথা শুনিয়া তাহারা কতইনা উল্লসিত হইবে! এবং মওলানা ছাহেবের ইছলামের প্রতি সহানুভূতির কতইনা প্রশংসা করিবে। পৃথিবীর অন্যান্য

জাতি যখন শুনিবে মুছলমানত সমস্ত জাতির মধ্যে প্রচার করিতে পারিবে কিন্তু অন্য কোন জাতি মুছলমানদের মধ্যে প্রচার করিতে পারিবেনা। তখন ইছলামের প্রতি তাহারা কতইনা আকৃষ্ট হইবে! ইছলামের প্রতি তাহাদের কতইনা অনুরাগের সৃষ্টি হইবে!

মওলানা ছাহেব! মুছলমান বলিয়া পরিচয় দিতে আপনি ও আহমদী এক সমান। যদি মুছলমান বলিয়া কথিত হওয়ার দরুণ আহমদীদের তবলীগ আপনার জমাতের লোকের উপর ক্রিয়া করিতে থাকে তবে আপনার তবলীগ আহমদীদের উপর ক্রিয়াশীল হয়না কেন?

আহমদীরা কি কখনও আপত্তি করিয়াছে যে আপনারা কেন তাহাদের মধ্যে তবলীগ করেন! আপনিত দাবী করেন এক এক জন আহমদীর মুকাবিলায় হাজার হাজার গয়রআহমদী রহিয়াছে। যদি হাজার হাজার গয়রআহমদী এক একজন আহমদীকে তবলীগ করেন তাহা হইলে ফল কি হইবে ইহাত জানা কথা। যদি সে মিথ্যা হয় তবেত কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহাকে জব্দ করিয়া দিবেন এবং সত্যের দিকে নিয়া আসিতে পারিবেন। আপনাদের নিকট ধন আছে, জন আছে, শক্তি আছে, এবং আলিমগণ আছেন তবুও আপনাদের ভয় কেন? আহমদী আপনাদের মধ্যে তবলীগ করিলে কি হইতে পারে? যদি আপনাদের সৎসাহস থাকিত তবে আপনারা আহ্বান করিতেন যে আহমদীরা আসুক এবং তবলীগ করুক।

আপনি কি সেই ঘটনার সংবাদ শুনিয়াছেন যাহা আহমদী জমা-আতের বর্ত্তমান ইমামের সঙ্গে কাদিয়ানে ঘটিয়াছিল? একবার হরিদ্বার হইতে আর্য্য সমাজীদের ধর্ম্মীয় কলেজের কয়েকজন প্রফেসর

কতক ছাত্র নিয়া কাদিয়ানে আসিলেন এবং ইছলামের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজেদের ধারণা অনুসারে অহমদী জমাআতের ইমামকে লজ্জিত করার বাসনায় তাঁহাদের শিষ্যগণকে অনেকগুলি প্রশ্ন শিক্ষা দিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহারা দরখাস্ত করিল যে তাহারা আহমদী জমাআতের ইমামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। আহমদী জমাআতের ইমাম তাহাদিগকে মছজিদে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ছেলেগুলি শিখান প্রশ্নগুলি উপস্থিত করিতে লাগিল। আহমদী জমাআতের ইমাম বলিলেন তোমরা ১০।১১ জন ছাত্র। জানিনা প্রত্যেকের মনের মধ্যে ইছলামের বিরুদ্ধে কতইনা প্রশ্ন আছে। আমি তোমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমিত সময় দিতে পারি। তোমাদের সঙ্কল্প ইহাই যে আমার বাচনিক উত্তর শুনিতে চাও। অন্যান্য আহমদী আলিমদের মুখে জওয়াব শুনিতে তোমরা প্রস্তুত নহ। প্রথমতঃ আমি দিনের পর দিন এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ বসিয়া তোমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমি যে উত্তর দিব যদি উহা প্রকৃত উত্তর হয় এবং কুরআন করীম হইতেই হয় তবুও তোমাদের মনে সন্দেহ থাকিয়া যাইতে পারে যে হয়ত এই উত্তর কুরআন হইতে নহে কারণ তোমরা আরবী জাননা। আর যদি আমি দোষারূপ মূলক উত্তর দেই তাহা হইলে এই জওয়াব হয়ত বেদ হইতে হইবে অথবা অন্য কোন হিন্দুশাস্ত্র হইতে হইবে। তখন তোমরা বলিবে আপনিত সংস্কৃত জানেন না আপনি আমাদের শাস্ত্রে কি আছে তাহা কিরূপে বলিবেন ? বস্তুতঃ আমাদের উভয়ের পক্ষে এমন

কোন যুক্ত উপকরণ নাই যাহা দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে। এই জন্য আমি তোমাদিগকে একটা সহজ পথ বলিয়া দিতেছি। তোমরা নিজেদের শিক্ষকগণকে গিয়া বল আমি তাঁহাদিগকে আমার এখান হইতে চারিটি ছেলে দিব। তাঁহারা উহাদিগকে নিজেদের সঙ্গে রাখিয়া দুই তিন বৎসর বেদ শিক্ষা দিন এবং কুরআন সম্বন্ধে তাহাদের যে সমস্ত প্রশ্ন আছে তাহা তাহাদের কানে ঢালিয়া দিন। এই ছেলেগুলির যাবতীয় খরচ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমি বহন করিব। তাহারা যদি পাঠ্যকালে সংস্কৃত পড়িয়া বেদ অধ্যয়ণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এবং ইছলামের অপকৃষ্টতা উপলব্ধি করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইলে হিন্দুজাতি আমার খরচে শিক্ষিত চারিজন প্রচারক প্রাপ্ত হইবেন। এবং যদি তাহারা আমার নিকট ফিরিয়া আসে তবে ভবিষ্যতে আমাকে কেহ কোন প্রশ্ন করিলে আমি এমন লোক উপস্থিত করিতে পারিব যাহারা হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিতে পারে। এইভাবে আগমনকারী প্রফেসরগণ চারিটী ছেলে নির্ব্বাচন করিয়া আমার নিকট দিন; আমি তাহাদিগকে আরবী ভাষা এবং কুরআন শিক্ষা দিব; তাহাদিগকে ইছলামের সৌন্দর্য্য বলিব এবং যতদিন তাহারা এখানে শিক্ষা লাভ করিবে ততদিন তাহাদের যাবতীয় খরচ আমি বহন করিব। কখনও তাহাদিগকে মুছলমান হওয়ার জন্য বলিবনা। যখন তাহারা শিক্ষা সমাপ্ত করিবে এবং নিজেরাই অনুভব করিতে পারিবে যে ইছলাম সত্য তখন তাহারা ইচ্ছা করিলে মুছলমান হইতে পারে আর যদি ইছলামের সত্যতা তাহাদের নিকট প্রকাশিত

না হয় তাহা হইলে আমার ব্যয়ে কুরআন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহারা হিন্দুদের প্রচারক হইতে পারিবে ; ইছলামের বিরুদ্ধে ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিতে পারিবে। মোটের উপর উভয় পক্ষের খরচ আমি বহন করিব এবং কোন প্রকার ব্যয়ভার হিন্দু জাতির উপর পড়িবেনা। আহমদীয়া জমাতের ইমামের এই কথা শুনিয়া ছেলেরা কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং প্রশ্ন করা ত্যাগ করিল। অতঃপর তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল। মাস দু'এক গত হওয়ার পর এক হিন্দু যুবক কাদিয়ানে আসিল। এবং আহমদী জমাআতের ইমামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল আপনার কি স্মরণ আছে যে কয়েকটি হিন্দু ছেলে আপনার নিকট আসিয়াছিল এবং আপনি এই কথা বলিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন হাঁ, আমার খুব স্মরণ আছে। সে বলিল আমি তাহাদের একজন। আমাদের শিক্ষকগণ এ সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার মনে হয় তাঁহারা ভয় পাইয়াছেন। আমি আপনার কথা যুক্তিযুক্ত মনে করি এবং এইজন্য আমি আসিয়াছি। আপনি আমাকে মুছলমান হইতে বলিতে পারিবেন না। শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর আমার মুছলমান হওয়া উচিত কিনা আমি নিজেই মীমাংসা করিব। তিনি তাহার এই শর্ত্ত মানিয়া নিয়া তাহাকে ইছলামের শিক্ষা দান করিলেন। সে হিন্দুস্থানের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কলেজ গুরুকুল আশ্রমের ছাত্র ছিল। কিছুদিন পর সে কুরআন পাঠ করিয়া, উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল এবং স্বেচ্ছায় ইছলাম গ্রহণ করিল। ইহার পর সে মৌলবী ফাযিল পরীক্ষা পাশ করিল। এখন সে

ইছলামের একজন মুবাল্লিগ এবং ইছলামের সমর্থনে কিতাব লিখিতেছে।

মওলানা ছাহেব! ইহাই সত্যের শক্তি। সত্যবাদিগণেরই এরূপ সামর্থ্য থাকে যাহার আদর্শ আহমদী জমাআতের ইমাম দেখাইয়াছেন। যদি আপনি মনে করেন যে যাহা আপনি বুঝেন তাহাই সত্য তাহা হইলে মুছলমানদের অন্যান্য দলকে উহা বুঝাইয়া দেন এবং আহমদীদের মধ্যেও প্রচার করুন। যদি আপনার কথাকে সত্য বলিয়া মনে করে তবে তাহারা নিজেদের মত পরিত্যাগ করিয়া আপনার সঙ্গে আসিয়া মিলিয়া যাইবে। সমস্ত নবীই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ভাবেই পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ডাণ্ডা এবং তরবারী দ্বারা পূর্ব্বেও কখনও সত্যের সাহায্য হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবেনা।

মওলানা ছাহেব! আপনিত এই বর্ণনায় সত্যের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আপনার এই বর্ণনার মর্ম্মত ইহাই যে খোদা সম্বন্ধে যদি কেহ মতভেদ করে তাহাতে আসে যায় না। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে কেহ মতভেদ করে তাহাতেও পরওয়া নাই। কুরআন সম্বন্ধে কেহ মত ভেদ করে তাহাতেও বালাই নাই। অবশ্য মুছলমানদের মধ্যে এরূপ দল আছে যাহারা আহমদীদের মত আপনাদের সঙ্গে মতভেদ করে এবং এই মতভেদ সামান্য নহে বরং ইছলামের মূলনীতি বিষয়ক মতভেদ। তাহারা আপনাদের হইতে সামাজিক সম্পর্কও চ্ছেদ করিয়াছে। আল্লাহ, মুহাম্মদ (দঃ) এবং কুরআন সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিয়াছে, তাতে কোন অনিষ্ট হয় নাই, কারণ তাহারা তবলীগ

করেনা। বস্তুতঃ যখন মওদুদী ছাহেবের জমাআত তাহাদের ফিৎনা হইতে নিরাপদে আছে তখন আল্লাহ এবং তাঁহার রছুল গিয়া নিজেদের হেফাযত করুন। তোমাদের আহমদীদের সম্বন্ধে চিন্তার কারণ তাহারা প্রতিবৎসর দেওবন্দী বা মওদুদী জামাত হইতে কিছুনা কিছু 'মেষ' লইয়া যায়।

আহমদী জমাআত সম্বন্ধে বিরোধীদলের মিথ্যা প্রচার ঃ

মওলানা মওদুদী ছাহেব বলিতেছেন কাদিয়ানীরা সরকারী অফিস-সমূহে, বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিকার্য্যে—মোটের উপর জীবন ধারণের প্রত্যেকক্ষেত্রে মুছলমানদের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। মওলানা ছাহেব! এই সংগ্রাম কে করিতেছে? কতদিন এই অসত্য বলিবেন যে কাদিয়ানীরা সরকারী অফিসসমূহ কবজা করিয়া রাখিয়াছে? কোন এক বিভাগের কর্ম্মচারীদের সংখ্যা পেশ করুন এবং বলুন যে আহমদিদের সংখ্যা এত এবং অন্যদের সংখ্যা এত। কতদিন এই কথা বলিতে থাকিবেন যে সৈন্য বিভাগে আহমদিদের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ। সংখ্যা দ্বারাই মানুষ জানিতে পারিবে যে এই প্রচারণা সত্য কি মিথ্যা। ইহার পর বাণিজ্যে শিল্পে এবং কৃষিতে আহমদীর সংখ্যাই বা কত? পাকিস্তানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্যবসায়ী হইবে। ইহাদের মধ্যে আহমীদর সংখ্যা বড়জোর দেড় শত হইতে দুই শত পর্য্যন্ত হইতে পারে। কৃষিকার্য্যত মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। ইহাতে আহমদীরা অপরের কি ক্ষতি করিতে পারে? কোন আহমদী যদি তাহার পিতা মাতার জায়গা জমিন গ্রহণ করে তাহাতে অন্য মুছলমানের সহিত ঝগড়া বিবাদের কি প্রশ্ন উঠিতে

পারে! গয়রআহমদিরাও নিজেদের পিতা মাতার মিরাশ গ্রহণ করিয়া থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠানও হাজারের মধ্যে এক আধটি আহমদীর হইবে। ইহা দ্বারা কি মতভেদ সৃষ্টি হইতেছে? কোন একটা ভুল কথা বার বার বলিলে সত্য হইয়া যায় না। সংখ্যা প্রকাশ করুন। জগৎ মীমাংসা করিতে পারিবে যে প্রকৃত অবস্থা কি। আল্লাহ সাক্ষী আপনার স্বমতাবলম্বী বিচারক হইলেও আপনি কখনও আপনার দাবীর সমর্থনে সংখ্যা পেশ করিতে পারিবেন না। আপনার সঙ্গীদের অবস্থা কি বলিব তাহারাত এয়ার কমাণ্ডার জনজুয়া সম্বন্ধেও বলে যে বিমান বিভাগের বড় কর্ত্তা আহমদী। (আজাদ ১১ই মে ৫১ইং; জমিদার ২৮শে মে ৫১ইং) অথচ জনজুয়া কখনও আহমদীয়তের নিকটেও যায় নাই। এইভাবে যেখানে যে কেহ আহমদীয়তের সমর্থনে কথা বলে আপনারা তাহাকেই বলেন আহমদী। হয়ত তাহার অপরাধ শুধু এতটুকু যে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। আর আপনাদের ক্ষমতা শুধু ইহাই যে আপনারা সত্যের অপলাপ করিতে ভয় করেন না।

চৌধুরী মোহাম্মদ যফরুল্লাহ খানকে অপসারিত না করিয়া আমাদের রাষ্ট্র পরিচালকগণ বুদ্ধিমত্তার না মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় দিতেছেন ঃ

মওদুদী ছাহেব বলিতেছেন চৌধুরী মুহাম্মদ যফরুল্লাহ খান ছাহেবকে পররাষ্ট্র সচিবের পদ হইতে অপসারিত না করার

কারণ সম্বন্ধে পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট যুক্তি প্রদর্শন করেন যে তাঁহার দরুনই আমরা বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে উপকার পাইতেছি। এইজন্য আমরা তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারিনা। ইহার উত্তরে মওদুদী ছাহেব লিখিয়াছেন আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-পরিচালকগণ আমাদের রাষ্ট্রপরিচালকদের মত বিকৃত মস্তিষ্ক নহেন যে এক ব্যক্তিকে অপসারিত করার ফলে তাহারা সমগ্র দেশের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া যাইবেন। (কাদিয়ানী সমস্যা ১৭।১৮ পৃঃ)

চৌবুরী মুহাম্মদ যফরুল্লাহ খান ছাহেবকে অপসারণের জন্য কেন এত জোর দেওয়া হইতেছে? মওলানা ছাহেব ভুলিয়া যাইতেছেন যে শত্রুতার কারণ হয়ত ধর্ম্মীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি অথবা কোন পদ লাভ। এই কথাও বলা হইতেছে "যে যফরুল্লাহ খান আহমদী এবং আহমদীরা ইংরেজ ও আমেরিকানের সমর্থনকারী ; এইজন্য তাঁহাকে অপসারিত করা হউক।" এই অজুহাত মিথ্যা এবং মওলানা মওদুদী ছাহেব ও তাঁহার অনুচরদের বানান কথা।

আমেরিকান ও ইংরেজ প্রতিনিধি এই দেশে বিদ্যমান আছেন। আমাদের পত্রিকা সমূহের সারমর্ম্ম তাঁহাদের নিকট পেশ করা হইয়া থাকে। তাঁহারা তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মগুলি প্রেরণ করিরা থাকেন। মওলানা ছাহেব ঠিকই বলিয়াছেন যে আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের রাষ্ট্র পরিচালকগণ নিস্তেজ মস্তিষ্ক নহেন যে এক ব্যক্তির অপসারণে তাঁহারা সমগ্র দেশের প্রতি রুষ্ট হইবেন। তবে তাঁহার বুঝা উচিত তাঁহারা এত নির্ব্বোধও নহেন যে যে গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সহিত ভাল সম্পর্ক রাখার

দরুণ অপসারিত করিবে সেই গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক বহাল রাখিতে চাহিবে ? বস্তুতঃ পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট এই কথার ভয় করেনা যে যফরুল্লাখানকে অপসারিত করিলে ইংলণ্ড এবং আমেরিকা শত্রু হইয়া যাইবে। তবে তাঁহারা এই কথা বিবেচনা করে যে যফরুল্লাহ-খানকে যদি এই কারণে অপসারিত করা হয় যে তিনি আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের সহিত অযথা বিবাদ করিতে চান না, অমুছলমানদের সহিতও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চান তাহা হইলে তাহার অপসারণে অবশ্যই ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসী এবং তাহাদের গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিবে যে পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট এবং ইহার জনসাধারণ এমন ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন রাখিতে চায়না যিনি ইংলণ্ডও আমেরিকার সহিত মিত্রতার সমর্থক এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহি সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চায়। এখন বলুন আপনাদের হৈ-চৈর ফলে যফরুল্লাখানকে অপসারিত না করিয়া সরকার বুদ্ধি মত্তার না বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছেন !

মওলানা মওদুদী ছাহেবের দৃষ্টিতে আহমদী জমাআতের ইছলাম প্রচার ঃ

পুনরায় মওলানা মওদুদীছাহেব লিখিতেছেন কেহ কেহ বলে আহমদিরা ইছলাম প্রচার করে তাহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহার উত্তরে তিনি বলেন তাহাদের প্রচার ইছলাম প্রচার ছিলনা বরং ইংরেজকে সন্তুষ্ট করার উপায় মাত্র ছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার তবলীগে রেছালতের এই উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন :—

যতই আমার মুরিদের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে ততই জেহাদের প্রতি বিশ্বাসীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকিবে। কারণ আমাকে মছীহ ও মাহদী মানিয়া নেওয়াই জেহাদের প্রশ্নকে অস্বীকার করা। (তবলীগে রেছালত ৭ জিলদ ১৭ পৃঃ)।

২য় প্রমাণ তিনি এক ইতালীয় ইঞ্জিনিয়ারের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে ছাহেবজাদা আবদুল লতীফ ছাহেব জেহাদের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতেন। এই জন্য তাহাকে শহীদ করা হইয়াছে।

৩য় প্রমাণ স্বরূপ আলফযলের এক উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন যাহাতে "আমানে আফগান" ৩রা মার্চ্চ ১৯২৫ইং এক এবারত লিপিবদ্ধ করা আছে। মওদূদী ছাহেবের কথানুসারে উহা এইরূপ :—

আফগান গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব নিম্ন লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন : "কাবুলের দুই ব্যক্তি মুল্লা আবদুল হালীম চাহার আশিয়ানী ও মুল্লা নুর আলী দোকানদার কাদিয়ানী মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিল এবং মানুষকে সেই মতবাদ শিক্ষা দিয়া সরল পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতেছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে বহুদিন যাবৎ এক অভিযোগ আরোপিত হইয়া আসিতেছিল এবং আফগান রাষ্ট্রের স্বার্থের বিপরীত ভিন্ন দেশীয় লোকের সহিত ষড়যন্ত্রমূলক চিঠিপত্র তাহাদের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। এই সকল দ্বারা বুঝা যায় যে তাহারা আফগানিস্তানের শত্রুদের হাতে বিক্রিত হইয়া গিয়াছিল। (উর্দ্দু কাদিয়ানী সসমস্যা ৩৫ পৃষ্ঠা)।

৪র্থ প্রমাণরূপে তিনি কাদিয়ানী মুবল্লিগ মিয়া মুহাম্মদ আমীনের এক হাওয়ালা পেশ করিয়াছেন : "যেহেতু আহমদী জমাআত এবং

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ একে অন্যের সঙ্গে জড়িত এই জন্য আমি রাশিয়ায় যেখানে ইছলামের প্রচার করিয়াছি সেখানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের অনুকূলেও আমাকে কার্য্য করিতে হইয়াছে। (উর্দ্দু কাদিয়ানী সমস্যা ৩৫ পৃঃ)।

৫ম প্রমাণরূপে আলফযলের এক উদ্ধৃতি তিনি পেশ করিয়াছেন : "এক জন জারমেন মন্ত্রী যখন আহমদীয়া বিলডিংস্ এর দ্বারুদ্ঘাটন উপলক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন তখন সেখানকার গবর্ণমেণ্ট তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিল যে আহমদী ইংরেজের এজেণ্ট তাহাদের অনুষ্ঠানে তিনি কেন যোনদান করিলেন ?

জেহাদের ব্যাপারে আহমদী জমাআতের অনুসৃত পন্থা :

(ক) মওদুদী ছাহেবের প্রথম উদ্ধৃতি হইতে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা ইহা লিখিয়াছেন "যতই আমার মুরিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই জেহাদের প্রতি বিশ্বাশ পোষণ কারীর সংখ্যা কমিতে থাকিবে।" মওলানা মওদুদী ছাহেরের জানা উচিত যে এখানে জেহাদের অর্থ উহা নহে যাহা কুরআনের আয়াত এবং রসুলে করিম (দঃ) এর হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হয়। এখানে জেহাদের অর্থ সেই ভুল আকিদা যাহা বর্ত্তমান মুছলমানদের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। নতুবা যে জেহাদের মছআলা কুরআন করীম এবং হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত, কোন আহমদী তাহা অস্বীকার করিতে পারেনা এবং আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতাও ইহা অস্বীকার করিতেন না। কুরআন ও হদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় এরূপ জেহাদকে

তিনি সর্ব্বদা সমর্থন করিয়া অসিয়াছেন। অর্থাৎ যখন কোন জাতি ইছলামকে বিনষ্ট করার জন্য মুছলমানদিগকে আক্রমণ করে তখন সমবেতভাবে তাহার প্রতিরোধ করা এবং ইছলামকে রক্ষা করা মুছলমানদের উপর ফরয হইয়া যায়। আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা যাহার শাসনাধীনে মুছলমান নিরাপদে বাস করে, এবং যাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও ঘোষণা করা হয় নাই সেই গবর্ণমেণ্টের লোককে অযথা হত্যা করার অথবা কোন দেশের লোক সন্ধি সর্ত্তে আবদ্ধ কোন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া ইহাকে জেহাদ নাম দেওয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।

আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার এই আকাইদের সঙ্গে মওলানা মওদুদী ছাহেবের মতেরও মিল আছে। হিন্দুস্থানের আলিমগণের অভিমত ইহাই ছিল। এখন পাকিস্তানের আলিমগণের অভিমতও ইহা। যদি আমাদের এই দাবী ভুল হইয়া থাকে তাহা হইলে মওলানা মওদুদী ছাহেব বলুন তিনি কতজন ইংরেজ হত্যা করিয়াছেন? তাঁহার উপর কি জেহাদ ফরয ছিলনা? সুতরাং হযরত মিরযা সাহেব যদি সেই কথাই বলিয়া থাকেন যাহা কার্য্যতঃ প্রত্যেক মুছলমান আলীম করিতেছিলেন তবে তাঁহার উপর কি প্রশ্ন হইতে পারে? স্বয়ং মওদুদী ছাহেব তাহার কিতাব "সুদ" প্রথম খণ্ড ৭৭।৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :—

হিন্দুস্থান সেই সময় নিশ্চয় দারুল হরব ছিল যখন ইংরেজ শক্তি এখানে ইছলামী রাজ্য ধ্বংশ করার চেষ্টা করিতেছিল। সেই সময় মুছলমানদের ফরয ছিল ইছলামী রাজ্যের সংরক্ষণের জন্য নিজেদের

প্রাণ দিয়া সংগ্রাম করা এবং বিফল হইলে এদেশ হইতে হিজরত করা। কিন্তু যখন তাহারা পরাজিত হইয়া গেল এবং ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং মুছলমান জাতি ব্যক্তি স্বাধীনতার সহিত এখানে বাস করিতে স্বীকৃত হইল তখন এই দেশ দারুলহরব থাকে নাই কারণ এখানে ইছলামী আইন রহিত করা হয় নাই। মুছলমানকে শরীয়তের বিধান মানিয়া চলিতে বাধা দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে ইছলামী শরীয়তের বিপরীত কোন কিছু করিতে বাধ্য করা হয় নাই। এমন দেশকে দারুলহরব গণ্য করা এবং দারুল হরবের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী যে সমস্ত কার্য্য পদ্ধতি গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রয়োগ করা ইছলামী শরীয়তের মূলনীতির পরিপন্থী এবং অতীব মারাত্মক।

আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা বলিতেন:—কোন মছীহ আছমান হইতে নাযিল হইবে, অমছুলমানকে মারিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবে এবং যে ইছলামকে গ্রহণ করিবে না তাহাকে হত্যা করিবে এরূপ আকীদা পোষণ করা ভুল, এরূপ জেহাদ ইছলামে জাইয নহে। আগমনকারী মছীহ শুধু দলীল প্রমাণ দ্বারা লোকদিগকে ইছলামের দিকে আহ্বান করিবেন এবং অকারণে লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন না। মওলানা মওদুদী ছাহেব যে উদ্ধৃতি হইতে এক পংক্তি উল্লেখ করিয়াছেন তাহার পুর্ণ বিবরণ এই:—

আমি এমন কোন হাশিমী, কুরায়শী, ফাতেমী, খুণী মাহদীর আগমন স্বাকার করিনা যে পৃথিবীকে কাফিরের রক্তে রঙীন করিবে। আমি এই সমস্ত হদীছকে ছহী মনে করি না, বরং এইগুলিকে

মওজু মনে করি। হাঁ, আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সেই মছীহ হওয়ার দাবী করিতেছি যে হযরত ঈছা (আঃ) এর মত দরিদ্র জীবন যাপন করিবে, যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে বিরত থাকিবে, নম্রতা, মিলন ও শান্তির সহিত সেই সত্যও গৌরবান্বিত খোদার চেহারা দেখাইবে যিনি অধিকাংশ জাতি হইতে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছেন।

আমার মূলনীতি, বিশ্বাস, এবং হেদায়তের মধ্যে কোন বস্তু সংগ্রামশীল ও উপদ্রব জনক নহে এবং আমি ধ্রুব বিশ্বাস পোষণ করি যে যতই আমার মুরীদ বাড়িতে থাকিবে ততই জেহাদের প্রতি আস্থাশীল লোকের সংখ্যা কমিতে থাকিবে কারণ আমাকে মছীহ ও মাহদী স্বীকার করাই জেহাদের প্রশ্নকে অস্বীকার করা। (তবলীগে রেছালত ৭ জিল্‌দ ৫৭ পৃঃ)।

মওদুদী ছাহেবও এই আকীদা পোষণ করেন। তিনি এই আকীদার বশবর্ত্তী হইয়াই কাশ্মীরের যুদ্ধে যোগদান করাকে নাজাইয বলিয়াছিলেন। তবে তিনি এই আকীদাকে ভুল ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। (তরজমানুল কুরআন জুন ১৯৪৮ ইং ১১৯ পৃঃ) তাহার ভ্রান্তি এই ছিল যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে জেহাদ কয়েক প্রকার। (১) যখন কোন জাতি ধর্ম্ম বিনষ্ট করার জন্য আক্রমণ করে তখন ধর্ম্মকে রক্ষা করার জন্য যে যুদ্ধ করা যায় তাহাকে জেহাদে কবীর বলে (২) স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করা যায় তাহাকে জেহাদে ছগীর বলে। এমন জেহাদ সম্বন্ধে রছুলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি তাহার ধন, প্রাণ, ধর্ম্ম ও পরিবার সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেয় সে শহীদ হয়। জেহাদে যে প্রাণত্যাগ করে সে

শহীদ হয় ; এইজন্য ইহা মানিতে হইবে যে আল্লার রছুল এই প্রকার লড়াইকেও জেহাদ গণ্য করিয়াছেন। প্রভেদ শুধু ইহাই যে জেহাদে কবীর সমগ্র মুছলমান জাতির উপর ফরয হয় এবং জেহাদে ছগীর শুধু ঐ সমস্ত লোকের উপর ফরয হয় যাহাদের দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা হয়। মওদূদী ছাহেব ইহা চিন্তা করেন নাই যে কাশ্মীর সম্বন্ধে হিন্দুস্থানের সঙ্গে পাকিস্তানের কোন চুক্তি ছিল না। যখন বিভাগ হইয়াছিল সেই সময় ইংরেজ, হিন্দু এবং মুছলমান এই তিন জাতির মিলিত বৈঠকে এই মীমাংসা হইয়াছিল যে অঞ্চলে কোন জাতির আধিক্য হইবে এবং উহা স্বাধীনতা প্রাপ্ত সমধর্ম্মাবলম্বীদের অঞ্চলের সঙ্গে সংলগ্ন থাকিবে সেই অঞ্চলকে সমধর্ম্মাবলম্বীদের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কাশ্মীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছিল যে এই দেশ পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানের সঙ্গে পরামর্শ করার পর নিজেদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবে। কিন্তু কাশ্মীর এরূপ করে নাই এমং সংলগ্ন সমধর্ম্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল স্বীয় ধর্ম্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠবাসী রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সাধারণ নিয়মকে ভঙ্গ করিল। পাকিস্তানের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে হিন্দুস্থানের সহিত সংযুক্তির ঘোষণা করিল। হিন্দুস্থানও উহা স্বীকার করিয়া লইল। বস্তুতঃ কাশ্মীর সম্বন্ধে কোন চুক্তি ছিলনা বরং ত্রিজাতীয় সিদ্ধান্তকে হিন্দুস্থানই ভঙ্গ করিয়াছে অথচ যুদ্ধ হইতেছিল কাশ্মীরে হিন্দুস্থানে নয়। কাশ্মীর কোন চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রও ছিল না। এই কারণেই হিন্দুস্থানের কোন কোন অঞ্চল আক্রমণ করিলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান

হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও ইছলামী আইন ও আন্তর্জাতিক বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাকিস্তান হিন্দুস্থানের উপর আক্রমণ করে নাই। সুতরাং মওলানা মওদুদী ছাহেবের পাকিস্তানের প্রশংসা করা উচিত ছিল যে পাকিস্তান ইছলামের আইন ও আন্তর্জাতিক বিধান মান্য করিয়া নিজের স্বার্থের হানি করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছে। ইহা না করিয়া বরং পাকিস্তানের প্রতি দোষারোপ করতঃ কাশ্মীর যুদ্ধে যোগদান করাকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। মোটের উপর যে প্রশ্ন তিনি কাশ্মীর যুদ্ধের বিরুদ্ধে উপস্থিত করিয়া ছিলেন উহাই আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা অমুছলমান জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। যদি এই প্রশ্ন ভুল হয় তবে মওলানা মওদুদী ছাহেব কেন উহা পেশ করিলেন? আর যদি এই মছআলা ঠিক হয় তবে তিনি আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি কেন দোষারূপ করিলেন?

ছাহেবজাদা আবদুল লতীফ ছাহেবের শাহাদতের কারণঃ

মওলানা মওদুদী ছাহেব এক ইতালীয় ইঞ্জিনিয়ারের লিখা পেশ করিয়াছেনঃ—"ছাহেবজাদা আবদুল লতীফ ছাহেবকে শহীদ করা হইয়াছে এই জন্য যে তিনি জেহাদের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতেন।" এই কথার উদ্দেশ্যও এই জেহাদের যে ভুল শিক্ষা প্রচলিত ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি শিক্ষা দিতেন যাহা মওলানা মওদুদী ছাহেবও স্বীকার করেন। যদি তিনি জেহাদের প্রচলিত শিক্ষাকে ঠিক মনে করেন

তবে তিনি ঘোষণা করিয়া দিন যে পাকিস্তানে তাঁহার দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা হইলেই তিনি রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবেন। যদি এরূপ না করেন তবে উহাই প্রতিপন্ন হইবে যে তিনিও ইহা স্বীকার করেন যে যে কোন অমুছলমান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জাইয নহে। বরং যে অমুছলমান জাতি ইছলাম ধর্ম্মকে বিনাশ করার জন্য কোন মুছলমান রাজ্য আক্রমণ করে, অথবা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য কোন ইছলামী রাজ্য আক্রমণ করে অথবা কোন অমুছলমান গবর্ণমেণ্ট কোন সময় মুছলমানদের সত্ব দখল করিয়া নিয়াগিয়াছিল এবং তাহার সহিত কোন আপোষ মীমাংসাও ইতিপূর্ব্বে না হইয়া থাকে, সে সব ক্ষেত্রেই যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইতে পারে। আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা ইহার চেয়ে এক বিন্দুও কম বেশী বলেন নাই। শুধু আহমদী জমাতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মওলানা মওদুদী ছাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণ এই কথাকে ভুলভাবে প্রচার করিতেছেন যে আহমদী জমাআত জেহাদের বিরোধী। যদি আজ কোন রাষ্ট্র ইছলামকে বিনষ্ট করার জন্য কোন ইছলামী দেশ আক্রমণ করে তবে নিশ্চয় আহমদী জমাত তাহার আক্রান্ত ভাইদের সঙ্গী হইবে এবং ইহা দেখিবেনা যে তাহারা শিয়া অথবা ছুন্নী, খারিজী অথবা হানফী অথবা অন্য কেহ। যদি কোন অমুছলমান শক্তি মুছলমানদের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য তাহাদের রাজ্য আক্রমণ করে তাহা হইলে আহমদী জমাআত নিশ্চয় ইছলামী রাজ্যের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন থাকিবে তাহারা যে কোন সম্প্রদায়ের লোকই হউকনা কেন।

আফগানিস্তানের শহিদগণ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ধৃতি ঃ

অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে যে মওলানা মওদুদী ছাহেব এইস্থানে আলফযলের এক উদ্ধৃতি ভুল ভাবে নকল করিয়া সত্যের নীতি পদদলিত করিয়াছেন। তিনি ২৫ইং ২৩রা মার্চ্চ আলফযল হইতে "আমানে আফগান"এর যে উদ্ধৃতি আহমদী শহিদগণ সম্বন্ধে নকল করিয়াছেন যাহাতে আফগান গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রতি দোষারুপ করিয়াছেন যে তাহারা বৈদেশিক লোকের সঙ্গে চিঠি পত্রাদি প্রদান করিত। বিদেশী লোকের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান করা দোষনীয় নহে; স্বয়ং মওদুদী ছাহেবও বিদেশীদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার শেষ অংশ হইল :— "এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আরও অনুসন্ধানের পর প্রকাশ করা হইবে"—কিন্তু মওদুদী ছাহেব তাহার পুস্তিকায় এই এবারত নকল করেন নাই। এই এবারত স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে আফগান গবর্ণমেণ্ট তাহার দোষারোপের দাবীতে দৃঢ় নহেন এবং আরও অনুসন্ধানের ইচ্ছা রাখেন। যাহার পর বিস্তারিত ভাবে ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু মওদুদী ছাহেব উহা বাদ দিয়া শুধু এতটুকু লিখিয়া দিয়াছেন যে আফগানিস্তানের কতক আহমদী ভিন্ন দেশীয় লোকের সহিত পত্রাদির আদান প্রদান করিত। (যাহা এই ইঙ্গিত করিতেছে যে আফগানিস্তানের শত্রুদের সহিত চিঠিপত্রের আদান প্রদান করিত।) ইহা কি সততা? ইহাই কি ধার্ম্মিকতা? যে গবর্ণমেণ্ট আহমদিদিগকে প্রস্তরাঘাতে শহীদ

করিয়াছে সে বলিতেছে এখনও এই ঘটনার বিস্তারিত অনুসন্ধান হয় নাই, হইলে পর প্রকাশ করা হইবে এবং আলফযল এই এবারতও নকল করিয়াছে, উহার প্রতিবাদও করিয়াছে। কিন্তু মওদুদী ছাহেব আফগান গবর্ণমেণ্টের বয়ানের ঐ অংশকে বাদ দিয়াছেন যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই ঘটনার অনুসন্ধান এখনও পূর্ণ হয় নাই। আলফযলের প্রতিবাদকেও ত্যাগ করিয়াছেন। আফগান গবর্ণমেণ্ট এই সকল আহমদীকে কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অজুহাতে নয় বরং ধর্ম্মীয় মতভেদের দরুন হত্যা করার আদেশ দিয়াছিলেন। এই কথাও বাদ দিয়াছেন। যদি কোন রাজনৈতিক কারণ হইত তবে গবর্ণমেণ্ট আদালতের সামনে উহা উত্থাপিত করেন নাই কেন? যদি কোন চিঠিপত্র হস্তগত হইত তাহা হইলে এই ঘটনার পূর্ণ তদন্তের পর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হইলনা কেন? ইহা কি গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিলনা যে ঘোষণা অনুযায়ী অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করা। কিন্তু আফগান গবর্ণমেণ্ট কখনও তাহা করে নাই।

মনে হয় মওলানা মওদুদী ছাহেব আলফযল হইতে নকল করেন নাই বরং বরণী ছাহেবের কিতাব হইতে নকল করিয়াছেন। আমি বরণী ছাহেবের কিতাবের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। পাঁচটী উদ্ধৃতির আসল এখনও পাওয়া যায় নাই কিন্তু বাকী সকল উদ্ধৃতিই বরণী ছাহেবের কিতাব হইতে। বরণী ছাহেব যেখানে ভুল করিয়াছেন মওদুদী ছাহেবও সেখানে ভুল করিয়াছেন। কিন্তু বরণী ছাহেব এই উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নকল করিয়াছেন; কিন্তু মওদুদী ছাহেব এবারতের সেই অংশকে বাদ দিয়াছেন যাহা

দ্বারা বুঝা যায় যে এই দোষারোপ পাকা নহে বরং সন্দেহজনক। তিনি বরং এই প্রমাণ দিয়াছেন যে তিনি সততার যে মানদণ্ড পেশ করিয়া থাকেন তাহা বরণী ছাহেবের মানদণ্ড হইতে নিম্নতর। কারণ বরণী ছাহেব ধর্ম্মীয়নেতা না হওয়া সত্বেও যাহা করিয়াছেন মওদুদী ছাহেব তাহা করেন নাই।

বুখারার মুবল্লিগ মিয়া মুহাম্মদ আমীন খান ছাহেবের চিঠি ঃ

(খ) মিয়া মুহাম্মদ আমীন ছাহেব কাদিয়ানী মুবল্লিগের যে চিঠির উদ্ধৃতি মওলানা মওদুদী ছাহেব পেশ করিয়াছেন উহা রাশিয়া এবং ব্রিটিশের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে ছিল। ইহাতে মুছলমানদের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? তিনি লিখিয়াছেন "রাশিয়া এবং ব্রিটিশের সম্পর্কের দৃষ্টি ভঙ্গিতে আমি বৃটিশের স্বার্থকে উপরে স্থান দিয়াছি"। ইহাত অতি উত্তম কথা। ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে এবং ইহাতে মুছলমানদের কি ক্ষতি করিতে পারিত? তাহাদের প্রমাণ করা উচিত যে কোন্ যুদ্ধে বৃটিশ প্রথম আক্রমণ করিয়াছে? স্বয়ং কোন্ ইছলামী রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে এবং আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা বৃটিশকে সমর্থন করিয়াছেন অথবা আহমদী জমাআত ইংরেজকে সমর্থন করিয়াছে? বৃটিশ যখন আরবে প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিয়াছিল তখন আহমদী জমাআত উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। যখন ইংরেজ মক্কার শাসনকর্ত্তা শরীফ হুছায়নের সঙ্গে চুক্তি করতঃ উহা ভঙ্গ

করিয়াছিল এবং সমগ্র আরবকে এক করিতে তাহাকে সাহায্য করিলন তখন আহমদী জমাআতের ইমাম তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহাতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে যখনই ইংরেজ জাতি মুছলমানদের সঙ্গে ধোকাবাজি করিয়াছে, তাহাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তখনই আহমদী জমাআত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। কিন্তু যখন কোন মুছলমান শক্তি নিজেই অপর কোন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, যে ভাবে তুর্কী জাতি করিয়াছিল তখন আহমদী জমাআত ভারতের অন্যান্য ইছলামী জমাআত সহ সেই ইছলামী গবর্ণমেণ্টের এই কাজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে। যথা :— এরাক জয় করায় ভারতীয় সৈন্যের অনেক কিছু হাত ছিল। এই সৈন্যদলে মুছলমান ফৌজের বড় এক অংশ ছিল। হইতে পারে ইহাতে আহমদীর সংখ্যা শ দেড় শত ছিল। কিন্তু হাজার হাজার দেওবন্দী, বেরেলবী, ছুন্নী, আহলেহদীছ ছিলেন ; এমন কি আহলেহদীছের নেতা ছুলতান ইব্‌নে ছউদ রিয়াজের শাসনকর্ত্তা ইংরেজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন গোলাগুলি নিক্ষেপ করেন নাই। বরং তিনি সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের শাসনাধীন অঞ্চল আক্রমণ করিয়া নিজের রাজ্যভুক্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে মক্কার শরীফ হুছায়ন এবং পেলেষ্টাইন, সিরিয়া ও লেবাননের মুছলমানও তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ইংরেজদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই সময় ঐ সকল দেশে কোন আহমদী বাস করিতেছিল কি ? ছোলতান ইব নে ছউদ কি আহমদী ছিলেন ? সিরিয়া এবং লেবাননের

প্রধানগণ কি আহমদী ছিলেন ? যাহারা তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা সবাই কি আহমদী ছিল ? তুরস্কের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মুছলমান-দের যুদ্ধ করার কারণ ছিল তুরস্কের পক্ষ হইতে প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় আরবদের তুরস্কের অধীনতা পাশ ছিন্ন করাও আর এক কারণ ছিল। যদি পাঁচ ছয় লক্ষ গয়রআহমদী মুছলমান তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফলে ইছলাম হইতে খারিজ না হইয়া থাকে, জেহাদের অস্বীকারকারী না হইয়া থাকে, এবং যে সমস্ত আলিম আমাদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া দিতেছেন তাহারা সেই সময় নীরব থাকিয়া থাকেন বরং ছুলতান ইব্‌নে ছউদ ও শরীফ হুছায়নের প্রশংসা করা সত্বেও কাফির না হইয়া থাকেন হত্যার যোগ্য না হইয়া থাকেন তবে দেড়শত আহমদী যুদ্ধে যোগদান করার দরুণ কেন হত্যা ও গর্দ্দন মারার যোগ্য হইয়া গেলেন ? জেহাদের অস্বীকারকারী গণ্য হইয়া গেলেন ? ইছলাম হইতে পশ্চাৎবর্ত্তী সাব্যস্থ হইয়া গেলেন ? দেড়শত দুইশত আহমদী কি তুর্কীকে এরাক হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিত ? দুইশত আহমদী কি ইব্‌নে ছউদকে তুরস্কের এলাকার উপর আক্রমণ করিয়া কিয়দংশ স্বরাজ্যে ভুক্ত করার জন্য বাধ্য করিতে পারিত ? যে দুইশত আহমদী এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহারা কি শরীফ হুছায়নকে বাধ্য করিয়া সমগ্র হেজাজকে তুরস্কের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মন করিতে পারিত ? এই দুইশত আহমদীর কি এমন কোন কর্ত্তৃত্বছিল যে তাহারা পেলেষ্টাইন, সিরিয়া এবং লেবাননের মুছলমান-দিগকে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে পারিত ? যদি

ইহা না হয় এবং কখনও ইহা নহে তবে খোদার ওয়াস্তে মিথ্যা বলিয়া বলিয়া ইছলামকে দুর্ণাম দিবেন না এবং মানুষকে একথা বলার সুযোগ দিবেন না যে ইছলামের আলিমগণও এতটুকু সত্য বলিতে পারে না যতটুকু অন্যান্য জাতির সাধারণ লোক বলিতে পারে। যদি এই দুইশত জনের কার্য্যের ফলে আহমদিগণ নিশ্চিত ভাবে হত্যার যোগ্য হইয়া থাকে তবে যে সমস্ত গয়রআহমদী আলিম, রইছ, আমীর ও তাহাদের সম্প্রদায়ের মুছলমানগণ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন তাহাদিগকে প্রথমে হত্যা করুণ।

প্রত্যেক বিপদের সময়েই নিজেরা ঘরে লুকাইয়া থাকিবেন এবং ইছলামের সমর্থনে অঙ্গুলি সঙ্কেত পর্য্যন্ত করিবেন না। কিন্তু বিপদ চলিয়া যাওয়ার পর আহমদীদের বিরুদ্ধে আপত্তি উথাপন করা কি বাহাদুরী না কাপুরুষতার পরিচায়ক ?

আরবদের সম্বন্ধে আহমদী জমাআতের ইমামের মমত্ববোধঃ

মুছলমানদের সম্বন্ধে আহমদী জমাআতের কার্য্য প্রণালী জমাআতের ইমামের নিম্নোক্ত বিবৃতি হইতে নিশ্চিতভাবে অবগত হইতে পারা যায়ঃ

"আজ হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লর্ড চেমস্ ফোর্ড ভারতের ভাইসরয় ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে হৈচৈ আরম্ভ হইয়াছিল যে ইংরেজ কোন কোন আরব প্রধানকে আর্থিক সাহায্য দান করিয়া নিজের প্রভাবাধীন করিতে চায়। যখন এই আন্দোলন প্রবল হইয়া

উঠিল তখন ভারতায় কর্ত্তৃপক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল যে "আমরা আরব প্রধানদিগকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য দান করিনা।" ইহাতে মুছলমানরা সন্তুষ্ট হইয়া গেল যে আরব প্রধানদিগকে আর্থিক সাহায্য দানের কথার প্রতিবাদ হইয়াছে। কিন্তু আমি ঘটনার তদন্ত করিয়া অবগত হইলাম যে যদিও ভারত গর্ণমেণ্ট আরব প্রধানদিগকে আর্থিক সাহায্য দান করেন না বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় এরূপ সাহায্য দান করিয়া থাকেন। যথাঃ সুলতান ইবনে ছউদকে ৬০ ষাইট হাজার পাউণ্ড দেওয়া হয় এবং কিছু অর্থ শরীফ হুছায়নকেও দেওয়া হয়। যখন এসম্বন্ধে আমার সম্যক অবগতি লাভ হইল তখন আমি লর্ড চেমস্ ফোর্ডকে লিখিলাম যে শাব্দিক দিক দিয়া আপনার ঘোষণা যদিও ঠিক কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ঠিক নহে। কারণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইবনে ছউদ এবং শরীফ হুছায়নকে এই পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। এবং ইহা সন্দেহাতীত যে মুছলমান জাতি আরবের উপর ইংরেজের কোন প্রকার আধিপত্য পছন্দ করিতে পারে না। ইহার উত্তরে তাঁহার চিঠি আসিল (তিনি একজন ভদ্র স্বভাব লোক ছিলেন) যে এই ঘটনা সত্য কিন্তু ইহার প্রচার দ্বারা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করায় লাভ কি? আমি আপনাকে আশ্বাস দান করিতেছি যে আরব জাতিকে প্রভাবাধীন রাখা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কখনও ইচ্ছা নহে। বস্তুতঃ আমি সর্ব্বদাই আরবজাতির ব্যাপারে আগ্রহের সহিত তত্ব অবগত হইয়া আসিতেছি। যখন তুর্কী আরবদের উপর হাকিম ছিল তখন আমি তুর্কীদের পক্ষে ছিলাম। যখন শরীফ হুছায়ন হাকিম হইলেন,

তখন লোক তাঁহার শক্ত বিরোধী ছিল কিন্তু আমি বলিয়াছি এখন অশান্তি উপদ্রবকে প্রসারিত করা উচিত নহে। যাহাকে খোদা হাকিম করিয়া দিয়াছেন তাহাকে মানিয়া নেওয়া উচিত। তাহা হইলে আরবে নিত্য নূতন অশান্তি উপদ্রবের সৃষ্টি হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহার পর নজাদীগণ হুকুমতের মালিক হইল। ইহাতে জনসাধারণ হৈ-চৈ আরম্ভ করিল যে তাহারা কবরের উপর নির্ম্মিত অনেকগুলি গুম্বজ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং অনেকগুলি নিদর্শনের অপমান করিয়াছে। আহলে হদীছগণ আহমদীদের বড় শত্রু, তথাপি আমি ইবনে ছউদের সমর্থন করিয়াছি শুধু এই জন্য যে মক্কাশরীফে প্রত্যহ যুদ্ধ বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। মক্কায় আহমদিগণকে অনেক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, আহমদীরা হজ্জের জন্য গমন করিয়াছে, তাহাদিগকে মারধর করা হইয়াছে। কিন্তু আমি আমাদের ন্যায্য প্রাপ্যের জন্যও প্রতিবাদ উত্থাপন করি নাই। কারন আমি চাহি নাই যে তথায় অশান্তি উপদ্রবের সৃষ্টি হউক। আমার একথা স্মরণ আছে যখন মওলানা মুহাম্মদ জওহর মক্কা মুকররমায় অনুষ্ঠিত মুতমরে আলমে ইছলামী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন তিনি ইবনে ছউদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। শিমলায় এক আমন্ত্রণ উপলক্ষে আমরা সকলে একত্রিত হইয়াছিলাম। তখন তিনি ক্রমাগত তিন ঘণ্টাকাল এই বিষয়ে আলোচনা চালাইয়া ছিলেন। তিনি বারবার আমার দিকে মুখ করিয়াছেন এবং আমি বলিয়াছি মওলানা ছাহেব আপনি তাঁহার অত্যাচারের কথা যতই বলুন না কেন যখন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ-তাআলা হেজাযের বাদশাহ বানাইয়া দিয়াছেন

তখন আমি ইহাই বলিব যে আমাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল এই বিষয়ে নিবদ্ধ থাকা চাই যেন মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের অলি-গলিতে কোন প্রকার অশান্তি উপদ্রব ও যুদ্ধ বিগ্রহ না ঘটে। এবং যে গোলযোগ এখন চলিতেছে তাহা যেন প্রশমিত হয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা হইলে এই পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তায় কোন ব্যাঘাত ঘটিবেনা। (আলফযল ২৩ জিলদ ৫৫ সংখ্যা ৩রা সেপ্টেম্বর ৩৫ইং ৯।১০)।

অমুছলমান রাজ্যসমূহে আহমদী জমাআত কোন্ জেহাদের আসক্তিকে হ্রাস করার জন্য তবলীগ করিতেছেন ঃ

মওলানা মওদুদী ছাহেব বলিয়াছেন যে আহমদী জমাত ইংরেজদের সন্তুষ্ট করার জন্য তবলীগ করিত। ইহার উত্তর হইল যদি আহমদী জমাআত জেহাদের শিক্ষাকে দুর্ব্বল করার জন্য ইছলামী দেশসমূহে তবলীগ করিত তবে পূর্ব্ব আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণ, প্রভৃতি দেশে কেন তবলীগ করিতেছিল এবং এখনও করিতেছে। সেখানেও কি জেহাদের শিক্ষা প্রচলিত আছে যে ইহাকে হ্রাস করার জন্য আহমদীরা তবলীগ করিতেছে অথবা ঐ সমস্ত জাতিও ইংরেজের সমর্থক সেইজন্য তাহাদের সাহায্য পাওয়ার জন্য আহমদীরা তবলীগ করিয়া থাকে ?

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মন্ত্রীর কৈফিয়ৎ তলব ঃ

যদি মওলানা মওদুদী ছাহেবের মত আলিমদের প্রচারের ফলে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া থাকে এবং স্বীয় মন্ত্রীর জওয়াব চাহিয়া থাকে এই অজুহাতে যে আহমদীরা ইংরেজদের এজেণ্ট সুতরাং তুমি তাহাদের সভায় কেন যোগদান করিয়াছিলে ? তাহা হইলে উহা জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের জ্ঞানের স্বল্পতা ও বুদ্ধির ত্রুটী ছিল। আহমদীদের বিরুদ্ধে উহা কি ভাবে প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে ?

মওলানা মওদুদী ছাহেবকে খোদার প্রদত্ত শাস্তির শর্ত্তে শপথ গ্রহণের জন্য আহ্বান ঃ

আমি প্রমাণ করিয়াছি যে যখনই কোন স্থানে মুছলমানদের স্বার্থের উপর ইংরেজরা প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছে আহমদী জমাআত উহাকে না পছন্দ করিয়াছে। আহমদীরা এমন সব দেশে গিয়া তবলীগ করিয়াছে, লোককে ইছলামে দীক্ষিত করিয়াছে যেখানে জেহাদের কোন প্রশ্নই ছিলনা এবং এমন অঞ্চল ও বিদ্যমান আছে যেখানে মুছলমানদের সংগঠন আহমদীদের হাতে হইয়াছে এবং তাহাদিগকে খৃষ্টীয় প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

আমাদের এই দাবীর সত্যতা পরীক্ষার মাত্র দুইটী উপায় আছে। প্রথমতঃ কোন কমিশন সেই সমস্ত অঞ্চলে যাক ; সেখানকার লোকদের

সাক্ষ্য গ্রহণ করুক। দ্বিতীয়তঃ মওলানা মওদুদী ছাহেব এবং তাঁহার সঙ্গিগণ খোদার আযাবে গ্রেফতার হওয়ার শর্ত্তে শপথ গ্রহণ করুণ যে আহমদীরা ইংরেজের এজেণ্ট ছিল এবং ইংরেজের ইঙ্গিতে কার্য্য করিত। যদি মওদুদী ছাহেব এবং তাঁহার সঙ্গিগণ এই দাবীতে মিথ্যুক হন তাহা হইলে খোদা তাহাদের উপর, তাহাদের আওলাদের উপর, তাহাদের স্ত্রীগণের উপর গযব নাযিল করিবেন, স্বীয় অভিসম্পাত নাযিল করিবেন এবং ইহার মুকাবিলায় আহমদী জমাআতের ইমাম শপথ করিবেন যে আহমদী জমাআত সর্ব্বদাই ইছলামী শিক্ষাকে স্বীকার করিয়া আসিতেছে কুরআন ও হদীছ যে জেহাদি শিক্ষা দিয়াছে উহাকে সঠিক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদের ইছলাম প্রচার ইংরেজকে সন্তুষ্ট করার জন্য ছিলনা এবং তাহাদের ইঙ্গিতেও ছিলনা বরং খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের শক্তিকে চূর্ণ করার এবং ইছলামকে প্রভাবশালী করার জন্য ছিল। যদি তাহারা মিথ্যুক হইয়া থাকে তাহা হইলে আল্লাহ তাহাদের উপর, তাহাদের আওলাদের উপর, তাহাদের স্ত্রীগণের উপর গযব নাযিল করিবেন, স্বীয় অভিসম্পাত নাযিল করিবেন।

মওলামা মওদুদী ছাহেব কি স্বীয় সঙ্গিগণ এবং অন্য ফেরকার আলিমগণকে বর্ণিত শপথ গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত করিতে পারিবেন? আমি জানি মওলানা মওদুদী ছাহেব, তাঁহার জমাআত এবং তাঁহার সঙ্গী আলিমগণ এই শপথ করার জন্য প্রস্তুত হইবেন না। যদি হন আল্লার শাস্তি তাহাদের উপর নাযিল হইবে এবং আহমদী জামাআত এই শপথ করার জন্য অবিলম্বে প্রস্তুত হইবে। কারণ

তাহাদের ইমামের পক্ষ হইতে এইরূপ ঘোষণা হইয়াছে এবং যদি তাহারা এরূপ করে তবে খোদার সাহায্য তাহারা প্রাপ্ত হইবে কারণ তাহারা সত্য শপথ গ্রহণ করিবে।

আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা কি চাহিতেন যে স্বাধীন মুছলমান জাতিগুলিও ইংরেজের গোলাম হইয়া যাক ?

মওলানা মওদুদী ছাহেব আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার কয়েকটী উদ্ধৃতি পেশ করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে তিনি ইংরেজদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ও খৃষ্টানদের সমর্থক ছিলেন। আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার নবুওতের দাবী করার উদ্দেশ্য ছিল মুছলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। তিনি জানিতেন যে এই বিভেদ সৃষ্টি করার দরুণ মুছলমানদের নিকট কোন আশ্রয় পাইবেন না। এই জন্য স্বাধীন মুছলমান জাতিগুলিও ইংরেজের গোলাম হইয়া যাক এই প্রচেষ্টা করিতে থাকেন। (উর্দ্দু কাদিয়ানী সমস্যা ৩৭ পৃঃ)। মওলানার উপরোক্ত দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা।

জমাআতে আহমদীয়া সর্ব্বদা মুছলিম রাষ্ট্রগুলির সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন ঃ

আমি উপরে দেখাইয়াছিযে আহমদি জমাআত কখনও এইরূপ শিক্ষা প্রচার করে নাই যে স্বাধীন মুছলিম রাষ্ট্রসমূহ ইংরেজের তাবেদার হইয়া

যাক। বরং যখনই ইংরেজ শক্তি প্রথমে আক্রমণ করিয়াছে এবং ইছালামী রাষ্ট্রগুলিকে দুর্ব্বল করার চেষ্টা করিয়াছে তখনি আহমদী জমাআত মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে, উহাদের সমর্থন করিয়াছে। তুর্কী জাতি পরাজিত হওয়ার পর যখন সেইদেশে ইংরেজগণ অন্যায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছিল সেই সময়ও আহমদী জমাআত মুছলমানদের সঙ্গী হইয়াছিল। আহমদী জমাআতের ইমামের এক পুস্তিকার কিছু এবারত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি উহা তুর্কী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মুছলমানদিগকে পরামর্শ দান করিতে লিখিয়াছিলেন।

"ইহা নিশ্চিত যে সমগ্র মুছলিম জগৎ তুর্কীদের ভবিষ্যতের দিকে আক্ষেপ ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে। ইহাও সত্য যে তাহাদের রাষ্ট্রশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া অথবা তাহাদের অধাকারকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়াতে তাহাদের মনে দারুণ ব্যথা লাগিবে। কিন্তু ইহার কারণ স্বরূপ এইকথা বলা যে তুর্কী খলী-ফাতুল মুছলিমীন ছিলেন ইহা ঠিক নহে। কারণ অনেক মুছলমান তাহাদিগকে খলীফাতুল মুছলিমীন স্বীকার করে না। তবুও তাহারা তুর্কীদের প্রতি সহানুভূতি রাখেন। ইহা ছাড়াও আমার মতে এরূপ সঙ্কটের সময় যখন ইছলামের বাহ্যিক শান শওকত গুরুতর রূপে বিপন্ন, তখন এই বিষয়কে এমন ভাবে উপস্থিত করা যাহাতে শুধু একই মতবাদের লোক উহাতে শরীক হইতে পারিবে ইহা রাজনৈতিক নিয়ম-নীতিরও বিপরীত। ভারতের মুছলমানদের একটী বিশেষ অংশ শিয়া সম্প্রদায়। তাহাদের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকগণ ব্যতীত

সকল শিক্ষিত ও বিচক্ষণ লোক তুর্কীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। কিন্তু তাহারা কোন মতেই তুরস্কের সুলতানকে খলীফাতুল মুছলিমীন বলিয়া মানিয়া নিতে প্রস্তুত নহে। এইভাবে আহলে হদীছের কোন কোন লোক খেলাফতে উছমানিয়াকে মানিতে পারে কিন্তু নিজেদের মূলনীতি অনুসারে তাহারা প্রকৃত পক্ষে তুর্কী সুলতানকে খলীফাতুল মুছলিমীন মানেনা। (এই ঘোষণার পর আহলে হদীছদের পক্ষ হইতে বিজ্ঞতি প্রচার করা হইয়াছে যে তাহারা তুরস্কের বাদশাহকে খলীফাতুল মুছলিমীন মান্য করে না)। আমাদের আহমদী জমাআত এই কথা কখনই মানিয়া নিতে পারে না। কারণ তাহাদের নিকট হযরত রছুলে করীম (দঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁহার সত্যতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতঃ মুছলমান জাতির উন্নতি ও দৃঢ়তা বিধান করার উদ্দেশ্যে অল্লাহতাআলা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)কে এই যুগে প্রতিশ্রুত মছীহ ও মাহদীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার তাবেদার ব্যতীত অন্য কেহ খেলাফতের আসনে সমাসীন হইতে পারে না। এই তিন ফেরকা ছাড়াও অন্যান্য ফেরকা আছে যাহারা খেলাফতে উছমানিয়াকে মানেন না। এমন কি আহলে ছুন্নত ওল জমাআতের একদল খেলাফতে উছমানিয়াকে মানেন না। নতুবা কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে যে এক ব্যক্তিকে নবী করীম (দ) এর সত্য প্রতিনিধি স্বীকার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে?

সুতরাং তুর্কীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সমগ্র মুছলিম জগতের সম্মিলিত অভিমত প্রকাশ করার জন্য এমন নীতি অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে সকল দল মানিয়া নিতে পারে। কারণ এমন নীতি

অবলম্বিত না হইলে দুর্ব্বলতা ও পঙ্গুতা ব্যতীত অন্য কোন ফল হইবেনা।

আমার মতে এই ভিত্তি শুধু ইহা হওয়া চাই যে এমন এক মুছলমান রাজ্যকে যাহার সুলতানকে মুছলমানদের এক অংশ খলীফা মান্য করে উহাকে ধ্বংশ করিয়া দেওয়া অথবা সামন্ত রাজ্যে পরিণত করা এক গর্হিত কার্য্য যাহা মুছলমানদের প্রত্যেক সম্প্রদায় ঘৃণা করে; এমন কি উহা কল্পনা করিতেও তাহাদের অসহ্য হয়। মুছলমানদের সকল দল উহাতে যোগদান করিতে পারিবে। যদিও তাহারা তুর্কী খেলাফতকে স্বীকার করে না এবং যদিও এক ফিরকা অন্য ফিরকাকে কাফির মনে করিয়া থাকে। সকলই এই নীতির উপর একত্রিত হইয়া এক বাক্যে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করিতে পারিবে। কারণ একদল অপর দলকে কাফির মনে করিলেও সকল দলই জগতের নিকট মুছলমান বলিয়া পরিচিত এবং ইছলামের বাহ্যিক প্রতিপত্তি ও গৌরবের উপর আঘাত পড়িলে সকল দলের উপরই সমভাবে প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে।

উপযুক্ত পরামর্শের পর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি কাউন্সিল নির্ব্বাচিত করা আবশ্যক। ইহার কর্ত্তব্য হইবে তুর্কী গবর্ণমেণ্টের প্রতি সহানুভূতিকে কার্য্যে পরিণত করা। শুধু সভা সমিতি করা এবং বক্তৃতা দেওয়া দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। টাকা সংগ্রহ করা, বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা প্রচার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। বরং নিয়মিত ভাবে আইনানুযায়ী সকল দেশে প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে।

সফলতার আশা পোষণ করিলে ইছলাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ

কতক লোক ফ্রান্সে রাখিতে হইবে, কতক লোক আমেরিকা যাইতে হইবে এবং সেখানে পত্রিকা ও পুস্তিকার মারফত ইছলাম সম্বন্ধে সেখানকার লোককে অবগত করাইতে হইবে। সমস্ত দেশে ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতিও তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে যে তুর্কী জাতির সঙ্গে যে আচরণ করা হইতেছে তাহা ন্যায় সঙ্গত নহে। যদি আপনারা ইছলামের সম্মান ও মুছলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইহা বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত হন তবে এই কাজের উপযোগী লোক আমি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। ফ্রান্স এবং তুর্কীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের মারফত এই কার্য্য চালাইয়া যাইতে হইবে। (তুর্কীর ভবিষ্যৎ এবং মুছলমানদের কর্ত্তব্য; আলফজল ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ ইং)।

হেজাযের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আহমদী জমাআতের দাবী :

এইভাবে যখন ইংরেজরা হেজাযের স্বাধীনতার পথে বাধার সৃষ্টি করিতে লাগিল তখনও আহমদী জমাআতের ইমাম ইহার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯২১ ইং ২৩ শে জুন তারীখে শিমলায় যখন আহমদী জমাআতের পক্ষ হইতে ভারতের বড়লাট লর্ড রিডিংকে মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল উহাতে হেজাযের স্বাধীনতার দাবী বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল। এই মানপত্রের কোন কোন অংশের এবারত নিম্নরূপ ছিল :

আমাদের সামনে ইহার চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হেজাযের স্বাধীনতায় যেন কোন প্রকার বিকলতা দেখা না দেয়। যখন হইতে হেজাযের স্বাধীনতার সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে প্রত্যেক মুছলমানের অন্তরে এই প্রশ্ন উঁকি মারিতেছে যে তুর্কীদের হাত হইতে এই দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্য কি ইহাই যে উহা অনাবাদ অঞ্চল হওয়ার দরুন উহার আয় কম হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট চালাইবার জন্য উহাকে অন্যান্য জাতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাই কোন পাশ্চাত্য শক্তি উহাকে সাহায্য দান পূর্ব্বক নিজের প্রভাবাধীন করিয়া লইবে ?

রয়টার গত কয়েকদিন যাবৎ যে সকল সংবাদ পরিবেশন করিতেছে উহাতে ঔপনিবেশিক মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের এক স্কীমের উল্লেখ রহিয়াছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে যদি হেজায গবর্ণমেণ্ট স্বীয় বৈদেশিক সম্পর্ক বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পর্য্যবেক্ষনাধীনে দিয়া দেয় এবং নিজে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হেজায গবর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য দান করিবে।

ইহাদ্বারা তিনটী সন্দেহের উদ্রেক হয় যাহা দূর করার জন্য হোমগবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জনাবের কর্ত্তব্য।

(১) এই স্কীম ঔপনিবেশিক মন্ত্রী প্রস্তুত করিয়াছেন ; স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের সহিত যাহার কোন সম্পর্ক নাই।

(২) বৈদেশিক সম্পর্ক অপর কোন শক্তির হাতে অর্পণ করা স্বাধীনতার পূর্ণ পরিপন্থী।

(৩) আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলার শর্ত্ত স্বাধীনতার মর্ম্মকে আরও অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। ইহাত গবর্ণমেণ্টের মৌলিক কার্য্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই শর্ত্ত আরোপ করার ইহাই অর্থ দাঁড়ায় যদি কোন সময় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন বৃটিশের অধিকার হইবে সেখানকার গবর্ণমেণ্টকে পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া অথবা উহার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করা অথবা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা। প্রকৃত পক্ষে এই প্রকার স্বাধীনতা কোন স্বাধীনতাই নহে। ইহা সম্পূর্ণ পরাধীনতা। প্রভেদ শুধু এতটুকু যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সরাসরিভাবে হেজাযে শাসনদণ্ড পরিচালন করিবেনা বরং একজন মুছলমান ছরদারের মাধ্যমে গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিবে। যদি হেজায গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নিজের সংরক্ষণ করিতে অপারগ হয়, তবে যে সমস্ত শর্ত্তানুসারে মিঃ চার্চ্চিল উহাকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হাতে দিতে চাহিতেছেন সেই সমস্ত শর্ত্তানুযায়ী উহাকে তুরস্কের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। আমরা আশা করি জনাব এই ভুল পদক্ষেপের মারাত্মক পরিণাম সম্বন্ধে হোম-গবর্ণমেণ্টকে অনতিবিলম্বে অবহিত করিয়া দিবেন এবং ইহার ফল কি দাঁড়ায় তাহা যথাশীঘ্র প্রকাশ করিবেন। (আলফযল ৯ জিলদ ১ম সংখ্যা ৪ঠা জুলাই ১৯২১ইং)।

এইভাবে আহমদী জমাআতের ইমাম ১৯২১ ইংরেজীতে তাঁহার এক বক্তৃতায় এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন : "আমি সম্পর্ক শূন্য এবং পৃথক হওয়া সত্ত্বেও মিত্র শক্তির পক্ষ হইতে তুর্কীদের সঙ্গে চুক্তি করার ব্যাপারে যে সমস্ত ভুল হইয়াছিল তাহা সংশোধন করার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছি।

ফলে এই সমস্ত পরামর্শ অনুযায়ী থ্রেছ্ এবং স্মার্নার ব্যাপারে পরবর্ত্তী চুক্তি অনেকটা সংশোধন করা হইয়াছিল। আমি আরবদের সম্বন্ধে বলিয়াছি যে তাহারা ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন ভাষী। তাহারা স্বাধীন থাকিতে চায়, তাহাদিগকে তুর্কীর অধীনেও রাখা উচিত নহে এবং মিত্রশক্তিও যেন অধীনতায় আনয়ন না করে। বস্তুতঃ আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ছিল তাহা আমি পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিয়াছি। গবর্ণমেণ্টের নিকট চিঠিপত্র লিখিয়াছি। আমি গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত ভুল প্রদর্শন করিয়াছি উদারতার সহিত তাহারা কোন কোনটা মানিয়া নিয়াছে এবং ঐগুলির সংশোধনের জন্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। আমি মাননীয় পাঞ্জাব গবর্ণরের নিকট স্মারক লিপি প্রেরণ করিয়াছি গবর্ণর জেনারেলের নিকটও লিখিয়াছি। লণ্ডনে আমার মুবল্লিগদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছি তাহারা যেন তুর্কীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করা সম্বন্ধে ব্যবস্থাবলম্বন করেন। আমেরিকাতে আমার মুবল্লিগ প্রেরণ করিয়াছি। ইছলাম প্রচার ছাড়াও তাহারা যেন তুর্কীদের সম্বন্ধে সেদেশের লোকের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্তধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা দূর করেন। তাহারা তথায় ইছলাম প্রচার ছাড়াও এই কার্য্য করিতেছেন এবং অনেক পত্রিকাতে তুর্কীদের সমর্থনে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মোটের উপর তুর্কীদের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য থাকা সত্বেও শুধু ইছলামের নামের সঙ্গে শরীক থাকার দরুণ আমাদের পক্ষ হইতে এতদূর প্রচেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তুর্কীরা আমাদের জন্য কি করিয়াছে? যখন আমাদের কোন লোক

তাহাদের এলাকায় গিয়াছে তখন তাহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। (আলফযল ৮জিলদ ৭৬।৭৭ সংখ্যা ১৪/১৪ এপ্রিল ১৯২১ ইং ৫ পৃঃ)

অতঃপর যখন মক্কারশরীফের উপর ইবন্ ছউদ আক্রমণ করিলেন তখনও আহমদী জমাআতের ইমাম "হজ্জে বয়তুল্লাহ ও ফিৎনায়ে হেজায" নাম দিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধের অংশবিশেষ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

যেহেতু তুর্কী গবর্ণমেণ্টের নব পর্যায়ে আরবদের উপরে কঠোর অত্যাচার করা হইত ; তাহাদিগকে উচ্চ পদে নেওয়া হইতনা ; আরবী ভাষাকে তুলিয়া দেওয়া হইল। ছুলতান আবদুল হামীদ খানের সময় আরব গোত্রদিগকে যে সাহায্য দান করা হইত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ; এইজন্য আরবেরা পূর্ব্ব হইতে তুর্কীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেছিল। কোন কোন সিরিয়াবাসী সমাজ পতি মক্কাশরীফের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত আলাপ আলোচনার পর মিত্র শক্তির পক্ষাবলম্বন করার জন্য এই শর্ত্তে প্রস্তুত হইয়া গেল যে সমগ্র আরবকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া তাহাদিগকে একত্রীভূত করা হইবে। সেই সময় একমাত্র মক্কা শরীফই প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিতে পারিত। এইজন্য তাঁহাকে এই আশ্বাস দান করা হইয়াছিল। তিনিও আশান্বিত হইয়াছিলেন যে তাহাকেই সমগ্র আরবের বাদশাহ নিযুক্ত করা হইবে। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মক্কার শাসক শরীফ হুছায়ন মিত্র শক্তির সহিত মিলিত হইয়া গেলেন। এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। ইহা ১৯১৬ ইংরেজীর জুন মাসে হইয়াছিল। সেই সময় মিত্র শক্তির সাহায্যের

জন্য আরবগণের দণ্ডায়মান হওয়া প্রমাণ করিতেছে যে তাহারা অতিশয় নিপুনতার সহিত নিজেদের স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রকাশিত হইতেছে মিত্রশক্তিকে তাহাদের সাহায্য দান চরম ত্যাগেরই প্রতীক। তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা মিত্রশক্তির অতীব কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ ১৯১৬ ইং মাহে জুন শরীফ হুছায়ন তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং যুদ্ধের পর সিরিয়ার শাসনভার তাঁহার পুত্র আমীর ফয়ছলের হাতে অর্পিত হইল। এরাক এবং পেলেষ্টাইনের মধ্যবর্ত্তী ভুভাগের শাসনকর্ত্তা শরীফের পুত্র আবদুল্লাহকে নিমুক্ত করা হইল। হেজাযের শাসন ক্ষমতা স্বয়ং শরীফ হুছায়ন প্রাপ্ত হইলেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্স সিরিয়া দাবী করিল এবং ইংরেজরা এই অঞ্চল ফ্রান্সকে দিয়া দিল। ফ্রান্সের ইচ্ছা ছিলনা সিরিয়া স্বাধীন হউক। আমীর ফয়ছলের উদ্দেশ্য সেই সময় অতি মহান ছিল। তিনি সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন। ফ্রান্সের প্রতিনিধির সহিত তাঁহার মতভেদ আরম্ভ হইল। অবশেষে তাঁহাকে সিরিয়া ত্যাগ করিতে হইল। ইহার বিনিময়ে ইংরেজ তাঁহাকে এরাক অর্পণ করিল। রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে আরবদের ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্খার মূলে ইহা এক বড় আঘাত পড়িল। কারণ সিরিয়ার স্বাধীনতা বহু পশ্চাতে চলিয়া গেল এবং সিরিয়ার সংযুক্তি ব্যতিরেকে আরবের একত্রিকরণ অসম্ভব। ..... ইতিমধ্যে নূতন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে লাগিল। মিশরের ইংরেজ প্রতিনিধি শরীফ হুছায়নের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে যুদ্ধের পর স্বাধীন আরবকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি সেই প্রতিজ্ঞা

পূর্ণ করার জন্য জোর দিতে লাগিলেন। এই দিকে আরব ত্রিশক্তির প্রভাবাধীনে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শরীফের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল যে তাঁহার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইয়াছে। শরীফ হুছায়ন দেখিলেন যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইলনা, ইংরেজ সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠনে পশ্চাৎপদ হইয়া গিয়াছে। ঐদিকে মোছলেম জগৎ তাঁহার কার্য্যকলাপে অসন্তুষ্ট তখন তিনি মনস্থ করিলেন যে ইংরেজের সঙ্গে আর সদ্ভাব রাখিবেন না এবং এইভাবে ইছলামী জগৎকে সন্তুষ্ট করিবেন। সিদ্ধান্ত করার পর তিনি ইংরেজের সহিত চুক্তিনামায় দস্তখত করিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে ইংরেজের সাহায্য বন্ধ হইয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া আমীর ইবনে ছউদ হেজাজের একটী অংশের দাবী করিয়া বসিলেন। শরীফ হুছায়ন তাহা দিতে অসম্মত হইলেন এবং ফলে তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে তিনি লিখিয়াছেন যদি শরীফ হুছায়ন নিজকে সংশোধন করিয়া লন, তুর্কীদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া নেন, ওহাবীদের প্রতি অত্যাচার ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ মযহবী স্বাধীনতা দান করেন এবং মুছলিম জগৎ তাঁহার নিকট অজ্ঞতা প্রসূত দাবী দাওয়া উত্থাপন না করেন তাহা হইলে তাঁহার হাতে আরবের সম্মিলিত হওয়া আনুপাতিকভাবে অধিকতর সহজসাধ্য হইয়া যাইবে। আলফযল ১২ জিলদ ১৩৫—১৪০ সংখ্যা ৯ জুন ১৯২৫ইং, ২০ জুন ২৫ইং)।

এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে দিবালোকের মত প্রকাশ হইয়া উঠে যে যখনই কোন ইছলামী দেশ এবং মুছলমানদের স্বার্থের সহিত

ইংরেজদের সংঘর্ষ হইয়াছে তখনই আহমদী জমাআত মুছলিম রাষ্ট্র ও মুছলমানদের সমর্থন করিয়াছে। এবং আহমদীকে কাফির সম্বোধন-কারী অনেক আলিমও দলের অগ্রে রহিয়াছে। ইহা সত্বেও আহমদিদিগকে মুছলমানদের শত্রু বলা অতিশয় অবিচার, অতীব অধার্ম্মিকতা এবং নিরতিশয় লজ্জাহীনতার পরিচায়ক। তাছাড়া এই কথা বলা যে আহমদীরা ইছলামী রাষ্ট্রগুলিকে ইংরেজের গোলাম করিতে চায় ইহা মারাত্মক অপবাদ। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লার অভিসম্পাত হউক।

আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা কেন ইংরেজদের প্রশংসা করিলেন ঃ

যদিও বর্ণিত বিবরণ হইতে আহমদী জমাআতের নীতি মুছলমান-দের সঙ্গে সাধারণভাবে এবং মোছলেম রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতেছে এবং প্রকৃত পক্ষে ইহার অতিরিক্ত বিশ্লেষণের আবশ্যক নাই তবে একটী বিষয় বর্ণনা করা আবশ্যক। মওদুদী ছাহেব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার কিতাবে বহুস্থানে ইংরেজের প্রশংসা করিয়াছেন। ইংরেজ বা অন্য কাহারও প্রশংসা করা ইছলামী শরীয়তের বিপরীত নহে। মিথ্যা বলা শরীয়তের বিপরীত। উপরে বর্ণিত বিষয় সমুহ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা কখনও মিথ্যা বলেন নাই বরং তাঁহার বিরোধীরাই মিথ্যা বলিয়াছে।

যে যুগে আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার জন্ম হইয়াছিল ইহার

পূর্ব্ব হইতে পাঞ্জাবে শিখদের রাজত্ব ছিল। তাঁহার যুগে বৃটিশ শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার ওফাতের চল্লিশ বৎসর পর ভারত বিভক্ত হইয়া স্বাধীন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিয়াছেন তাহা দেখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তাঁহার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা দেখিতেছি যে তাহার সময়ে পাঞ্জাবে শিখদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারা মুছলমানদের প্রতি আযান দিতে, নমায পড়িতে, ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে বিধি নিষেধ আরোপ করিত। বল পূর্ব্বক মুছলমানদের সম্পত্তি ছিনিয়া নিত। তাহাদের গবর্ণমেণ্টের অধীন তাহাদের স্বার্থের খাতিরে স্থানে স্থানে দুই এক জন ছাড়া মুছলমানদিগকে সরকারী চাকুরা দেওয়া হইতনা। সময় সময় মুছলমানদের মেয়ে বল পূর্ব্বক ছিনিয়া নিয়া যাইত এবং তাদের সঙ্গে নির্লজ্জ ব্যবহার করিত। যখন ইংরেজরা পাঞ্জাব কাড়িয়া নিল তখন তাহারা কোন মুছলমানের অধিকৃত রাজ্য নেয় নাই বরং শিখদের অধিকৃত রাজ্য নিয়াছে। সেই সময় পাঞ্জাবে মুছলমানদের হুকুমত ছিল না। তাহারা শিখদের অধীনে ছিল। যাহাদের ব্যবহারের কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের তুলনায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মুছলমানদিগকে যথা সম্ভব ব্যক্তি স্বাধীনতা দান করিয়াছিল এবং যদিও পূর্ণ সুবিচার করে নাই তথাপি হাজার হাজার মছজিদ যাহা শিখরা ছিনিয়া লইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিল, শত সহস্র মুছলমানদের ঘরবাড়ী ফেরৎ দিয়াছিল, সরকারী চাকুরীর

দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিল। মছজিদ সমূহে আযান এবং নমায পড়ার স্বাধীনতা দান করিল। ধর্ম্মীয় শিক্ষার উপর হইতে সর্ব্বপ্রকার বাধা নিষেধ প্রত্যাহার করিল।

এখন মওদুদী ছাহেব বলুন এই সমস্ত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে ইংরেজদের প্রশংসা করা উচিত ছিল অথবা নিন্দা করা। যদি তিনি নিন্দা করিতেন তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়াইত যে তিনি শিখ শাসনের পক্ষপাতী। এমতাবস্থায় প্রকারান্তরে তিনি মছজিদ সমূহে আযান ও নমায বন্ধ থাকিতে, মছজিদগুলিকে আস্তাবলে পরিণত করিতে, মুছলমানদের ধর্ম্মীয় শিক্ষাকে রুদ্ধ করিতে, তাহাদের মেয়েগুলিকে ছিনিয়া নিতে, সামান্য দোষের দরুণ মুছলমানকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক বলিয়া গণ্য হইতেন। যদি আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা এইরূপ করিতেন তাহা হইলে কি মওলানা মওদুদী ছাহেব সন্তুষ্ট হইতেন? তাঁহার সহকর্ম্মীদেরও কি এই প্রকার আচরণে আনন্দ হয়? যদি তা না হয় তবে মওদুদী ছাহেব এবং তাঁহার সঙ্গীগণ বলুন আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা তখনকার অবস্থা দর্শনের পর যদি ইংরেজদের প্রশংসা করিয়া থাকেন তবে তাঁহার অপরাধ কি?

এখন ভবিষ্যতের প্রশ্ন থাকিয়া যায়। আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার যুগে ইহাই শুধু ভবিষ্যৎ ছিল যে হিন্দুরা ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিল এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে মুছলমানদের পৃথক নির্ব্বাচণের কথাও উঠে নাই। সেই সময়

মুছলমানদের বৃহত্তম অংশ রাজনীতি হইতে অনেক দূরে ছিল। অল্প সংখ্যক লোক কংগ্রেস-রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় যদি কংগ্রেসের ইচ্ছা পূর্ণ হইত তাহা হইলে ভারতে বর্ত্তমান হিন্দুস্থান রাষ্ট্র হইতে অধিকতর মারাত্মক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইত। কারণ বর্ত্তমান হিন্দুস্থান গবর্ণমেণ্টের উপর কয়েকটী বাধ্য বাধকতা আরোপিত হইয়াছে। প্রথম সেই চুক্তির বাধ্য-বাধ্যকতা যাহা ভারত বিভাগের সময় মুছলমানদের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় তাহার পার্শ্বে একটী স্বাধীন মুছলিম রাষ্ট্র বিদ্যমান। কিন্তু এই সমস্ত বাধ্য বাধকতা সত্বেও হিন্দুস্থানে মুছলমনদের উপর অনেক নির্য্যাতন হইয়া আসিতেছে। মওলানা মওদুদী ছাহেবের জমাআত এই সমস্ত কঠোরতাকে তিক্ত মনে করেন না বরং মিষ্ট শরবতের মত হজম করিয়া যাইতেছেন। হিন্দুস্থানে মুছলমানদের উপর নানাবিধ কঠোরতা অবলম্বিত হইতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত মুছলমানগণ নিজদিগকে পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেনা। যদি পরস্পরের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত না হইত, যদি হিন্দুস্থানের পার্শ্বে পাকিস্তান না থাকিত তবে মুছলমানদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার হইত তাহা চিন্তা করিতে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

মওদুদী ছাহেব কি ইচ্ছা করেন যে আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা এরূপ মারাত্মক ভবিষ্যতেরও সমর্থন করিতেন? আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা ১৯০৮ ইংরেজীতে ওফাত প্রাপ্ত হন। পাকিস্তানের ধারণা ৩০।৩১ ইংরেজীতে সৃষ্টি হয়। ১৯০৮ ইংরেজীতে

মৃত্যুবরণকারী মানুষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা যে পাকিস্তানের দ্বারা মুছলমানদের যে ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিত তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কেন তিনি ইংরেজী শাসনের বিলোপ কামনা করেন নাই? ইহা এক হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মীমাংসা ১৯৪৭ ইংরেজীর প্রারম্ভে হইয়াছিল। মওদুদী ছাহেব আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার উপর দোষারোপ করিতেছেন যে পাকিস্তান পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার চল্লিশ বৎসর পুর্ব্বে কেন তিনি পাকিস্তানের অস্তিত্বের অনুমান করিয়া উহার সমর্থন করিলেন না এবং ইংরেজ শাসনের নিন্দা করিলেন না? এদিকে মওদুদী ছাহেবের এই অবস্থা ছিল যে তিনি ১৯৪৭ ইং পর্য্যন্ত পাকিস্তান পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এমন কি পাকিস্তানে তাঁহার আগমনেরও ইচ্ছা ছিল না। কলিকাতায় বসবাস করারই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দৈবক্রমে এমন কতকগুলি ঘটনার উদ্ভব হয় যাহার ফলে তিনি পাকিস্তানে আসিতে বাধ্য হন। এখনও মওদুদী ছাহেবের যে জমাআত হিন্দুস্থানে রহিয়াছে তাহারা হিন্দুস্থান গবর্ণমেণ্টের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হইয়া আছে। কিন্তু তিনি পাকিস্তানে আসিয়া পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের নিন্দায় মাতিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বাস্তব ঘটনাবলী বিদ্যমান থাকিতে তিনি আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে এমন সব মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিতে সাহস করিলেন কিরূপে? তিনি কি মুছলমানদিগকে একেবারে বোকা বুঝিয়াছেন?

বেলুচিস্তানের লোকদিগকে আহমদী করিয়া লওয়ার ইচ্ছা ঃ

(১৪) মওলানা মওদুদী ছাহেব আর একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। আহমদী জমাআতের খলীফা বলিয়াছেন যে বেলুচিস্তানের লোকদিগকে আহমদী করিয়া লওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। কারণ কেন্দ্র দৃঢ় ভিত্তিক না হইলে তবলীগ ব্যাপক হয়না।" (উর্দ্দু কাদিয়ানী সমস্যা ২৬ পৃঃ)

জানিনা মওলানা ছাহেব ইহাতে আপত্তির কি কারণ দর্শন করিয়াছেন? আহমদী জমাআত নিশ্চয় এই দাবী করিতেছে যে তাহাদের তবলীগ করিতেই হইবে যেভাবে আপনি দাবী করেন যে আপনার তবলীগ করিতেই হইবে। আপনি আল্লার নামে শপথ করিয়া বলুনত দেখি সকল মুছলমানকে আপনার জমাতভুক্ত করার এবং ছালেহ করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্য আপনার আছে কিনা? যদি ইহা আপনার উদ্দেশ্য না থাকে তবে আপনার ঈমান স্বপ্রকাশ। আর যদি থাকে এবং যদি আহমদীরা ঐরূপ ইচ্ছা পোষণ করে তবে আপনার আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?

আহমদীদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করার দাবী কোন রাজনৈতিক 'ইঞ্জীলের' অন্তর্ভুক্ত ঃ

(১৫) আবার তিনি লিখিতেছেন ঃ— বলা হয় যে আহমদীরাত নিজদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করানের জন্য চাহিতেছেন। তাহা তাহাদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করার জন্য কেন দাবী করা

হইতেছে ? ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন এই প্রশ্ন কোন্ রাজনৈতিক ইঞ্জীল হইতে গৃহীত ? যখন এই দাবী যুক্তিযুক্ত তখন ইহাতে আপত্তি করার কি আছে ? উর্দ্দু কাদিয়ানী সমস্যা ২৭।২৮ পৃঃ)।

মওলানা মওদুদী ছাহেবের স্মরণ রাখা উচিত যে যৌক্তিকতার নামই রাজনৈতিক ইঞ্জীল। তিনি যে যুক্তির ভিত্তিতে স্বীয় দাবী উপস্থিত করিয়াছেন সেই যৌক্তিকতাই তাঁহার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। মওলানা মওদুদী ছাহেব তাঁহার এই পুস্তিকায় এবং তাঁহার সঙ্গীগণ তাহাদের লিখায় স্বীকার করিয়াছেন যে আহমদিদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করার দাবী শুধু পাঞ্জাব এবং ভাওয়ালপুরে ই আদৃত। অন্যান্য অঞ্চলের জন সাধারণ এই দাবীর গুরুত্ব এখনও বুঝিয়া উঠে নাই। তা'ছাড়া শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই তাঁহারা পাঞ্জাব ও ভাওয়ালপুরেরই হউন অথবা অন্যান্য অঞ্চলের হউন ইহার আকশ্যকতা উপলব্ধি করেন না। যাহার অর্থ ইহাই হয় যে এই দাবী অধিকাংশ পাকিস্তানবাসীর দাবী নহে। কোন সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু গণ্য করার দুইটী কারণই থাকিতে পারে। (১) সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুকে ভয় করে অথবা (২) সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুকে ভয় করে। ইহা ব্যতীত একই দেশের অধিবাসীকে দুইভাগে বিভক্ত করার আর কোন কারণ থাকিতে পারেনা। যখন স্বয়ং মওদুদী ছাহেবের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অধিকাংশ লোক আহমদিদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করিতে ইচ্ছুক নহে এবং অন্যদিকে আহমদিগণও এই দাবী করিতেছেনা যে তাহারা সংখ্যাগুরুকে ভয় করে কাজেই তাহাদিগকে

পৃথক সংখ্যালঘু জাতি বলিয়া গণ্য করা হউক। বরং তাহারা মনে করে যে যদি কাউন্সিলে তাহাদের প্রতিনিধি নাও আসিতে পারে তাহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি নাই; কারণ গবর্ণমেণ্টই রাজনৈতিক বিষয়সমূহের মীমাংসা করিবেন এবং রাজনৈতিক বিষয়সমূহ সমগ্র দেশের জন্য একই প্রকার হইয়া থাকে। যদি আহমদীরা অন্যান্য লোকের সহযোগে নিজদিগকে নির্ব্বাচিত করাইতে না পারে তবে তাহাতে কিছু যায় আসেনা। তাহারা পৃথক আসন সংরক্ষণের দাবী করা আবশ্যক মনে করেন না। তাহা হইলে বলুন আহমদিদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করার যুক্তি সঙ্গত কি কারণ থাকিতে পারে?

মওদুদী ছাহেবের প্রশ্ন করার কোন অধিকার নাই যে আহমদি-দিগকে সংখ্যালঘু গণ্য না করার সমস্যা কোন্ রাজনৈতিক ইঞ্জীল হইতে উদ্ভুত বরং পাকিস্তানবাসীর অধিকার রহিয়াছে যে তাহারা মওদুদী ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করে আহমদিদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করার দাবী কোন্ রাজনৈতিক ইঞ্জিল অনুসারে উত্থাপিত হইতে পারে?

মুছলমানদের অংশ বলিয়া পরিচিত হওয়ার দরুণ আহমদীদের প্রচার প্রসার লাভ করিয়াছে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা ঃ

(১৬) মওলানা মওদুদী ছাহেব লিখিতেছেন। মুছলমানদের অংশ বলিয়া গণ্য হওয়ার দরুণ আহমীয়তের প্রচার প্রসার লাভ করিতেছে। (উর্দ্দু কাদিয়ানী সমস্যা ৩৮ পৃ ঃ)।

আহমদীরা নিজদিগকে মুছলমান বলে, এইজন্য তাহাদের প্রচার প্রসারিত হইতেছে ইহা বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। ভারতবর্ষে চল্লিশ লক্ষ লোক খৃষ্টান হইয়াছে। উহার মধ্যে মুছলমান হইতে চারপাঁচ লক্ষ লোক খৃষ্টান হইয়াছে। এইভাবে মিসর, সিরিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, বৃটিশ বোর্নিও এবং আফ্রিকাতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মুছলমান খৃষ্টান হইয়াছে। আহমদীদের সংখ্যাত মাত্র চারিপাঁচ লক্ষ। যদি মুছলমান বলিয়া কথিত হওয়ার দরুন আহমদীয়তের প্রচার প্রসারিত হইয়া থাকে তবে যে পৌনে এক কোটীর মত মুছলমান খৃষ্টান হইয়া গেল তাহাও কি খৃষ্টানদের মুছলমান বলিয়া কথিত হওয়ার দরুণ? মওদুদী ছাহেব মুছলমানদিগকে বলিতে চাহিতেছেন যদি কোন ব্যক্তি মুছলমানদের আকাইদ বিকৃত করিতে চায় তবে তাকে মুছলমান বলিয়া পরিচয় দিলেই সুবিধা হইবে। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক অমুছলমান বলা হয় তাহা হইলে মুছলমানদের আর ক্ষতি হইবেনা, যদি এই কথা সত্য হয় তবে পনর বিশ লক্ষ ইরাণী এবং আরব মুছলমান কেন বাহায়ী হইল? বাহায়ীরাত ইছলামের ধার ধারে না। অফ্রিকা এবং এশিয়ার পৌনে এক কোটি মুছলমান কেন খৃষ্টান হইল? খৃষ্টানদের গায়ে তো ইছলামের লেবেল নাই। আসল তথা হইল যে তাহাদিগকে সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষায় গড়িয়া তোলা হয় নাই। তাহাদিগকে ইছলাম সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষা দান করা হয় নাই। নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশুদ্ধ শিক্ষা দান করা না হইলে তাহারা অন্য ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবেই। ইউরোপে আহমদীয়তের প্রসারের বড়

অন্তরায় ইহাই যে আহমদীরা নিজদিগকে মুছলমান বলে। খৃষ্টানদের অন্তরে মুছলমানদের বিরুদ্ধে উৎকট ঘৃণা বিরাজমান। পূর্ব্বদেশীয় ভাষাবিদ ইউরোপায় পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই আহমদী জমাআতের লোককে বলিয়া আসিতেছেন তোমরা ইছলামের নাম ত্যাগ কর, তাহা হইলে দেখিবে বাহায়ীদের ন্যায় খৃষ্টানদের মধ্যে তোমাদের প্রচারও প্রসারিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু আমরা কখনও ইহা সহ্য করিতে পারিনা। কারণ আমরা মুছলমান এবং মুছলমানই থাকিতে চাই এবং ইছলামের মধ্যেই আমাদের মুক্তি নিহিত বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা যে আমরা মুছলমান বলিয়া অভিহিত হওয়ার দরুণ আহমদী জমাআত বিস্তারিত হইয়াছে। আহমদীদের তুলনায় বিশগুণ মুছলমান অমুছলমান জাতির মধ্যে চলিয়া গিয়াছে এবং অমুছলমান জাতিদের মধ্যে আহমদীয়তের প্রসারের পক্ষে ইহাই বড় বিঘ্ন এবং অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে যে আহমদীরা নিজদিগকে মুছলমান বলে।

সৈন্য, পুলিশ এবং আদালতের মধ্যে আহমদীদের ভর্ত্তি হওয়া সম্বন্ধে ভ্রান্ত প্রচার ঃ

(১৭) ইহার পর মওলানা মওদুদী ছাহেব লিখিতেছেন ঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রিয় পাত্র সাজিয়া আহমদী জমাআত সৈন্য, পুলিশ এবং আদালতে নিজেদের লোক নির্বিবাদে ভর্ত্তি করাইয়া লইতে লাগিল। এই সমস্তই তাহারা মুছলমান সাজিয়া মুছলমানদের

জন্য নির্দ্ধারিত চাকুরির অংশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। (উর্দ্দূ কাদিয়ানী কাদিয়ানী সমস্যা ৩৮ পৃঃ) ইহা সম্পূর্ণ ভুল প্রচারণা। বাস্তব ব্যাপার ইহাই যে মুছলমানদের প্রচারণার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আহমদীদের উপর সর্ব্বদাই অবিচার হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ দুইটী ঘটনার বিবরণ উপস্থিত করিতেছি যাহা আহমদী জমাআতের ইমাম তাঁহার কোন কোন খুৎবায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

১৯১৭ ইংরেজীর ঘটনা। আমি শিমলা অথবা দিল্লীতে চৌধুরী সার যফরুল্লাহ খানকে এডজুটেণ্ট জেনারেল অথবা ঐ রকম কোন বড় এক অফিসারের নিকট একটা মামলা সম্বন্ধে পাঠাইয়াছিলাম। ঘটনাটি এই :— একজন আহমদীর উৎপীড়ন হইয়াছিল। তাহার কোন দোষ নাই একথা স্বীকার করিয়াও তাহাকে বিনা কারণে সৈন্য বিভাগ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চৌধুরী ছাহেব গিয়া তাহাকে বলিলেন ইহা কত বড় অবিচার যে যাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে সেই উৎপীড়িত ব্যক্তিকে বিনা কারণে সৈন্য বিভাগ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ আমাদের জমাআত দেশ সেবার জন্যই চাকুরী করে অর্থের লোভে চাকুরী করেনা। সমস্ত কথা শুনার পর তিনি বলিতে লাগিলেন একথা আমি স্বীকার করি আপনার জমাআতের লোক দেশের সেবার জন্যই সৈনিকের কাজ করে, এবং আমি একথাও জানি যে এই জমাআতের লোকের মধ্যে দেশ প্রেমের আকর্ষণ আছে। আমি একথাও বুঝি যে আপনার জমাআতের প্রতি যতদূর বিশ্বাস রাখা যায় অন্য কাহারো

উপর সে বিশ্বাস রাখা যায়না। কিন্তু আপনি একটী কথার জবাব দিন :—
বর্ত্তমানে ভারত রক্ষার জন্য আড়াই লাখ, তিন লাখ সৈন্যের দরকার।
যদি আমরা আপনার একজন লোকের ন্যায়ের উপর থাকার
দরুণ অপর লোকদিগকে ক্ষেপাইয়া দেই এবং তাহারা বিরক্ত হইয়া
বলিয়া দেয় যে আমরা সৈনিকের কাজ করিবনা, আমাদিগকে
বিদায় দিন, তাহা হইলে আপনার জমাআত দেশ রক্ষার্থে আড়াই লাখ,
তিন লক্ষ সৈন্যের আয়োজন করিয়া দিতে পারিবে কি? যদি
ইহা সম্ভব হয় তাহা হইলে আপনার কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে
পারি। আর যদি ইহা আপনার নিকটও অসম্ভব বলিয়া
বিবেচিত হয় তাহা হইলে আপনার জমাআতের মন রক্ষার্থে
হিন্দুস্থানের সংরক্ষণের কথা কিভাবে পরিত্যাগ করিতে পারি?
বস্তুতঃ আমাদের এমন অবস্থা হইয়াছে যে আমাদের দেশে আমাদের
কথার কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়না এবং গবর্ণমেণ্টও অনেক সময়
বড় কর্ত্তাদের বিরোধিতার ভয়ে অথবা আমাদের ন্যায্য দাবীর সমর্থন
করিলে রাষ্ট্রের দুর্ব্বলতার কারণ হইতে পারে এই জন্য আমাদের
কথা মানিয়া দেশের অধিকাংশকে নারাজ করিতে পারেনা।
(আলফযল ৩২ জিলদ ২৩৩ সংখ্যা ৫ অক্টেবর ১৯৪৪ইং ৩য় পৃঃ)।

এই প্রকার এক ঘটনা ৪৭ ইংরেজীতে ঘটিয়াছিল। ইহার
কথাও আহমদী জমাআতের ইমাম ছাহেব তাঁহার এক বক্তৃতায়
উল্লেখ করিয়াছিলেন।

"আমাদের এক বন্ধু সৈন্য বিভাগে চাকুরী করেন। তাহার
বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য নাই। অপর দিকে এক শিখের বিরুদ্ধে চারটি

মন্তব্য ছিল। তবুও তাহাকে সেই আহমদীর উপরস্থ করিয়া দেওয়া হইল। ঐ আহমদী ইংরেজ কমাণ্ডারের নিকট গেলেন এবং নিজের বক্তব্য পেশ করিলেন। অফিসার বলিলেন বাস্তবিক তোমার উপর অবিচার করা হইয়াছে। তুমি দরখাস্ত লিখিয়া আমার নিকট আন। যখন ঐ আহমদী দরখাস্ত লইয়া ইংরেজ অফিসারের নিকট উপস্থিত হইল তখন তিনি তাহা নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন। উপরে উহা পাঠাইলেন না। কতক দিন পর যখন অফিস হইতে সংবাদ লওয়া হইল তখন জানা গেল শিমলা হইতে অর্ডার আসিয়াছে ইহার বিরুদ্ধে উপরে যেন কোন আপীল প্রেরণ করা না হয়। (আলফযল ৩৫ জিলদ ১২০ সংখ্যা ২১শে মে ৪৭ইং ৪পৃ)।

মওলানা মওদুদী ছাহেব কোন কথা বলার আগে ঘটনাবলী দেখেন না। মনে হয় ছালেহীন জমাআতের জন্য ঘটনাসমূহের তদন্ত করা অবশ্যক নহে। তিনি সত্যভাবে বলুনত দেখি কত আহমদী কোন্ কোন্ চাকুরীতে আছে? সে কি ভাবে চাকুরী পাইয়াছে? সে নির্ব্বাচনের দ্বারা কিংবা পরীক্ষায় পাশ করিয়া চাকুরী পাইয়াছে অথবা অনুরোধ সুপারিশে চাকুরী পাইয়াছে। যদি একথা প্রমাণিত হয় যে আহমদী অযোগ্য হওয়া সত্বেও অনুরোধে চাকুরী পাইয়াছে অথবা মুছলমানদের জন্য নির্দ্ধারিত চাকুরীর বড় একটা অংশ তাহারা অধিকার করিয়া আছে তাহা হইলে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে। আর যদি ইহা মিথ্যা হয় তাহা হইলে মওদুদী ছাহেবের জানিয়া রাখা দরকার মিথ্যার দ্বারা ইছলামের কোন উপকার হয়না বরং দুর্ণাম হয়।

মওলানা মওদুদী ছাহেব ও তাঁহার সহকর্মী আলিমদিগকে চ্যালেঞ্জ ঃ

কতদিন হয় মওলানা মওদুদী সাহেবের সহযাত্রী আলিমগণ হৈ-চৈ রটাইয়া ছিলেন যে আহমদীরা পাকিস্তানের সৈন্য বিভাগকে মুষ্টিগত করিয়া লইয়াছে। আমরা মওলানা মওদুদী ছাহেব এবং তাঁহার সঙ্গীয় আলিমদিগকে চ্যালেঞ্জ দিতেছি যে তাঁহারা প্রমাণ উপস্থিত করুন এবং দেখাইয়া দিন যে শতকরা পাঁচটী চাকুরী আহমদীরা হস্তগত করিয়াছে। শতকরা একটী চাকুরীতেও আছে বলিয়া সপ্রমাণ করুন। কোন কোন বিভাগে তাহাদের সংখ্যা অধিক হইতে পারে কিন্তু কোন কোন বিভাগে তাহারা একেবারেই নাই অথবা না থাকার সমতুল্য। সংখ্যার পরিমাণত সামগ্রিকভাবে করিতে হইবে। আমরা জোরের সহিত বলিতেছি যে সমগ্র সংখ্যার অনুপাতে আহমদীদের সংখ্যা আপত্তিজনক নহে এবং তাহারা কোন আপত্তিজনক উপায়ে চাকুরীতে আসে নাই।

মওলানা মওদুদী ছাহেবের কল্পিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও আলিমগণ মিথ্যা বলিতে পারেন ঃ

মওলানা মওদুদী ছাহেবের কল্পিত মুছলিম নেতৃবৃন্দ ও আলিমগণ কতইনা মিথ্যা বলিতে পারেন। কাশ্মীরের যুদ্ধে যোগদান করার জন্য আহমদিগণ ফুরকান ফৌজ নামে এক সৈন্য দল গঠন করিয়াছিল।

উক্ত নেতৃবৃন্দ ও আলিমগণ জনসাধারণের মধ্যে এক পত্রিকা মারফত প্রচার করিতে লাগিলেন যে ঐ সৈন্যদল কোটী কোটী টাকার যুদ্ধ সরঞ্জাম চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। উর্দ্দু "আজাদ" পত্রিকা ১১ই পেপ্টেম্বর ৫২ইং ৫পৃঃ এবং "নিমক হারামওঁকে কারনামে" নামক পুস্তিকায় লিখা হইয়াছে "সাধারণ সৈন্য হইতে উর্দ্ধতন অফিসারগণের পর্য্যন্ত ছয়শত পরিপূর্ণ উর্দী, থ্রি নটথ্রি রাইফেল ৫৯৯, মেশিন গান ২০, মারটার বোমা ২২৬, গুলী ২১১১, ছত্রিশ, ছাইজের ৭২ গারনেড বোমা, এবং ইহা ছাড়াও গুলী, বারুদ, হাত বোমা, সঙ্গীন, ওয়ারলেছ, বেটারী, অসংখ্য উর্দী, কোটী কোটী টাকার অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম তাহারা হযম করিয়া বসিয়া আছে।" বস্তুতঃ যে সমস্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম চুরি হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা যাইতেছে উহার চতুর্থাংশও আহমদী কোং "ফুরকান বেটালিয়ান"কে দেওয়া হয় নাই। যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা সমস্তই যে ফেরৎ লওয়া হইয়াছে ফৌজী কর্ত্তৃপক্ষগণের লিখিত স্বীকৃতি বিদ্যমান আছে। আহমদীদের নিকট দেয় রসিদের এবারত এই :—"যে সমস্ত জিনিষ অর্ডিনেন্স ষ্টোর হইতে দেওয়া হইয়াছিল যথা অস্ত্র, বারুদ তাঁবু, অন্যান্য সরঞ্জাম, বিছানা প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ কে, আর ২১ ব্যাটালিয়ান অর্থাৎ ফুর্কান হইতে ফেরৎ লওয়া হইয়াছে এবং রাওলপিণ্ডি সেণ্ট্রাল ডিপোকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। এখন সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের কোন জিনিষ ফুরকান ফোর্স হইতে উশুল করার যোগ্য আর নাই। দস্তখত ডি, এ, ডি, ও, এস্, এ,কে মেজর কো-অর্ড তারিখ ২০শে জুন ১৯৫০ ইং।

মওলানা কি এই রসিদ পড়িয়া মিথ্যাবাদীদের উপর খোদার লানত বর্ষিত হউক এই দোয়া করিবেন ?

মৌলবী আতাউল্লা ছাহেব বুখারী ১১ই মে ৫২ইং লায়েলপরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ—মির্যায়ীদের খলীফা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ ভারতের সীমা সংলগ্ন ভাওয়ালপুর রাজ্যে আশী হাজার মুরব্বা জমিন লইয়া রাখিয়াছে। সার মুহাম্মদ যফরুল্লাহ খানও আশী হাজার একর ভূমি ভাওয়ালপুরেরর হিন্দুস্থান সংলগ্ন স্থানে লইয়া রাখিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের মনোভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। (আখবার "গরীব" এবং আখবার "আওয়াম" লায়েলপুর ১৩ই মে ৫২ইং হাওয়ালা আলফযল ২৪শে মে ৫২ইং ৬পৃঃ)।

বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শতকরা একটা কথাও সত্য নহে। এই প্রকার মিথ্যা দ্বারা কি ইছলামের সমর্থন করা হয় ? ইছলাম কি মিথ্যা ব্যতিরেকে উন্নতি করিতে পারেনা ?

মওলানা মওদুদী ছাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণ যদি সত্যবাদী হন তবে কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া নিজেদের আরোপিত অপবাদ সপ্রমাণ করুণ ঃ

মওলানা মওদুদী ছাহেব আরো লিখিয়াছেন "কাদিয়ানীদের সঙ্ঘবদ্ধতা সরকারী অফিসসমূহ ছাড়াও বাণিজ্য, শিল্প, এবং

কৃষিকার্য্যেও মুছলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল। (উর্দ্দু কাদিয়ানী সমস্যা ২১পৃঃ)।

কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং শিল্পে বিভেদ সৃষ্টি করার কথা রহস্যপূর্ণ, একমাত্র মওদুদী ছাহেবই ইহা উদ্ঘাটন করিতে পারেন। তাঁহার বর্ণিত কথা দ্বারা আমরা শুধু ইহাই বুঝিতে পরি যে আহমদীরা অন্যের অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছে। আমরা মওলানাকে সেই আল্লাহওয়াহিদ লাশরীকের হলফ দিতেছি যাঁহার হাতে তাঁহার প্রাণ; যদি তিনি ও তাঁহার সঙ্গিগণ এই সমস্ত দোষারোপ করায় সত্য হন তাহা হইলে ময়দানে আসুন এবং প্রমাণ উপস্থিত করুণ। নতুবা কমপক্ষে মিথ্যাবাদীর উপর আল্লার লানত বর্ষিত হউক এই কথা ঘোষণা করুণ এবং বলুন যে আহমদীরা অন্যের জমিন, ব্যবসায়, এবং কারখানা সমূহের উপর কব্জা করিয়া লইয়াছে। আমরাও সেই আল্লাহ ওয়াহিদ লাশরীকের নামে শপথ করিয়া বলিব যাঁহার হাতে আমাদের প্রাণ যে আহমদীদের প্রতি আরোপিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর যদি আমরা এ সম্বন্ধে মিথ্যা বলি তাহা হইলে আমাদের ও আমাদের সন্তান সন্ততির উপর আল্লার লানত বর্ষিত হউক। ইহা ছাড়া আমরা আর কি বলিতে পারি? তবুও যদি তাঁহারা এরূপ দোষারোপ করিতে বিরত না হয় তবে আমরা এই বিষয় আল্লার হাতে অর্পণ করিতেছি। দোয়া করিতেছি তিনি যেন সত্য ও ন্যায়ের সমর্থন করেন ও মিথ্যা উত্তেজনা সৃজক ভ্রান্ত প্রচার দ্বারা দুর্ণাম রটনা কারকদের বিহিত ব্যবস্থা করেন।

শেষ আবেদন ঃ

মওলানা মওদুদী ছাহেব "কাদিয়ানী সমস্যা" লিখিয়া দেশে বিভেদ এবং বিশৃঙ্খলা প্রসারিত করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছেন। যতদূর তাঁহার নিজের স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত তদনুসারে এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং সঠিক। কারণ তিনি তাঁহার পুস্তকাবলীতে পরিষ্কার লিখিয়াছেন যে ছালেহ জমাআতের জন্য ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে যে কোন উপায়ে শাসন ক্ষমতা লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করা। শাসন ক্ষমতা হস্তগত না করিলে দেশে কোন প্রোগ্রাম জারী করা যায় না। কিন্তু মুসলমানদের এবং মুছলিম উম্মতের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই প্রকার প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং বুদ্ধির বিপরীত। বর্ত্তমানে মুছলমানেরা যে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক মুছলমানের উপর ইহা আবশ্য কর্ত্তব্য যে মুছলমানদিগকে অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ করা; বর্ত্তমানে সঙ্ঘবদ্ধতা ব্যতীরেকে মুছলমানগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাথা উঠাইতে পারিবেনা। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে বহু এলাকা আছে যাহার অধিবাসী মুছলমান; যাহারা রাজনীতি অনুসারে স্বাধীন হওয়ার যোগ্য কিন্তু তাহারা স্বাধীন নহে এবং অমুছলমানদের অধীনে রহিয়াছে। অনেক দেশ ও অঞ্চল এমন আছে যেখানে মুছলমানেরা বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব রাখার যোগ্য নহে এবং তাহাদের এমন স্বাধীনতাও নাই যাহা কোন দেশের সম্মানিত নাগরিক পাইয়া থাকে এবং পাওয়া উচিত। বরং তাহাদের সঙ্গে দাসদের অনুরূপ ব্যবহার করা হইয়া

থাকে। মুছলমানদের যে সমস্ত অঞ্চল স্বাধীন তাহা এখনও পূর্ণশক্তি লাভ করিতে পারে নাই। বরং ঐগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিবর্গের তুলনায় এইগুলির কোন স্থান নাই। বস্তুতঃ এমন এক সময় ছিল যখন মুছলমান সমগ্র পৃথিবীর উপর হাকিম ছিল। তখন মুছলমানের উপর অত্যাচার করা সহজ ছিলনা। মুছলমানের উপর অত্যাচার হইলে সমগ্র পৃথিবীতে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার হইলে সারা দুনিয়ায় একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। যে কোন দেশে বাস করুক কোন খৃষ্টানের উপর অত্যাচার হইলে উহাতে হস্তক্ষেপ করা খৃষ্টান শক্তিগুলি নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু যদি কোন মুছলমানের উপর অমুছলমান গবর্ণমেণ্ট অত্যাচার করে এবং মুছলমান তাহার প্রতিবাদ করে তখন বলা হয় অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যায় না। খৃষ্টীয় শক্তির প্রাবল্যের দরুন তাহাদের রাজনীতি একপ্রকার এবং দুর্ব্বল হওয়ার দরুণ মুছলমানদের রাজনীতি অন্য প্রকার। এই সময়ে মুছলমানদের একমত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া অতীব আবশ্যক। ছোট এবং বড় জমাআত বলিয়া কোন প্রশ্ন উঠাই উচিত নহে। ইলেকশনের সময় প্রার্থীর জয়ী হওয়ার সত্যিকারের ইচ্ছা থাকে এবং সে সাধারণ হইতে সাধারণ মানুষের নিকটও যায় এবং ভোট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। মুছলমান শক্তিবর্গের ব্যাপার ইলেকশনে জয়ী হওয়ার ইচ্ছার চেয়ে কম নহে। যে ব্যক্তি বলে যে এই ব্যাপারে আমাদের জন্য কোন

ছোট জমাআতের আবশ্যক নাই সে ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে ইছলামী হুকুমতগুলিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে তাহার এতটুকুও ইচ্ছা নাই একজন প্রার্থীর ইলেকশন জয়লাভ করার যতটুকু ইচ্ছা। সে প্রকৃত শুভ কামনার মর্ম্ম অবগত নহে, সে মুছলমানদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীও নহে। বস্তুতঃ মওলানা মওদুদী ছাহেব "কাদিয়ানী সমস্যা" লিখিয়া কাদিয়ানী জমাআতের হাঁড়ী ভাঙ্গেন নাই বরং তাঁহার নিজের ইছলামী আন্তরিকতার হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং তাঁহার রাজনীতি জ্ঞানের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া দিয়াছেন। আক্ষেপ যদি তিনি মুছলমান জাতির গত এক হাজার বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিতেন এবং তাঁহার এই জ্ঞান লাভ হইত যে কিভাবে মুছলমানদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইছলামের শক্তিকে ধ্বংশ করা হইয়াছে। খণ্ড খণ্ড করার অর্থ ইহা নহে যে তাহাদের আকীদার মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে কারণ কোন বিপর্য্যয়কারী কখনও আকীদার মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে নাই বরং অদূরদর্শী আলিম ও ফকীহগণ-ই আকীদার মধ্যে মতভেদ আনয়ন করিয়াছে। খণ্ড খণ্ড করার অর্থ আকীদার মতভেদকে ভিত্তি করিয়া কোন কোন দলকে পৃথক করিয়া দিয়া ইছলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে। ইতিহাস বিদ্যমান। প্রত্যেক ব্যক্তি উহা পাঠ করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারে।

মওলানা মওদুদী ছাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা দ্বারা কাদিয়ানী সমস্যার সমাধান হইবেনা। কারণ আহমদিদিগকে ইছলামের গণ্ডীর বাহিরে ফেলিয়া পৃথক সংখ্যালঘু জাতি বলিয়া

গণ্য করিলে এক হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে ধারা চলিয়া আসিতেছে এবং পাকিস্তান অর্জ্জনের সময় যাহা বন্ধ হইয়াছিল তাহা আবার আরম্ভ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ তৎপর আগাখানিদিগকে ইছলাম হইতে খারিজ করা হইবে। তৎপর বুহরাদিগকে, তৎপর শিয়াদিগকে, তৎপর আহলেহদীছদিগকে, তাহার পর বেরেলবীদিগকে, অতঃপর দেওবন্দী-দিগকে, ইহার পর মওলানা মওদুদী ছাহেব ও তাঁহার অনুচরগণের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। মওলানা মওদুদী ছাহেব ও তাঁহার অনুগামীদের হুকুমত নিশ্চয় খোদার ফযলে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইবেনা। পরন্তু গত এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত মুছলমানদের মধ্যে যাহা জারীছিল তাহাই আরম্ভ হইবে এবং ফলে মুছলমানগণ গত পঁচিশ বৎসরে যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিলোপ হইতে থাকিবে। পুণরায় মুছলমান একে অন্যের গলা কাটিতে থাকিবে এবং ইছলামী জমাআতের লোকগণ আনন্দিত হইবে যে তাহাদের হুকুমত কাইম হইতেছে। ইছলামী রাষ্ট্রগুলি দুর্ব্বল হইয়া পুণরায় সুস্বাদ গ্রাসের ন্যায় রাশিয়ার মুখে পড়িবে অথবা পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মুঠার ভিতরে আসিবে। আল্লাহ ইছলাম বৈরীদের মুখমণ্ডল মসীলিপ্ত করুণ এবং ইছলামকে এই অধঃপতন হইতে রক্ষা করুন।

মওলানা মওদুদী ছাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তে দেশে শান্তি স্থাপন করার প্রকৃষ্ট পন্থা এই :—

(১) ইছলামের সহিত সম্বন্ধকারী প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ অনুসারে অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে কোন মনোভাবই পোষণ করুক না কেন, সে অন্যান্য সম্প্রদায়কে সত্য মুছলমান

বলিয়া মনে করুক না করুক ধর্ম্মীয় ঐক্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং ইছলামকে দলাদলির অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করার মানসে সকলকেই পবিত্র কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর বাহ্যিক সীমানার অধীন করিয়া মুছলমান গণ্য করা হউক। ইহাতে শিয়া, ছুন্নী, আহলেহদীছ, আহলে কুরআন, আহলেজাহির, আহলেবাতিন, হানফী, মালিকী, হাম্বলী, সাফেয়ী, আহমদী এবং গয়রআহমদীর মধ্যে যেন কোন প্রভেদ করা না হয়।

(২) যদি এই পন্থা অবলম্বন করা না হয় যাহা ছাড়া মুছলমানদের উন্নতি সাধিত হইতে পারেনা তাহা হইলে আহমদি-দিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করায়ও কোন কাজে আসিবেনা। কারণ এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের শত্রু হইয়া উঠিতেছে; এবং ইছলামের মঙ্গল কামনা হৃদয় হইতে দুর হইয়া যাইতেছে। শুধু নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছে। এইজন্য এই অস্ত্রোপচার শুধু আহমদীয়তের উপরই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। আহমদীয়তের উপর অভিজ্ঞতা লাভকারী ডাক্তার পরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপরও এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবে। সুতরাং একবারেই এই মীমাংসা করিয়া ফেলা উচিত যে ইছলামী হুকুমতের অধীন অমুক অমুক সম্প্রদায়ের লোক থাকিতে পারিবে এবং অপরদের জন্য এখানে কোন সংস্থান নাই। তাহা হইলে অবশিষ্ট সম্প্রদায় এখন হইতেই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারিবে এবং জগৎবাসী জানিতে পারিবে যে পাকিস্তানের আলিমগণ এখানে কোন্ প্রকার শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে চান।

(৩) আর যদি ইহা না করিতে হয় এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা করা এক মারাত্মক কার্য্য হইবে তাহা হইলে আমরা সমস্ত মুছলমানের সমীপে এই আবেদন করিতেছি যে আহমদিদিগকে সংখ্যালঘু গণ্য করার স্থলে মৌলবী ছাহেবানদের হৃদয়ে ধর্ম্ম নিষ্ঠা ও খোদা ভীতির প্রেরণা জাগাইয়া তোলার জন্য চেষ্টা করুণ। তাঁহাদিগকে ন্যায় নিষ্ঠা, সুবিচার, এবং উদারতার পন্থাই সে সর্ব্বোত্তম এবং ইছলামের সেবা করার একমাত্র পন্থা তাহার সবক শিক্ষা দিন।

আল্লাহতাআলা মুছলমানদিগকে শক্তি দান করুণ। যখন তাহাদের ওস্তাদ আলিমগণের অবস্থা বিকৃত হইয়া গিয়াছে তখন শিষ্যগণেরই গুরুর আসনে বসিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করা উচিত ; তাহা হইলেই ইছলাম দুর্ব্বলতা ও ধ্বংশের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

আল্লাহতাআলা মুছলমানদের হস্ত ধারণ করুণ এবং তাহাদিগকে সেই ভাবে সাহায্য করুণ যে ভাবে প্রাথমিক তিনশত বৎসর মুছলমান-দিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আল্লাহুম্মা আমীন ও আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

নিবেদক

মুমতায আহমদ, সদর মুবল্লিগ

(ই, পি, এ, এ,) ঢাকা

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	ছত্র	পৃষ্ঠা
ইন্না আল্লাহু	ইল্লা আল্লাহু	২	১১
খাতমদের	খাতমের	২	১৮
র আসিয়াছেন	আসিয়াছেন	১৯	১৮
নবীগণে	নবিগণের	১৯	১৮
গুলীত্বে	ওলীত্বে	১৯	১৯
মুস্তকিন	মুস্তকিল	১১	২৪
দাবীদারক	দাবীকারক	৩	২৫
এবং	বরং	১৩	২৮
আহাদের	আমাদের	১৪	৩০
নিজের হাতে	নিজের হাত	৮	৩১
পীরের হাত	পীরের হাতে	৮	৩১
উম্মতো	উম্মতা	১০	৩৫
ছিলেন	ছিলেননা	১৬	৩৫
যান্নুন	যাল্লুন	২	৩৭
মুযিন্নুন	মুযিল্লুন	২	৩৭
নজুমা	নজুমী	১	৩৯
হইলেনা	হইলেন না	৭	৪০
করিলন	করিল না	১	১০৩
জেহাদি	জেহাদ	৯	১১০
তথা	কথ	১৮	১৩০
সে	যে	৬	১৪৪

Quotations from the report of the Court of Enquiry, Punjab Disturbances, 1953.

"The ideology of the Jama'at-i-Islami is perfectly simple. It aims at establihment of the sovereignty of Allah throughout the world which, in other words, means the establishment of a religio-political system which the Jama'at calls Islam. For the achievement of this ideal it believes not only in propaganda but in the acquisition of political control by constitutional means and where feasible by force. A Government which is not based on Jama'at's conception, as for instance where it is based on the conception of a nation, is, according to Maulana Amin Ahsan Islahi, a Satanic Government, and according to Maulana Abul Ala Maudoodi himself *kufr*, all persons taking part in such Government, whether as administrators or otherwise, or willingly submitting to such system being sinners. The Jama'at was, therefore, professedly opposed to the Muslim League's conception of Pakistan, and since the establishment of Pakistan, which it described as *Na Pakistan*, has been opposed to the present system of Government and those who are running it. In none of the writings of the Jama'at produced before us there is to be found the remotest reference in

support of the demand for Pakistan, and, on the contrary, these writings which contain several possible hypotheses, are all opposed to the form in which Pakistan came into being and at present exists. According to the statement of the founder of the Jama'at before a Military Court, short of an armed rebellion the Jama'at believes in, and has its objective the replacement of the present form of Government by a Government of the Jama'at's conception. The Jama'at has a head who is called an Amir and though its membership is limited, consisting of only 999 persons at present, the Jama'at has a vast publication and propaganda machinery."

[Page 243]

Maulana Abul Ala Maudoodi :—

"Q.—If we have this form of Islamic Government in Pakistan, will you permit Hindus to base their Constitution on the basis of their own religion ?

A.—Certainly. I should have no objection even if the Muslims of India are treated in that form of Government as *shudras* and *malishes* and Manu's laws are applied to them, depriving them of all share in the Government and the rights of a citizen. In fact such a state of affairs already exists in India."

[Page 228]

"Vile and unfounded charges have been levelled against the Ahmadis that the district of Gurdaspur was assigned to India by the Award of the Boundary Commission because of the attitude adopted by the Ahmadis and the arguments addressed by Chaudhri Zafrullah Khan who had been selected by the Quaid-i-Azam to present the case of the Muslim League before that Commission. But the President of this Court, who was a Member of that Commission, considers it his duty to record his gratitude to Chaudhri Zafrullah Khan for the valiant fight he put up for Gurdaspur. This is apparent from the record of the Boundary Commission which anyone who is interested may see. For the selfless services rendered by him to the Muslim community, it is shameless ingratitude for anyone to refer to Chaudhri Zafrullah Khan in the manner in which he has been referred to by certain parties before the Court of Inquiry."

[Page 197]

AHMADIYYA FOREIGN MISSIONS

United Kingdom

The London Mosque, 63, Melrose Road, Southfields, S. W. 18, England.

Spain

K. I. Zafar, Lista 58, Madrid

Switzerland

S. Nazir Ahmad, Beckhammer 35, Zurich, 57.

Germany

Ch. Abdul Latif, Olderfelder Strasse 18, Hamburg —13, Germany (Br. Zone).

Holland

Maulvi Ghulam Ahmad Bashir, Nederland Ruy Chrocklaan—54, Den Hague.

U. S. A.

1. 2141 Leroy Place, N. W. Washington 8, D. C.
2. 4448 South Wabash Ave., Chicago, III.
3. 2522 Webster Avenue, Pittsburgh 19. Pa.
4. 265 W. 30th Street, New York 1, N.Y., U.S.A.

B. W. Africa

1. The Ahmadiyya Mission House, P. O. Box 418, Lagos, Nigeria.
2. Ahmadiyya Movement P.O. Box 11 BO., Sierra-Leone.
3. Ahmadiyya Movement P.O. Box 39 Salt Pond, Gold Coast.

B E. Africa

1. The Ahmadiyya Movement, P.O. 554, Nairobi, Kenya Colony.

2. Ahmadiyya Movement, P.O. 54, Tabora. Tanganyika.

3. Ahmadiyya Movement, P.O. Box 243, Kampala—Uganda.

Ceylon

Ahmadiyya Muslim Missionary, M. I. Munir, H. A. 99, Driebergs Avenue Colombo 10 (Ceylon)

Mauritious

Ahmadiyya Muslim Mission, Rose Hill (Mauritius).

Burma

Ahmadiyya Muslim Mission, 143/31st Street, Rangoon, Burma.

Far East

1. Maulvi Mohammad Sadiq, Ahmadiyya Muslim Missionary, 116, Onna Road, Singapore, (Malaya).

2. Ahmadiyya Movement, Balakang One, Padang. Sumatra, (Indonesia).

3. Ahmadiyya Movement, Petogio Ud Gang VII. No. 10, Djakarta (Java).

4. Ahmadiyya Movement, P.O. Box 30, Jesselton, British or North Borneo.

British West Indies

Ahmadiyya Muslim Mission, 9th Street and 9th Ave., Barataria, Trinidad, (B. W. Indies)

———

8. Sinless prophet -/6/-
By Late Moulana Abdul Karim

9. Existence of God ,, ,, -/6/-

10. Muhammad the liberator of Woman -/3/-
Present Head of the Ahmadiyya Community

11. খাতামান্নবীয়ীন মৌলবী আবদুল হাফিজ ১॥০

[খাতামান্নবীয়ীনের বিশদ ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং এই সম্বন্ধে সকল ভ্রান্তধারণার অপসারণ।]

12. ফতেহ ইসলাম হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ।৵০

13. জরুরুতুল ইমাম ,, ॥০

এই সকল ছাড়াও ইছলাম সম্বন্ধে আরো অনেক কিতাবাদি পাওয়া যায়।

BOOK LIST

প্রকৃত ইছলাম বা আহমদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকাদি পাঠ করুন ঃ

1. English Translation of the Holy Quran
   Vol. I (10 Parts) 25-0-0
   Vol. II (5 ;,) 12-0-0

[Contains word meaning and unique comments in the modern light by the present Head of the Ahmadiyya Community]

2. Teachings of Islam 4-8-0

   A Master piece by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (peace be on him on the philosophy of the Teachings of Islam (Ordinary) 1-8-0

3. New World Order

   [A comparative study of different religions and isms including communism with Islam] 1-0-0

4. Islam versus communism
   Mirza Bashir Ahmad M. A. -/6/-

5. Introduction to the study of the Holy Quran 6-0-0

   By the present Head of the Ahmadiyya Community

6. Life of Ahmad by A. R. Dard 10-0-0

7. Message of Ahmadiyyat -/6/-
   By Choudhury Muhamad Zafrullah Khan

প্রাপ্তিস্থান ঃ

দারুত তবলিগ

৪নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা।